দাম : বারো টাকা

স্বস্তিকা

৭৩ বর্ষ, ৩৪ সংখ্যা।। ১৯ এপ্রিল, ২০২১।। ৫ বৈশাখ - ১৪২৮।। যুগাব্দ ৫১২৩ ।। website : www.eswastika.com

বিপদ বুঝেই কি বিরোধীদের ওপর শাসক দলের এই হামলা ?

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৩ বর্ষ ৩৪ সংখ্যা, ৫ বৈশাখ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

১৯ এপ্রিল - ২০২১, যুগাব্দ - ৫১২৩,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : রন্তিদেব সেনগুপ্ত

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

কেন্দ্রীয় বাহিনী পশ্চিমবঙ্গবাসীর গণতান্ত্রিক অধিকারকেই সুরক্ষিত করেছে ▯ বিশ্বামিত্র **▯ ৬**

বাঙ্গলার ভোট কিন্তু দেশেরও ভোট ▯ সুন্দর মৌলিক **▯ ৭**

মায়নমারের উদ্বাস্তুদের ঠিকানা ভারত হতে পারে না ▯ কানওয়াল সিব্বাল **▯ ৮**

এবারের ভোট শান্তিপ্রিয় মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার ভোট ▯ মণীন্দ্রনাথ সাহা **▯ ১১**

দেওয়ালে পিঠ ঠেকেছে বলেই মমতা এতটা আক্রমণাত্মক ▯ সরোজ চক্রবর্তী **▯ ১৩**

তৃণমূলের আঘাতে রক্তাক্ত হয়েও অকুতোভয় দিলীপ ▯ জাহ্নবী রায় **▯ ১৪**

বাংলাদেশে ধারাবাহিক সংখ্যালঘু নির্যাতন এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সফর ▯ রঞ্জন কুমার দে **▯ ১৫**

হিন্দু সমাজের সুরক্ষার জন্যই প্রয়োজন বিজেপি সরকার ▯ রামানুজ গোস্বামী **▯ ১৭**

বিরোধীদের উপর হামলা চালিয়ে আরও অন্ধকারে তৃণমূল কংগ্রেস ▯ সুকল্প চৌধুরী **▯ ১৯**

বিপদ বুঝেই কি বিরোধীদের ওপর শাসকদলের হামলা? ▯ হীরক কর **▯ ২৫**

ভাইপো তু কেনে কাদা দিলি ভালো পিসির সাদা কাপড়ে ▯ বিশ্বপ্রিয় দাস **▯ ৩৯**

মিথ্যেবাদী মেয়েকে বাঙ্গলা চায় না ▯ সুপ্রভাত বটব্যাল **▯ ৪৩**

বৈদিক নগরীর আদলে তৈরি হবে নতুন রামমন্দির ▯ দুর্গাপদ ঘোষ **▯ ৪৪**

হিন্দুত্ব করে খাওয়ার নয়, ধরে রাখার জিনিস ▯ সুজন পাণ্ডা **▯ ৪৭**

প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফরে পাকিস্তান চীনাপন্থী শক্তিগুলি আতঙ্কিত ▯ মৈনাক পুতুতুণ্ড **▯ ৪৯**

নিয়মিত বিভাগ

উবাচ : ১০ ▯ চিঠিপত্র : ৩৫-৩৬ ▯ অঙ্গনা : ৩৭ ▯

সুস্বাস্থ্য: ৩৮ ▯ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১

প্রকাশিত হবে ২৬ এপ্রিল ২০২১

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ২৬ এপ্রিল ২০২১

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

পশ্চিমবঙ্গ কি গৃহযুদ্ধের পথে?

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের বিজেপির বিরুদ্ধে একজোট হবার ডাক দিয়েছেন। মুসলমান মহিলাদের বলেছেন, হাতা-খুন্তি নিয়ে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের ঘেরাও করতে। এই উস্কানিমূলক বক্তব্যের প্রভাব ইতিমধ্যেই পড়েছে শীতলকুচিতে।

এই ঘটনায় প্রশ্ন উঠেছে— একজন মুখ্যমন্ত্রী তথা প্রশাসনিক প্রধান হয়ে এমন কথা বলেন কি করে? তাহলে কি মুখ্যমন্ত্রী ক্ষমতা ধরে রাখতে পশ্চিমবঙ্গকে গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলে দিচ্ছেন? আগামী সংখ্যায় স্বস্তিকা এইসব প্রশ্নেরই উত্তর খুঁজতে চেষ্টা করবে।

দাম একই থাকছে— মাত্র ১২ টাকা।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**

A/C. No. : **917020084983100**

IFSC Code : **UTIB0000005**

Bank Name :

AXIS Bank Ltd.

Branch : **Shakespeare Sarani Kolkata-700 071**

সানরাইজ®

সর্ষে পাউডার

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

সম্পাদকীয়

হিংসার রাজনীতি মানুষ সহ্য করিবে না

যে বঙ্গভূমি ভারতবর্ষের নবজাগরণের পুরোধা ছিল, যে বঙ্গভূমি স্বাধীনতাযুদ্ধে বিপ্লবী আন্দোলনের পীঠস্থান ছিল, সেই বঙ্গভূমি আজ রক্তাক্ত। প্রতিনিয়ত রক্তস্নান করিতেছে। কায়েমি ক্ষমতালোভী রাজনৈতিক দল ও তাহাদের বাহুবলীরা যেনতেন প্রকারে ক্ষমতায় টিকিয়া থাকিবার জন্য সর্বপ্রকার হিংসার আশ্রয় লইয়াছে। ইহার শুরু সেই সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের আমল হইতে। পরবর্তীতে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বাধীন সরকার ক্রমাগত চৌত্রিশ বৎসর এই রাজ্যকে রক্তরঞ্জিত করিয়াছে। রক্তরঞ্জিত করিয়াই তাহারা এতগুলি বৎসর ক্ষমতায় টিকিয়া ছিল। রাজনৈতিক বিরোধীদের খতমের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের মতবিরোধী সাধারণ মানুষদেরও তাহারা অবলীলায় হত্যা করিয়াছে। পুত্রকে নৃশংসভাবে হত্যা করিয়া তাহার রক্তমিশ্রিত অন্ন তাহারই গর্ভধারিণীকে খাইতে বাধ্য করিয়াছে। কলকাতার রাজপথে দিনে-দুপুরে সন্ন্যাসিনী হত্যা করিয়াছে। সরকারি কর্মচারীরাও তাহাদের হাত হইতে রক্ষা পায় নাই। সন্ত্রাসের পরিবেশ নির্মাণ করিয়াই তাহারা অতগুলি বৎসর পশ্চিমবঙ্গকে পদদলিত করিয়া রাখিয়াছিল। রাজ্যের গণতন্ত্রপ্রেমী শান্তিকামী মানুষ প্রবল অত্যাচারী বাম শক্তিকে এক সময় কুলোর বাতাস দিয়া তাড়াইয়া ২০১১ সালে বাম বিরোধী নেত্রী হিসাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ক্ষমতাসীন করিয়াছিল। কিন্তু অচিরেই প্রমাণ হইল যে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কমিউনিস্টদেরই সার্থক উত্তরসূরি। কমিউনিস্টদের যাবতীয় অপগুণ তিনি আত্মস্থ করিয়াছেন। মাত্র পাঁচটি বৎসর পর তিনি নখদন্ত বাহির করিয়া একই প্রকারে বিরোধী খতমের রাস্তায় মানিয়াছেন। কমিউনিস্টরা তাহাদের শাসনকালে রাজ্যটিকে ধ্বংসের দোরগোড়ায় পৌঁছাইয়া দিয়াছিল, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মাত্র দশ বৎসরে ধ্বংসের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত করিয়াছেন। স্বভাবতই রাজ্যের মানুষ ইহা হইতে পবিত্রাণের পথ খুঁজিতেছিল। গত কয়েক বৎসর ধরিয়া ভারতীয় জনতা পার্টির উত্থানে রাজ্যের মানুষ আশার আলো দেখিতে পাইয়াছে। দলে দলে মানুষ বিজেপির ছত্রতলে আসিয়া তাহার শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছে। ফলত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাহার দল ক্ষমতা হারাইবার ভয়ে ভীত হইয়া পড়িয়াছে। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে রাজ্যের ৩৪ শতাংশ আসন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাহুবলীরা ত্রাস সৃষ্টি করিয়া বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় দখল করিয়াছিল। ভারতীয় জনতা পার্টির বহু নেতা-কর্মীকে হত্যা করা হইয়াছে। তথাপি ২০১৬ সালের লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যের মানুষ ভারতীয় জনতা পার্টির ১৮ জন সাংসদকে নির্বাচিত করিয়াছে।

ভারতীয় জনতা পার্টির উত্তরোত্তর ক্ষমতা বৃদ্ধিতে এবং বিধানসভা নির্বাচনে হারিয়া যাইবার আশঙ্কায় হিংসার প্রতিমূর্তি রূপে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই সময় রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইতেছে। ইতিমধ্যে চার দফা সম্পন্ন হইয়াছে। নির্বাচন কমিশনের কড়া নজরদারিতে মানুষ নির্ভয়ে ভোট দিতে পারিতেছে। প্রতিটি দফায় গড়ে ৮০ শতাংশ মানুষ ভোটাধিকার প্রয়োগ করিয়াছেন। ইহাতেই প্রমাদ গনিতেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ভোট লুঠ করিতে না পারিয়া প্রকাশ্য জনসভায় দলের নেতা-কর্মীদিগকে হিংসার আশ্রয় লইতে প্ররোচিত করিতেছেন। কেন্দ্রীয় বাহিনীকে ঘেরাও করিবার নির্দেশ দিতেছেন। তাঁহারই নির্দেশে শাসকদলের নেতা-কর্মীরা ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থীদের উপর আক্রমণ করিতেছে। কেন্দ্রীয় বাহিনীকে তাঁহার দুধেল গোরুরা আক্রমণ করিতেছে। চতুর্থ দফা ভোটের আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং কোচবিহারের শীতলকুচিতে প্রকাশ্য জনসভায় কেন্দ্রীয় বাহিনীকে আক্রমণ করিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন। তাহারই ফলশ্রুতিতে চতুর্থ দফা ভোটের দিন দুধেল গোরুরা আনন্দ বর্মন নামে এক বিজেপি সমর্থক ভোটারকে ভোটের লাইনেই গুলি করিয়া হত্যা করিবার পর কেন্দ্রীয় বাহিনীকে ঘেরাও করিয়া তাহাদের আগ্নেয়াস্ত্র ছিনতাই করিবার প্রয়াস করিয়াছে। আত্মরক্ষার্থে কেন্দ্রীয় বাহিনী গুলি চালাইলে চারজনের মৃত্যু হইয়াছে।

বস্তুত, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বুঝিতে পারিয়াছেন তাঁহার বিদায় আসন্ন। বিজেপির প্রতি মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন দেখিয়া তিনি ভয় পাইয়াছেন। প্রধানমন্ত্রী খুব সত্যিকথা বলিয়াছেন , 'বিজেপির প্রতি মানুষের সমর্থন বাড়িতেছে দেখিয়া দিদি ঘাবড়াইয়া গিয়াছেন। গদি চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া তিনি সরাসরি হিংসার আশ্রয় লইয়াছেন।' রাজ্যের মানুষ আর কোনো ভাবেই হিংসাকে বরদাস্ত করিবে না। হিংসোন্মত্ত এই অপশক্তিকে বিদায় জানাইয়া শুভশক্তিকে বরণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছে পশ্চিমবঙ্গ। আগামী ২ মে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ।

সুভাষিতম্

কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্তব্যো বিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীন বিচারে তু ধর্মহানিঃ প্রজায়তে।।

কেবল শাস্ত্রবাক্য অবলম্বন করে কর্তব্য নির্ণয় করতে নেই; যুক্তিকেও অবলম্বন করতে হয়। কারণ যুক্তিহীন বিচারে ধর্মহানি হয়।

কেন্দ্রীয় বাহিনী পশ্চিমবঙ্গবাসীর গণতান্ত্রিক অধিকারকেই সুরক্ষিত করছেন

বিশ্বামিত্র

রাজ্যে চতুর্থ দফার ভোটে একটা দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটেছে, কোচবিহারের শীতলকুচিতে সিআইএসএফের গুলিতে চারজন নিহত হয়েছেন। ওখানেই সকালে আরেকটি মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। তৃণমূল-আশ্রিত দুষ্কৃতীদের হামলায় এক বিজেপি কার্যকর্তার ভাই আনন্দ বর্মনের প্রাণহানি হয়েছে। সবমিলিয়ে স্রেফ শীতলকুচিতেই ভোটের দিন ঝরে গেল পাঁচ-পাঁচটা প্রাণ। খুব দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে কোনও মৃত্যুই অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের। কিন্তু তা সত্ত্বেও সিআইএসএফের গুলিচালনায় নিহতরা অবশ্যই বেশি মাইলেজ পাচ্ছেন, স্রেফ একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষ হওয়ার দরুন। রাজনীতির প্রয়োজনেই যাদের এতকাল বাম-তৃণমূল ব্যবহার করেছে। স্বয়ং মমতা ব্যানার্জি এই নিহতদের পরিবারের সঙ্গে কথা বলার সময় পেলেন, কিন্তু আনন্দের পরিবারের সঙ্গে কোনও কথা বললেন না, সে দরিদ্র রাজবংশী পরিবারের ছেলে বলে? এই নিয়ে সমালোচনা শুরু হতে নামকাওয়াস্তে রাজ্য সরকারের আর্থিক ক্ষতিপূরণে আনন্দ বর্মনের নামটা জুড়ে দিয়েই হাত ঝেড়ে ফেললেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রশ্ন উঠবে, কেন এই বৈষম্য? আনন্দকে তৃণমূলের গুন্ডারা মেরেছে বলে? সে বিজেপি কার্যকর্তার ভাই বলে? এই দুটো যুক্তির কোনোটাই যে মিথ্যে নয়, এতদিন যারা মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিহিংসার রাজনীতির ব্যাপারে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন, তারা তা মানবেন।

এই সঙ্গে আরও একটা বিষয় মাথায় রাখতে হবে। একটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে তাঁর লাগাতার উসকানি, শীতলকুচির ঘটনাকে হাতিয়ার করে সেই সিআইএসএফ- বিরোধী স্বরকে আরও উচ্চগ্রামে নিয়ে যেতে পারবেন, রাজ্যবাসীর সহানুভূতি কুড়ানোর যে অসৎ খেলা তিনি নির্বাচনের প্রথমদিন থেকে খেলে আসছেন, সেই একই খেলা তিনি ভোটের শেষদিন অবধি খেলার সুযোগ পেয়ে গেলেন শীতলকুচির ঘটনায়। এবং এই ঘটনাকে হাতিয়ার করে তিনি বিশৃঙ্খলা তৈরির চেষ্টা করবেন, একথা সকলেরই জানা। এই আশঙ্কাতেই নির্বাচন কমিশন পরবর্তী তিনদিন অকুস্থলে কোনও রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীরই প্রবেশ নিষিদ্ধ করে।

এখন প্রশ্ন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিশৃঙ্খলা চাইছেন কেন? খুব সহজ উত্তর, ২০১৮-র পঞ্চায়েত নির্বাচনে যে মডেল ফলো করেছিল তৃণমূল, সেই বিরামহীন সন্ত্রাস করে রাজ্যের মানুষকে ভোট দিতে না দেওয়া, সেই একই মডেল অনুসরণ করে তিনি জিতবেন ভেবেছিলেন। ২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে এই ভোট-প্রক্রিয়া মুখ থুবড়ে পড়ার পরও তাঁর শিক্ষা হয়নি। আসলে উগ্র সিপিএম-বিরোধিতাকে সম্বল করে তিনি রাজ্যে ক্ষমতায় এসেছিলেন। কিন্তু ক্ষমতায় এসেই তিনি সিপিএম জমানাকেই অনুসরণ করে গেছেন। বাম জমানায় কমরেডরা সাধারণ মানুষের ওপর যে যে অত্যাচার করেছেন, তৃণমূল জমানায় ক্যাডাররা ঠিক ঠিক সেই অত্যাচারই করেছেন, বরং কিছু কিছু ক্ষেত্রে সেই অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। আসলে এটা একটা সিস্টেম, যেটা সিপিএম সাড়ে তিন দশকের চেষ্টায় তিল তিল করে গড়ে তুলেছে। সেই সিস্টেমটাকে ভাঙার ক্ষমতা কোনোদিনই তৃণমূল-নেত্রীর ছিল না তাঁর প্রশাসনিক-অদক্ষতার জন্য। তাই তিনি ব্যর্থ-অনুসরণ করেছেন সিপিএমের সিস্টেমকেই। ছাপ্পা, রিগিং, তোষণ--- রাজনীতিতে এইসব কথাগুলি বাম আমলে আমদানি, তৃণমূল আমলে তার ওজন বৃদ্ধি হয়েছে মাত্র।

সুতরাং রাজ্যে একটা অরাজক পরিবেশ-পরিস্থিতি তৈরি করে তৃণমূল নেত্রী তার ফয়দা তুলতে চান। যে কারণে কেন্দ্রীয় বাহিনীর রাইফেল কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা হলো, তারা গুলি চালাতে বাধ্য হলো। সেই গুলিতে চারজন নিহত হলে তাদের ধর্মীয় পরিচয় নিয়ে সাম্প্রদায়িক তাস খেলা শুরু করলেন মুখ্যমন্ত্রী। পাঠকের মনে থাকতে পারে, গত লোকসভা নির্বাচনে হারার পর মমতা এক সাংবাদিক সম্মেলনে, যে সংখ্যালঘু 'আখ্যায়িত' একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের ভোট তিনি পান, তাদের তোষণের পক্ষে যুক্তি দিয়ে, 'যে গোরু দুধ দেয়, তার লাথি সহ্য করা উচিত' —এই প্রবাদ বাক্য আউড়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রীর স্বভাবধর্ম থেকে সেইদিনই তিনি বিচ্যুত হয়েছিলেন। আর এই তোষণের শিক্ষা তিনি বামপন্থীদের থেকেই পেয়েছিলেন। শুধু বামপন্থীরা বুদ্ধি করে সুকৌশলে তোষণের রাজনীতি করেছিল বলে একারণে ক্ষতিগ্রস্ত ও উৎপীড়িতরা তাদের স্বরূপ সেদিন ধরতে পারেনি।

আজ রাজনীতির পরিবেশ ও পরিস্থিতি পালটেছে। এখন একপক্ষকে তোষণ করলে অন্যপক্ষও জোটবদ্ধ হবে। আজ বামপন্থীদের ভোটব্যাঙ্ক সরাসরি সাত শতাংশে এসে ঠেকেছে। এই একই রাজনীতি করার জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্যও হয়তো একই পরিণতি অপেক্ষা করছে। বাম-আমলের থেকেও পরিস্থিতি দিনের পর দিন অবনতির দিকে যাচ্ছে। শুধু অত্যাচার কিংবা আর্থিক দুর্নীতি নয়, তৃণমূলের অপশাসনে সরকারি চাকরির পরীক্ষা প্রায় বিলুপ্ত প্রজাতিতে পরিণত হয়েছে।

আগে বাম-আমলে আমলাতন্ত্রকে পার্টি পরিচালনা করতো বর্তমানে তৃণমূলের আমলে তাদের ক্যাডাররাই প্রশাসন চালাচ্ছে। গত দশ বছরে এটুকুই যা পরিবর্তন হয়েছে। মানুষ এবার প্রকৃত পরিবর্তন চাইছেন। অত্যাচার, অপশাসন থেকে মুক্তি, পাশাপাশি সুশাসনের অঙ্গীকার --- এটুকুই পশ্চিমবঙ্গবাসীর গণতান্ত্রিক দাবি। কেন্দ্রীয়বাহিনী রাজ্যের মানুষের সেই গণতান্ত্রিক অধিকারটিকেই সুরক্ষিত করছেন।

বাঙ্গলার ভোট কিন্তু দেশেরও ভোট

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা

নির্বাচন চলছে। তার মধ্যেই এই চিঠি। এটা যখন লিখছি তখন চার দফার ভোটগ্রহণ হয়ে গিয়েছে। বাকি রয়েছে আরও চার দফা। আপনারা যখন চিঠি হাতে পাবেন তখন হয়তো আরও এক বা দু' দফার ভোটগ্রহণ হয়ে যাবে। তবু একটা বিষয় মনে করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন যে, এই ভোট কিন্তু শুধু বাঙ্গলার নয়। এই নির্বাচন দেশের নির্বাচন। সোনার বাঙ্গলা গড়ার স্বপ্ন নিয়ে ভোট দিন কিন্তু সেই সঙ্গে মাথায় রাখতে হবে আগামীদিনে দেশ কোন পথে যাবে সেটাও ঠিক হয়ে যাবে এই বিধানসভা নির্বাচনের মধ্য দিয়ে।

২ মে নির্বাচনের ফলাফল পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করে দেবে ঠিকই। সেই সঙ্গে জাতীয় রাজনীতির ভবিষ্যতের গতিপথও ঠিক করে দেবে বলেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কিংবা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এত গুরুত্ব দিচ্ছেন বাঙ্গলার ভোটকে। অমিত শাহের ভবিষ্যদ্‌বাণী মিলিয়ে বিজেপি ২০০-র বেশি আসনে জিতে নবান্ন দখল করলে বিজেপির ২০২৪-এর লোকসভা ভোটে জয়ের রাস্তাও অনেকখানি মসৃণ করে ফেলবে। বিজেপি-বিরোধী একটা জোট তৈরি করার জন্য যাঁরা উঠেপড়ে লেগেছেন দীর্ঘদিন ধরে, তাঁরাও উত্তর পেয়ে যাবেন। তাই তো বাঙ্গলার বিধানসভা নির্বাচনে শরদ পাওয়ার থেকে তেজস্বী যাদব, হেমন্ত সোরেন থেকে ডিএমকে-র স্ট্যালিন যিনি কংগ্রেসের শরিক হয়েও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে দাঁড়াতে চাইছেন। সমাজবাদী পার্টি অভিনেত্রী সাংসদ জয়া বচ্চনকেও পাঠিয়েছে। এ সবই আসলে বিরোধী জোটের সলতে পাকানোরই চেষ্টা। এই পরিস্থিতিতে বিজেপি বাঙ্গলার মাটিতে ঝান্ডা উড়িয়ে দিলে নতুন করে বিরোধী জোটের আশা মিলিয়ে যাবে। কারণ, দিদি হেরে গেলে হুইলচেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াবেন কিনা সন্দেহ আছে। তিনি উঠলেও তাঁর দল চিরতরে হুইলচেয়ারে বসে যাবেই।

অমিত শাহ অঙ্ক কষেই বলেছেন, বিজেপি ২০০-র বেশি আসন জিতবে। ভোট শুরুর পরে দফায় দফায় ভোটের ফলের ভবিষ্যদ্‌বাণীও করছেন। শাহ ২০১৯-এর ভোটে যখন লোকসভায় ২০টি আসন জয়ের কথা বলেছিলেন, তখন অনেকেই বিশ্বাস করেননি। বিজেপি ১৮টি আসন পেয়েছিল। এ বার দু'শোর বদলে বিজেপি ১৮০ আসন পেলেও অমিত শাহই জিতবেন। যা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উপরে দেশের ভরসা আরও বাড়িয়ে দেবে।

আরও একটা বিষয় মাথায় রাখতে হবে। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি যদি ক্ষমতায় আসে, তা হলে স্রেফ হিন্দি বলয়ের পার্টির তকমা একেবারে ঘুচে যাবে। অসম-সহ উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলির পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গেও বিজেপির সরকার তৈরি হলে পূর্ব ভারতের উন্নয়নে গতি আসবে।

বিজেপি বরাবরই মুসলমান-তোষণের বিরুদ্ধে। এক সময় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিজেপির প্রধান অভিযোগই ছিল মুসলমান তোষণ। এখন তৃণমূলের বিরুদ্ধেও বিজেপির প্রধান হাতিয়ার সেটাই। সেই ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতির জন্যই মমতা সিএএ, এনআরসি'র বিরোধিতা করছেন। এবার সেটাও কার্যকর করা যাবে।

একই কথা প্রযোজ্য তিন কৃষি আইনের ক্ষেত্রেও। চার মাস ধরে দিল্লির সীমানায় যে কৃষক আন্দোলন চলছে তার পিছনেও স্বার্থান্বেষী আঞ্চলিক দলগুলির মদত আছে। তবে এই রাজ্যে ওই আন্দোলনের কোনও প্রভাব পড়েনি। বাঙ্গলার ভোটে বড়ো অংশের কৃষকদের সমর্থন বিজেপি পেলে কৃষি আইনের পক্ষে সওয়াল করার আরও শক্তি জমি পাবে। অন্যদিকে, কৃষকদের জমি রক্ষায় সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলনের বাঙ্গলায় বিজেপি জিতলে কৃষক নেতারা আরও চুপসে যাবেন।

তাই আগামী ২ মে ভোটের যে ফল আমরা জানতে পারব— তা শুধু বাঙ্গলা নয়, জাতীয় রাজনীতির মোড় ঘোরাবে। পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা দখল মানে তার ভিত্তিতে রাজ্যসভাতেও শক্তিশালী হবে বিজেপি। যেটা প্রয়োজন দেশের স্বার্থেই। দেশের জন্য অনেক বড়ো বড়ো সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজতর হবে। তাই বাঙ্গলার উপরে এখন দেশরক্ষার দায়িত্ব। বাঙ্গলা যে সেটা পালন করতে পারবে তা নিশ্চিত। এমন নজির বাঙ্গলা আগেও অনেকবার দেখিয়েছে। সাম্প্রতিককালে দ্বিতীয় নরেন্দ্র মোদী সরকারে ১৮ আসন দেওয়ার কৃতিত্ব তো বাঙ্গলারই। ▯

অতিথি কলম

কানওয়াল সিব্বাল

মায়নামারের উদ্বাস্তুদের ঠিকানা ভারত হতে পারে না

মায়নমারের সঙ্গে আমাদের স্বার্থ জড়িত আছে। মায়নামারে জনতা সাময়িক ক্ষমতার একটা বড়ো অংশ এখন ধরে রাখবে। দেশের রাজনৈতিক পট পরিবর্তন যাই হোক না কেন। ভারত কিন্তু মায়নমারে হিংসার নিন্দা করছে।

গণতন্ত্রের ধ্বজা উড়িয়ে নিজেদের ঘরে আগুন দেওয়ার দায় ভারতের কখনই থাকা উচিত নয়। আমাদের নিজের দেশের কথাই প্রথম অ্যাজেন্ডা। রাষ্ট্রসঙ্ঘের উদ্বাস্তুজনিত সংগঠনের বিশেষ সদস্য না হওয়ায় আইনগতভাবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মায়নমার থেকে আসা উদ্বাস্তুর ঢলকে গ্রহণ করার বাধ্যবাধকতা ভারতের নেই। মানবিকতার নীতির প্রতি দায়বদ্ধ একটি গণতান্ত্রিক দেশ হওয়ার সুবাদে আন্তর্জাতিক উদ্বাস্তুজনিত কনভেনসনের অধীনতা মেনে নিয়ে বিশ্বের তাবৎ দেশ-পালানো মানুষকে গ্রহণ করার দায় ভারতের থাকতে পারে না।

মনে রাখা দরকার, ভারত শুধু অতীতে নয় প্রায়শই তিব্বত, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ, আফগানিস্তান পাকিস্তান, ভুটান ও অন্যান্য (সংখ্যার হিসেবে প্রায় ২৫টির বেশি) দেশের প্রায় তিন লক্ষ উদ্বাস্তুর বাসস্থান হয়েই রয়েছে। খাতায়-কলমে সংজ্ঞা মেনে উদ্বাস্তুদের সংখ্যা বাদ দিলে বেআইনিভাবে ভারতে অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা বিপুল। আর এই আইনি ও বেআইনি অনুপ্রবেশের দীর্ঘস্থায়ী চাপ আমাদের রাজনীতি ও সমাজকে যথেষ্ট প্রভাবিত করে আসছে। ভারতের প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে আন্তর্জাতিক সীমান্ত সেইভাবে প্রাচীর বা কাঁটাতারের জালে সুরক্ষিত না থাকায় বেআইনি যাতায়াত কখনোই দুঃসাধ্য নয়। এর ফলে বেআইনি অনুপ্রবেশের প্রবাহ চলতেই থাকে। এই দেশগুলিতে আবার নিত্যদিনই ধর্মীয় বা জাতিগত বিক্ষোভ, দাঙ্গা লেগে থাকলেও প্রাচীন অতীতের একটা যোগসূত্র থাকায় এখানকার মানুষের নিরাপত্তার বিষয়ে ভারতকে অনেক সময়ই মানবিক অবস্থান নিয়ে এই আগমন মেনে নিতে হয়।

তাই এই উদ্বাস্তু সমস্যা বরাবরই জটিল এবং এর সঙ্গে ওতপ্রতোভাবে জড়িত দেশের নিরাপত্তাও। আমাদের উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি ইতিমধ্যেই এই কারণে দীর্ঘকালীন অর্থনৈতিক চাপের মুখে পড়েছে, থমকে রয়েছে উন্নয়ন। কেননা সেখানকার ভৌগোলিক অবস্থানই দেশের অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে এই রাজ্যগুলির যোগাযোগ অনেকাংশে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। মিজোরাম, মণিপুর, অরুণাচল প্রদেশ ও নাগাল্যান্ড এই রাজ্যগুলি প্রত্যেকটি মায়নামারের সঙ্গে সীমান্ত অবস্থানের অংশীদার। আমাদের ঘোষিত দক্ষিণপূর্ব এশিয়া নীতি (যা আবার অ্যাক্ট ইস্ট পলিসি'রই একটি প্রসঙ্গ) অনুযায়ী মায়নামারের মধ্যে দিয়ে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশগুলির সঙ্গে আমাদের বাণিজ্যিক লেনদেন স্থানীয় অর্থনীতিকে চাঙ্গা করে তোলার একটা পথ। কিন্তু ভারতকে এই অঞ্চলে দীর্ঘদিন অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন করার প্রয়াস নিতে হয়েছে। এই ক্ষেত্রে অনেক সময়ই মায়নামার সরকারের সামরিক বাহিনীর সহযোগিতা আমরা পেয়েছি। এই সামরিক সহযোগিতার বিষয়টি সাম্প্রতিক কয়েক বছরে আরও দৃঢ় হয়েছে। এই সহযোগিতা ছাড়া উত্তর-পূর্বাঞ্চলে আমাদের নিরাপত্তা বিপদের মুখে পড়বে। শুধু সামরিক নিরাপত্তা নয়, দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় বাণিজ্য গড়ে তোলার লক্ষ্যও তছনছ হয়ে যাবে।

এই পরিপ্রেক্ষিতেই উদ্বাস্তু আগমনের বিষয়টিকে আমাদের সংবেদনশীলতার সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে। একই সঙ্গে মায়নামারের সামরিক বাহিনীর সঙ্গেও সহযোগিতামূলক আচরণ করতে হবে যাতে তারা তাদের বাস্তব সমস্যার সমাধান করতে পারে, সেটাও নজরে রাখতে হবে।

মূল বিষয়টি হলো কী পরিমাণ উদ্বাস্তু মায়নামার থেকে ভারতে ঢুকছে। একটি সীমিত সংখ্যার বিপদ্‌গ্রস্ত মানুষ কিছু দিনের জন্য মিজোরামে থাকলে বিষয়টা সামলে নেওয়া যায়। বিশেষ করে বর্তমানে এই রাজ্যগুলির সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্যের চুক্তি বলবৎ থাকায় ১৬ কিলোমিটারের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্য সূত্রে ভারতে এসে ১৪ দিন থাকা আইনসিদ্ধ।

প্রসঙ্গত, কোভিড-১৯-এর প্রকোপের আগে নিয়মিত হাজার হাজার মায়নামারবাসী সীমান্তের এপারে ভারতে ব্যবসা বাণিজ্য করে বা আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা করে ফিরে যেত। তারা এখানে টুকটাক কাজকর্মও করত। এই মুহূর্তে মিজোরামের ক্ষেত্রে সংখ্যাটা কমই, মাত্র ১০০০, কিন্তু উভয় দেশের মধ্যেই উপজাতি জনসংখ্যাই এই আনাগোনার মধ্যে থাকায় বিষয়টা আরও জটিল হয়ে যায়। জাতিগত একাত্মতাবোধ একটা তীব্র আবেগজনিত বিষয়, সেটা কেবল মিজোরামে সীমাবদ্ধ নয়। আমাদের অন্যান্য প্রতিবেশী দেশের সঙ্গেও এই জাতিগত বৈশিষ্ট্যের মানুষরা

যোগাযোগ রেখে চলে। এটা খুবই আশার কথা মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী এ বিষয়ে মায়নামারের বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে চলেছেন। এ বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই আমরা মায়নামারের সামরিক বাহিনীর ভারতীয় প্রতিনিধি বা এখনকার কূটনীতিকে মিলন ও সেদেশের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের সঙ্গেও এ নিয়ে কথা বলে চলেছি যাতে উদ্বাস্তু আগমনের গতিকে রুদ্ধ করা যায়। এ বিষয়ে মিথ্যে ধারণাটা পরিষ্কার হওয়া দরকার তা হলো ভারত সর্বদা উদ্বাস্তুদের সাদর আহ্বান জানায়। আর তা করতে দেশের অভ্যন্তরে সবরকমের ব্যবস্থা করে রেখেছে যাতে উদ্বাস্তুদের প্রবাহ সদা বাড়তে থাকে। সুতরাং ভারতের এখুনই সীমান্ত বন্ধ করে দেওয়ার বিষয়ে তৎপর হওয়া দরকার এবং এটা ঘোষণাও করা দরকার যাতে উদ্বাস্তু আগমন এড়ানো যায়। উদাহরণ স্বরূপ থাইল্যান্ডের কথা বলা যায়, যেখানে কোনো শারীরিক নিগ্রহ না করে বা ভীতি প্রদর্শন ছাড়াই উদ্বাস্তুদের সফলভাবে তাদের দেশে ফিরিয়ে দেওয়া গেছে।

এ বিষয়ে ভারত মায়নামারের উদ্বাস্তুদের জন্য তার দরজা হাট করে খুলে দিক এ নিয়ে বেশ আবেগপূর্ণ কিছু বাণী বাজারে ছাড়া হয়। আমরা বিশ্বের সর্ববৃহৎ গণতন্ত্র হিসেবে গণতান্ত্রিক রীতিনীতির ওপর সর্বদা শ্রদ্ধাশীল হবো এবং যে কোনো দেশের নির্বাচিত সরকার সমর্থন করা যার একটা অঙ্গ। এ বিষয়ে আমাদের নিরাপত্তার সঙ্গে আমাদের নির্দিষ্ট নীতিই সর্বদা অগ্রাধিকার পাবে। এই বিষয়ে অন্য কোনো মত চলতে পারে না। এই রকম একটা ধারণা চাউর করে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। সারা বিশ্বের কাছে কেবলমাত্র আমাদের দেশে গণতন্ত্র আছে বলেই আমাদের কদর। আমরা সেই ভাবমূর্তিকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারি না। আমরা কিন্তু বিশ্বে গণতন্ত্র প্রচার প্রসারের একমাত্র দায়িত্বে ব্রতী নয়। একটি দেশের নাগরিকদের দ্বারা সরকার ও নীতি পরিবর্তনের ফলে দেশের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিতে যে গৃহযুদ্ধের আবহ নেমে এসেছে তার প্রতিক্রিয়া মেটানোর দায়বদ্ধতা আমাদের নয়। এরই ফলে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নাগরিক পলায়নের ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে তাদের ব্যাপকহারে প্রবেশের ফলে সেখানকার প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্রগুলি কীভাবে বিপন্ন হয়ে পড়ছে সেটা আমাদের মাথায় রাখা দরকার। রাজনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলির মধ্যে তুমুল বিক্ষোভ তৈরি করেছে। বিচিত্র সব উদ্বাস্তু আগমনে দেশগুলিতে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা প্রবলভাবে মাথা চাড়া দিচ্ছে। দেশের নিরাপত্তার ওপর অভ্যন্তরীণ হিংস্র আক্রমণ নেমে আসছে (ফ্রান্স দ্রষ্টব্য)। ইউরোপের দেশগুলি অত্যন্ত কঠিন প্রচেষ্টায় সমুদ্রপথে অনুপ্রবেশ ঠেকাতে সমুদ্র তীরগুলিতে ব্যাপক নজরদারি বাড়িয়েছে। এক্ষেত্রে তুরস্ককে প্রভূত অর্থনৈতিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে। এই সূত্রে আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ার মতো দুটি বড়ো গণতান্ত্রিক দেশ অত্যন্ত কঠোর পদক্ষেপ নিয়ে উদ্বাস্তু আগ্রাসন ঠেকানোর চেষ্টা করছে। এ বিষয়ে পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক দেশগুলি কোনো আদর্শ মডেল খাড়া করতে পারেনি।

তাই এখন আমাদের বুক চিতিয়ে বিশ্বের কাছে গণতান্ত্রিক মহত্ত্ব নতুন করে প্রচারের কোনো প্রয়োজন নেই। আর আমরা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে বিশ্বাসী বলেই আমাদের এত গুরুত্ব ও দায়বদ্ধতা, তাহলে চীনের কি কিছুই নেই? অথচ তারাই সব বিষয়ে নাক গলায়।

কিন্তু রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে ভারতকে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার পথ উন্মুক্ত রাখতে হবে। কেননা মায়নামারের সঙ্গে আমাদের স্বার্থ জড়িত আছে। মায়নামারে জনতা সাময়িক ক্ষমতার একটা বড়ো অংশ এখন ধরে রাখবে। দেশের রাজনৈতিক পট পরিবর্তন যাই হোক না কেন। এই সূত্রেই চীনের বিষয়টি ছেড়ে দেওয়া যায় না। ভারত কিন্তু মায়নমারে হিংসার নিন্দা করছে। আমাদের নীতিতে কিন্তু সংহতি থাকতে হবে। যদি আমরা মায়নামারের রোহিঙ্গাদের ফেরত পাঠাই তবে সেখান থেকে আসা 'চীনা' উদ্বাস্তুদেরও ফেরত পাঠাতে হবে।

(লেখক প্রাক্তন বিদেশ সচিব)

শোকসংবাদ

রাষ্ট্রীয় স্বয়সেবক সঙ্ঘের কলকাতা মহানগরের পাটুলি শাখার স্বয়ংসেবক তথা উপনগর প্রমুখ দিলীপ কুমার পাল গত ৬ এপ্রিল পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। তিনি তাঁর সহধর্মিণী, ১ পুত্র, ১ কন্যা ও নাতি রেখে গেছেন।

* * *

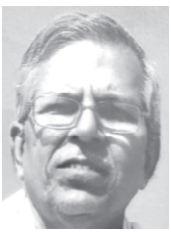

মালদহ নগরের প্রবীণ স্বয়ংসেবক তথা পূর্বতন জেলাকার্যবাহ অশোকচাঁদ বর্মণ দীর্ঘ রোগভোগের পর গত ৮ এপ্রিল পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর। তিনি তাঁর সহধর্মিণী, ২ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

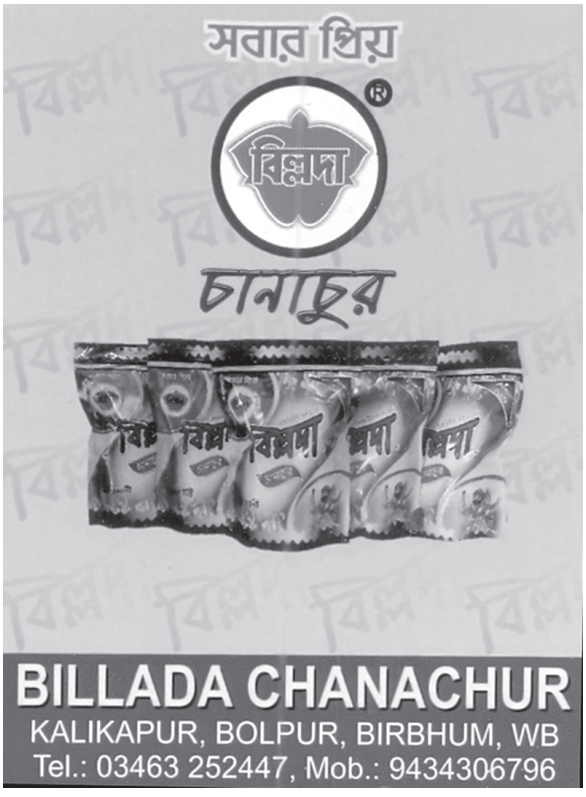

রম্যরচনা

বিয়েবাড়িতে পাঁচুদা

বিয়েবাড়িতে পাতে যখন মাংস পড়ল, পাঁচুদা চুপ করে বসে রইল। পাশে বসা ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, কী হলো, শুরু করুন। পাঁচুদা দুঃখ দুঃখ মুখ করে বলল— দাঁত আনতে ভুলে গেছি। পাশে বসা ভদ্রলোকটি পকেট থেকে পাঁচজোড়া দাঁত বের করে বললেন, দেখুন কোনটা আপনার সেট হয়।

পাঁচুদা খুশি হয়ে বললেন, আপনি কি ডেনটিস্ট?

ভদ্রলোক বললেন, না না, আমি শ্মশানঘাটের কেয়ারটেকার। আমার কাছে এরকম আরও অনেক দাঁত আছে।

রাস্তাজুড়ে প্রেমপত্র

প্রেমিকার জন্য প্রায় দু'কিলোমিটার রাস্তাজুড়ে প্রেমপত্র লিখেছেন প্রেমিক। উদ্দেশ্য প্রেমিকাকে সারপ্রাইজ দেওয়া। প্রেমিকের এই কাণ্ড রীতিমতো হইচই ফেলে দিয়েছে মহারাষ্ট্রের কোলাপুরের ধরঙ্গুটি গ্রামে। প্রেম নিবেদনের ধরন দেখে স্থানীয়রা অবাক হয়ে গেছেন।

উবাচ

"বাঙ্গলার রাজনীতিতে একটা বৈশিষ্ট্য আছে। একবার যে যায় সে আর ফেরে না। কংগ্রেস গেছে, ফেরেনি। কমিউনিস্টরা গেছে, ফেরেনি। দিদি গেলে যে ফিরতে পারবেন না, তা তিনি ভালোই বুঝে নিয়েছেন। সেকারণে মানুষের ওপরে এত ক্ষুব্ধ হচ্ছেন।"

নরেন্দ্র মোদী
ভারতের প্রধানমন্ত্রী
কল্যাণীর নির্বাচনী জনসভায়

"মোদীজী চান বাঙ্গলার মানুষের উন্নতি। দিদি চান ভাইপোর কল্যাণ। বাঙ্গলার মানুষের উন্নতির জন্য কোনোদিন চিন্তা করেননি দিদি। বাঙ্গলায় দিদির বিদায়ের সময় এসে গিয়েছে। দশ বছর শাসন করেছেন তিনি, তাঁকে কি আর ছোটো বিদায় দেওয়া যায়! ২০০ আসন নিয়ে দিদিকে বিদায় দেব।"

অমিত শাহ
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী
কোচবিহারের নির্বাচনী জনসভায়

"তৃণমূল জমানায় মা-বোনেরা বাড়ি থেকে বেরাতে পারেন না। বাজারে গেলে মা-বোনেদের আঁচল ধরে টানা হয়। অভিযোগ করলে দিদি বলেন ওসব দুষ্টু ছেলের কাজ। এই দুষ্টু ছেলেরাই শীতলকুচিতে গুলি খেয়েছে। আমরা ক্ষমতায় এলে এই দুষ্টু ছেলেরা আর বাঙ্গলায় থাকবে না।"

দিলীপ ঘোষ
বিজেপি রাজ্য সভাপতি
বরানগরে নির্বাচনী জনসভায়

"হিন্দু ভোট পাওয়ার জন্য এখন পুরোহিত ভাতা দিচ্ছেন মমতা ব্যানার্জি। ইমাম ভাতার পালটা তিনি পুরোহিত ভাতা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ভোটের লক্ষ্যে। বিজেপি লোকসভায় ১৮টি আসন জিতে যাওয়ায় মমতা ব্যানার্জির মাথায় বাজ পড়েছে।"

অধীর রঞ্জন চৌধুরী, কংগ্রেস নেতা
মমতা ব্যানার্জির তোষণনীতি প্রসঙ্গে

এবারের ভোট শান্তিপ্রিয় মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার ভোট

মণীন্দ্র নাথ সাহা

গত ২৭ মার্চ থেকে দেশের চার রাজ্য এবং এক কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ভোট শুরু হয়েছে। তন্মধ্যে কোনো রাজ্যে এক দফায়, কোনো রাজ্যে দুই দফায় আর পশ্চিমবঙ্গে আট দফায় ভোট গ্রহণের বিজ্ঞাপ্তি জারি করার পর নির্বাচন কমিশনের প্রতি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রশ্ন রেখেছেন— অন্যান্য রাজ্যে এক বা দু' দফায় ভোট হলে পশ্চিমবঙ্গে আট দফায় ভোট কেন? তবে নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তে বিরোধী দলের নেতারা খুশি। ভোট ঘোষণার পর থেকে বিভিন্ন দল তাদের নির্বাচনী ইস্তাহার প্রকাশ করেছে। তাতে তারা লিখেছে, ক্ষমতায় এলে জনগণকে কী দিবে, কী খাওয়াবে, কী পরাবে, কোথায় রাখবে, কোথায় শোয়াবে ইত্যাদি নানান ধরনের উপঢৌকনের ফিরিস্তি।

ভোটকে কেন্দ্র করে শাসকদলের আশ্রয়পুষ্ট হয়েছে যারা তাদের সংখ্যা সর্বাধিক। শাসক পক্ষকে বেছে নিয়ে ধর্মনিরপেক্ষ নামধারী সংবাদপত্রগুলি ট্যাঁড়া পেটাতে শুরু করেছে। এখানে ছোটো বড়ো মাঝারি সব সংবাদপত্রই মোটামুটি বর্তমানে প্রধান বিরোধী দল বিজেপির বিরুদ্ধে কলম ধরেছে। রাজ্যের তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের কথা এখানে আলোচনা না করাই ভালো। কেননা এদের পিঠে বুদ্ধিজীবী লেবেল থাকলেও স্বভাবে সারমেয় বা শিবা বা মার্জার সম্পন্ন মনোবৃত্তি। আর প্রার্থীদের মধ্যে যাঁরা আছেন তাঁদের অনেকের মধ্যেই শিয়াল, শকুন, বানরের স্বভাব ধরা পড়ে। দলগুলির প্রত্যেকেই রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হতে চায়। তাই তারা নাট্যদলের রূপসজ্জাকারদের থেকে কিংবা আধুনিক বিউটিপার্লার থেকে ভালোভাবে মেকআপ করে এসেছেন যাতে তাদের অতীতের কালিমালিপ্ত রাজনৈতিক চরিত্র ঢাকা পড়ে এবং ভদ্র সভ্যভাব ফুটে ওঠে। ভোটারদের মন ভোলাতে তাঁরা মিষ্টিমধুর বাক্যালাপ করছে। আর অজ্ঞ ভোটাররা তাতেই ঠকছে। কিন্তু তারা ভালো করে তাকিয়ে দেখছে না এদের মধ্যে কেউ ঘটিয়েছে মরিচঝাঁপি, বিজনসেতু, দেগঙ্গা আবার কেউ ঘটিয়েছে ক্যানিং, ধুলাগড়, কালিয়াচক আরও অনেক কাণ্ড।

দিব্যদৃষ্টিতে অনেকেই অনেককিছুই দেখতে পায়। তবে সে দিব্যদৃষ্টি খোলে ভিন্ন ভিন্ন কারণে। অনেক বছর ধরে কায়মনোবাক্যে বাহ্যজ্ঞানরহিত হয়ে কঠোর সাধন-ভজন তপজপের পর কেউ কেউ দিব্যদৃষ্টি লাভ করে। আর কেউ-বা দু'এক পাইট, দুচার ছিলিম বা দু' একরতি দ্রব্য বিশেষের প্রসাদে তাৎক্ষণিক দিব্যদৃষ্টি লাভ করে থাকে। এরা যখন বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে রাস্তার পাশে নর্দমায় হাবুডুবু খায়, তখন মনে করে স্বর্গের অমৃতসাগরে সাঁতার কাটছে। জনগণের কথামতো বাজারি পত্রিকার সাংবাদিকরা কোন্ দ্রব্য প্রাসাদাৎ হাড়জ্বালানি, গ্রামজ্বালানি, খুনিকে পুনরায় রাজ্যের মসনদে আসীন দেখছেন তা তারা নিজেরাই ভালো বোঝেন। স্বপ্ন শুধু চক্ষুমানরাই দেখে না, অন্ধেরও স্বপ্ন দেখায় কোনো বাধা নেই।

কংগ্রেস, সিপিএম আর নতুন আমদানি এক আপাদমস্তক সাম্প্রদায়িক দল আইএসএফ জড়াজড়ি করে প্রেম- ভালোবাসা বিলানোর জন্য গাঁটছড়া বেঁধেছে। এ যেন '৪৬ সালের শহিদ মিনার ময়দানে সুরাবর্দির ডাইরেক্ট অ্যাকশনের প্রস্তুতির সভা।

এবারকার নির্বাচন শুধু ক্ষমতা দখল এবং শাসক পরিবর্তনের নির্বাচন নয়। এবারকার নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সুদূরপ্রসারী। যারা সরকারে আছে অথচ সমাজ শত্রুদের শায়েস্তা করে না, সন্ত্রাসীরা রাজ্যে সরকারি প্রশ্রয়ে বহাল তবিয়তে থাকে আর শান্তিপ্রিয় মানুষের ওপর নির্যাতন, অপহরণ, ধর্ষণ, ধর্মান্তরকরণ, লুট, অগ্নিসংযোগ এমনকী হত্যা করলেও কোনো দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিতে পারে না বা ইচ্ছা করে নেয় না, এর চেয়ে বড়ো দুঃখের আর কী হতে পারে? পতিহারা, সম্ভ্রমহারা হিন্দুনারী, পুত্রহারা হিন্দুমায়ের কান্না আমাদের ধর্মনিরপেক্ষ হিন্দুদের হৃদয় গলাতে পারে না। নিরীহ ধ্যানমগ্ন হিন্দু উপাসক, নিরুদ্বিগ্নচিত্ত নিদ্রামগ্ন হিন্দু গ্রামবাসী, ঈশ্বরের নামে জয়ধ্বনি দেওয়া ভক্তকুলকে আজ জেহাদি সন্ত্রাসীদের হাতে এবং শাসকদলের প্রতিনিধিদের হাতে প্রায় নির্যাতিত হতে দেখা যাচ্ছে। অথচ সরকারের কোনো হেলদোল নেই। হিন্দু মরুক, রাজ্য উচ্ছন্নে যাক, রাজ্যের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে পড়ুক ক্ষতি নেই, কিন্তু জেহাদি সন্ত্রাসীদের ধরা যাবে না বা তাদের কোনোরকম অসুবিধা যাতে না ঘটে সেদিকে নজর রাখতে হবে। উপরন্তু কেন্দ্রীয় সংস্থা যদি সন্ত্রাসীদের ধরে তাহলে এরা প্রশ্ন তোলে, রাজ্যকে না জানিয়ে কেন অভিযান চালানো হলো?

সন্ত্রাসী, জেহাদি ও সেকুলারজীবীদের

ফঃ ২

এই ঘুঘুরবাসা ভেঙে সাধারণ মানুষের ধন-প্রাণ-মান-সম্মান যাতে নিরাপদ করা যায়, সে উদ্দেশ্যে বিজেপিকে জয়যুক্ত করতে হবে এবং বিজেপি একাই যাতে ২০০-২২৫টি আসন জিতে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গড়তে পারে, সে দায়িত্ব জাতীয়তাবাদী ও দেশপ্রেমী মানুষদেরই নিতে হবে। নচেৎ ৩০ শতাংশ একজোট হয়ে চারটে পাকিস্তান করলে ৭০ শতাংশ কোথায় পালাবে বা কলকাতার মতো জায়গায় যেখানে মিনি পাকিস্তান আছে সেখানে সমগ্র রাজ্যটাকে পাকিস্তানে পরিণত করবে তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

ইতিমধ্যে মাননীয়া ইভিএম নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। বলেছেন, ঘাসফুল চিহ্নের বোতাম টিপলে ভোট চলে যাচ্ছে পদ্মফুলে। নির্বাচন কমিশন অবশ্য এ দাবি খারিজ করে দিয়েছে। এটাতো পুরনো খেলা। ভোটে জিতলে ইভিএম ভালো, হারলে ইভিএম খারাপ। সকলে মনে রাখবেন, ২০১১, ২০১৬ এবং উপনির্বাচনেও ইভিএম ভোট হয়েছিল। তখন ইভিএমের দোষ পাওয়া যায়নি।

এবারের ভোটে কাকে ভোট দেওয়া উচিত? এ প্রসঙ্গে বলা যায়— ভোটাররা যেন মনে রাখেন, কংগ্রেস, সিপিএম আর মুসলিম লিগ এই তিন দুষ্টগ্রহ মিলে ১৯৪৭ সালে দেশকে ভেঙে টুকরো টুকরো করেছিল। তাতে দেশ বিভাজনকারীরা পেয়েছে লাভের কড়ি আর হিন্দুরা খেয়ে মরেছে লাঠির বাড়ি। তবে সেই সময় এরা একটু ফাঁকে থেকে একে অপরকে ভালোবাসা জানিয়েছিল। এবার কোনো ফাঁকফোকর নেই। এবারে ঘটা করে ডঙ্কা বাজিয়ে সেই কংগ্রেস, সিপিএম আর নতুন আমদানি এক আপাদমস্তক সাম্প্রদায়িক দল আইএসএফ জড়াজড়ি করে প্রেম-ভালোবাসা বিলানোর জন্য গাঁটছড়া বেঁধেছে। এ যেন '৪৬ সালের শহিদ মিনার ময়দানে সুরাবর্দির ডাইরেক্ট অ্যাকশনের প্রস্তুতির সভা। অপরদিকে শাসকদলের বীরভূমের নানুরের তৃণমূল নেতা শেখ আলম ভারত ভেঙে কটে পাকিস্তান তৈরির প্রতিজ্ঞা করেছে। আর কলকাতায় তো মিনি পাকিস্তান আছেই।

কাজেই জোট হোক আর তৃণমূল কংগ্রেস হোক— এদের ভোট দেবার অর্থ হলো ১৯৪৬-এর সেই ভয়াবহ দিনগুলিকে ফিরিয়ে আনা, পশ্চিমবঙ্গে সন্ত্রাসী দৌরাত্ম্যে সমর্থন জানানো, মুসলমান জেহাদি শক্তিকে অনুমোদন জানানো, রোহিঙ্গাদের সমর্থন দান, সারা রাজ্যে নারী নিগ্রহে নির্বিকার থাকা, জেহাদি-সন্ত্রাসী, তালিবানিদের জামাই আদরে ভরণপোষণ করা ইত্যাদি।

সচেতন ও সজ্ঞান ভোটাররা জোট ও তৃণমূল এই দুই দুষ্ট গ্রহকে বর্জন করে বিজেপি প্রার্থীদের ভোট দিলে নিজের বিবেকের কাছে অন্তত জবাবদিহি করতে হবে না। তৃণমূল বা জোটের দলদাস কর্মীরা না হয় হিন্দুর ভবিষ্যৎ চিন্তা বর্জন করেছে। কিন্তু সাধারণ ভোটার তো দলদাস নয়। কাণ্ডজ্ঞানটা একেবারে বিসর্জন না দিয়ে গোপনে বোতাম টিপে ভোটযন্ত্রের মর্যাদা রক্ষা করুন। রাজ্যের স্বার্থ যে দেখবে তাকে ভোট দিন। দুধেল গোরুর জন্য সবারই প্রাণ কাঁদে। হিন্দুর জন্য যার প্রাণ কাঁদে, হিন্দুর স্বার্থে ঘা লাগলে যে ব্যথা পায়, দুর্দশাগ্রস্ত হিন্দুর সাহায্যার্থে যে যে প্রাণপণ করে এগিয়ে যায়, দলমত নির্বিশেষে তাঁকে আগামী দফাগুলিতে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করে নিজেদের অন্তত রক্ষা করুন— যাতে নিজের বিবেকের কাছে অপরাধী না থাকতে হয়।

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

দেওয়ালে পিঠ ঠেকেছে বলেই মমতা এতটা আক্রমণাত্মক

সরোজ চক্রবর্তী

পশ্চিমবঙ্গে একুশের নির্বাচনের ফলাফল অনুমান করেই তৃণমূল সুপ্রিমো তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আচার, আচরণ ও বক্তব্যে অসঙ্গতি ধরা পড়ছে। পরাজিত রাজা বা সেনাপতি যুদ্ধক্ষেত্রে যেভাবে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে যান, তাঁর ক্ষেত্রেও ঠিক তা-ই অবস্থা। তৃণমূল নেত্রীর বক্তব্যে ও আচরণে এতটাই অসঙ্গতি ধরা পড়ছে, যে বাঙ্গলার বিদগ্ধ নাগরিকগণ তাঁদের ঘরোয়া আলোচনায় তাঁকে মানসিক চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে বলছেন। কথায় কথায় রেগে যাওয়া, চিন্তাভাবনা না করে যা তা বলে দেওয়া, বিরোধী রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীদের উদ্দেশে অসম্মানজনক ভাষা প্রয়োগ, সৌজন্যবোধের অভাব, বক্তৃতা দেওয়ার সময় 'ভাষা সন্ত্রাস' সৃষ্টি করা— এমন আচরণ কোনো দায়িত্বশীল জনপ্রতিনিধি তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষেত্রে মানায় না। কিন্তু তা সত্ত্বেও তৃণমূল সুপ্রিমোর কথায় তা ফুটে উঠছে। এর কারণ হিসেবে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এবারের বিধানসভা নির্বাচনে পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাওয়ার জন্য বেশ খানিকটা ভয় পেয়েই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এত আক্রমণাত্মক ও অশালীন আচরণ করছেন।

একুশের নির্বাচন ঘিরে প্রচারে গিয়ে অনেক সময় বেলাগাম মন্তব্য করছেন রাজনৈতি নেতারা। তেমনই বেফাঁস মন্তব্য করে সমস্যায় পড়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যার জেরে শাস্তি হিসেবে এবারের নির্বাচনে তাঁর জনসভা করার অধিকার কেড়ে নিতে পারে নির্বাচন কমিশন। অন্তত বিশিষ্ট আইনজীবীরা তেমনটাই মনে করছেন। সম্প্রতি তারকেশ্বরে একটি নির্বাচনী জনসভায় সাম্প্রদায়িক মন্তব্য করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। মমতার মন্তব্যের বিরুদ্ধে কমিশনের দ্বারস্থ হন বিজেপি নেতা তথা কেন্দ্রীয়মন্ত্রী মুখতার আব্বাস নকভি। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সেই অভিযোগের ভিত্তিতে কমিশন নোটিশ পাঠিয়ে নিজের মন্তব্য ব্যাখ্যা করার নির্দেশ দেয়। কিন্তু ডোমজুড়ের সভা থেকে মমতার হুংকার 'আমাকে শোকজ করে লাভ নেই।' বলা যায় তিনি কমিশনকে কার্যত বুড়ো আঙুল দেখালেন।

অন্যদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কেন্দ্রীয় বাহিনীকে ঘেরাও করে গ্রামবাসীদের ভোট দিতে যাওয়ার কথা বলার প্রেক্ষিতেও অভিযোগ জমা পড়ে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশ্বাসটাই হারিয়ে গিয়েছে। তিনি দলের নেতা মন্ত্রীদের বিশ্বাস করতে পারছেন না। তাঁর ধারণা, জোড়াফুলের অন্তত ২৫ জন প্রার্থী বিজেপির দিকে পা বাড়িয়ে আছে। তিনি নিজের প্রার্থীদের উদ্দেশ্য করে বলছেন, কোনো কোনো প্রার্থী জোড়াফুলের ভোটযুদ্ধে নেমে 'ভ্রমর' হয়ে মধু খাচ্ছেন পদ্মফুলের। তৃণমূলের প্রার্থী হয়েও বিজেপিতে চলে যেতে পারেন, এমন আশঙ্কার কথা নির্বাচনী প্রচারে বেরিয়ে বলতে হচ্ছে তৃণমূল নেত্রীকে— যা খুব সুখের নয়।

এদিকে পশ্চিমবঙ্গে চতুর্থ দফা নির্বাচনের আগেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী ও শ্যালিকার অ্যাকাউন্ট দিয়ে কয়লা পাচারের কোটি কোটি টাকা বিদেশে পাচার করা হয়েছে বলে চাঞ্চল্যকর দাবি করেছে ইডি। স্রেফ ভাউচারে সই করে মাত্র ১০৯ দিনে ১৬৮ কোটি টাকা পাচার হয়েছে। এর সিংহভাগ টাকাই যুব তৃণমূলের রাজ্য সম্পাদক বিনয় মিশ্রের নির্দেশে হাওলার মাধ্যমে যায় ভাইপো সাংসদ অভিষেকের স্ত্রী ও শ্যালিকার অ্যাকাউন্টে। যাই হোক, কয়লা পাচারের এই ঘটনায় তৃণমূল সুপ্রিমোর ভাইপো ও বউমা-সহ তৃণমূল নেতার নাম জড়িয়ে যাওয়ায় নির্বাচনের মরশুমে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বেশ কিছুটা মানসিক চাপেই রয়েছেন।

একে একে দলের রথী মহারথীরা বিজেপিতে যোগদান করায় তৃণমূল নেত্রী কার্যত দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। শুভেন্দু অধিকারী, রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় সব্যসাচী দত্ত, অর্জুন সিংহ, মুকুল রায়, দীনেশ ত্রিবেদী, শিশির অধিকারী-সহ তৃণমূলের হেভিওয়েট নেতা নেত্রীরা পদ্মশিবিরে যোগদান করায় তৃণমূল সুপ্রিমো প্রতিপক্ষ হিসেবে যেন নিজের তৈরি করা 'ছায়া'র সঙ্গেই লড়াই করতে নেমেছেন। এই যুদ্ধে হেরে গেলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ও তৃণমূল দলটার মেরুদণ্ড যে ভেঙে যাবে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই একুশের বিধান সভা নির্বাচনটা মমতার কাছে অস্তিত্বের লড়াই। এই লড়াই তিনি যে কোনও উপায়েই জিততে মরিয়া। সেজন্য জনগণকে ভীত সন্ত্রস্ত রাখতে তিনি 'খেলা হবে' স্লোগান বাজারে ছেড়েছেন। এই খেলা সন্ত্রাসের খেলা, মৃত্যুর খেলা, ক্ষমতা দখলের খেলা। সত্যিই যদি পশ্চিমবঙ্গের মানুষ রাজ্যের উন্নয়ন দেখতে পেত, উপলব্ধি করতে পারতো, তাহলে আর তৃণমূলের বাহুবলীদের খেলা দেখাতে হতো না। 'ভাষা সন্ত্রাস' তৈরি করতে হতো না। এক রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী অন্যরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে সম্মান করে ভাষা প্রয়োগ করতেন। দেশের প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রতি কটু মন্তব্য করতে হতো না। এটা তো বাঙ্গলার সংস্কৃতি নয়। বাঙ্গলায় মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে মমতার এই অশালীন আচরণ তাঁর দুর্বলতা, হতাশা, দুঃশ্চিন্তাকেই প্রকট করছে। ▯

তৃণমূলের আঘাতে রক্তাক্ত হয়েও অকুতোভয় দিলীপ

জাহ্নবী রায়

বারে বারে তাঁর ওপর কেন হামলা করা হচ্ছে? এটাই বুঝতে পারছেন না বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। কোচবিহারের শীতলকুচি থেকে ফেরার পথে দিলীপ ঘোষের গাড়িতে হামলা চালানো হয়। এমনটাই অভিযোগ উঠেছে। এলাকায় ব্যাপক বোমাবাজি হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে। দিলীপ ঘোষের গাড়ির ওপর হামলা হয়। ভেঙে যায় গাড়ির কাচ। এই ধরনের

হামলায় হতচকিত হয়ে যান বিজেপির রাজ্য সভাপতি।

হামলা কাটিয়ে ওঠার পর দিলীপ ঘোষ বলেন, তাঁর শরীরে আঘাত লেগেছে, চোট লেগেছে বাঁ হাতে। তিনি পরিস্থিতির বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, 'বোমা, ইট নিয়ে হামলা চালায় দুষ্কৃতীরা।' এমন অভিজ্ঞতা আগে কখনও তাঁর হয়নি বলেও জানান তিনি।' তিনি আরও বলেন, 'পুলিশ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে।' হামলার জেরে দিলীপ ঘোষের গাড়ির কাচ ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। কিন্তু কেন এই আক্রমণ? একাধিকবার তাঁকে কেন আক্রমণের মুখে পড়তে হয়েছে।

এর আগের আর একটি ঘটনার কথা বলতে হয়। ২০১৭ সালের অক্টোবর মাসে দার্জিলিঙে দিলীপ ঘোষকে আক্রমণের মুখে পড়তে হয়। সেক্ষেত্রেও অভিযোগের তির ছিল রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের দিকে। প্রবল বিক্ষোভ সেদিন যেমন তাঁর বিরুদ্ধে দেখানো হয়েছিল, তেমনি হামলা হয়েছিল সভা মঞ্চেও। ২০২০ সালের ১২ নভেম্বর, আবার সেই উত্তরবঙ্গ। আক্রমণের নিশানা আবার বিজেপি রাজ্য সভাপতি। তাঁর কনভয়ে হামলা চালালো অজ্ঞাত পরিচয় দুষ্কৃতীরা। বেশ কয়েকটি গাড়ি ভাঙচুর হলো। সেক্ষেত্রেও আঙুল সেই শাসক দলের দিকেই। ২০২০ সালের জুলাই মাসের ঘটনা। নিউ টাউনে প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়ে দলীয় কর্মীদের সঙ্গে চা চক্রে বসবেন বলে ঠিক করছেন। এমন সময় হামলার শিকার হন রাজ্য সভাপতি। এখানেও উঠে এসেছিল তৃণমূল কংগ্রেসের নাম। এরকম আরও বেশ কয়েকটি ঘটনা আছে। কেন বার বার শাসক দলের আক্রমণের লক্ষ্য হচ্ছেন দিলীপ ঘোষ সেটা নিয়ে বারে বারে প্রশ্ন উঠছে রাজনৈতিক মহলে।

রাজনৈতিক মহল মনে করছে, দিলীপ ঘোষ রাজ্য সভাপতি হবার পর থেকেই বিজেপি কর্মীদের মনোবল চাঙ্গা করে তুলেছেন। এমনকী তাঁদের মনের ভিতর একটা প্রতিবাদী সত্তাকে জাগিয়ে তুলেছেন তিনি। তাঁর প্রতিবাদী বক্তব্যে রাজ্যের শাসকদলের বাহুবলীদের বিরুদ্ধে একটি প্রতিরোধের পাঁচিল গড়ে উঠেছে রাজ্য জুড়ে। যেটা হয়তো বিজেপির সংগঠনকে আজকের যে চেহারায় সাধারণ মানুষ দেখছে, সেটা গড়তে সাহায্য করেছে। স্বভাবতই শাসক দলের অনেকে ভেবেছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টির সংগঠন সেই অর্থে কোনোদিনই দানা বেঁধে উঠবে না। সেটা কিন্তু হয়নি। কলেবরে যেমন বেড়েছে তেমনি শক্তিশালী হয়েছে।

দিলীপ ঘোষ শুধু দলের কর্মী সমর্থকদের মনোবলকে চাঙ্গা করে চলেছেন। আক্রমণ করে শাসক দলের নেতারা ভেবেছিলেন যে দমিয়ে দেবে দিলীপ ঘোষকে। তা কিন্তু হয়নি। একটা আক্রমণ হয়েছে আর দিলীপ ঘোষ আরও শক্তিশালী হয়ে ময়দানে নেমেছেন।

এবারের ২০২১-এর রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে অনেকেই তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, তিনি কি রাজ্যের বিজেপির প্রজেক্টেড মুখ্যমন্ত্রী? তিনি সযত্নে এড়িয়ে গেছেন সে প্রশ্ন। উলটে তিনি নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন প্রতিদ্বন্দ্বিতার ময়দান থেকে। ফলে অন্য ধরনের একটা ভাবমূর্তি তাঁর প্রতিষ্ঠা হয়েছে। একটা বিষয় পরিষ্কার, তাঁকে আঘাত করে সংগঠনের কর্মীদের মনোবলে ভাঙন ধরানোই মূল লক্ষ্য শাসক দলের, এমনটাই মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ। □

বাংলাদেশে ধারাবাহিক সংখ্যালঘু নির্যাতন এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সফর

রঞ্জন কুমার দে

আবারও বাংলাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘু নির্যাতন, সৌজন্য সুনামগঞ্জ জেলার শাল্লা উপজেলার নোয়াগাঁও গ্রাম। তথাকথিত সেই ধর্ম অবমাননার সূত্র ধরে গত ১৭ মার্চ ২০২১ তারিখে মৌলবাদী হেফাজতিরা হিন্দু-অধ্যুষিত পুরো একটি গ্রামের অন্ততপক্ষে ৯০টি বাড়িঘর ভাঙচুর ও লুটপাট করে। অসংখ্য মন্দির ভেঙে সেখানের অনেকগুলো কষ্টিপাথরের মূর্তি, টাকা পয়সা, সোনা লুট করে হিন্দু মহিলাদের শ্লীলতাহানি ও পুরুষদের মারধর করে ধর্মপ্রাণ এই জেহাদি জনতা। প্রত্যক্ষদর্শী এই গ্রামেরই দুই সন্তানের মা লবঙ্গ রানি বলেন, 'হঠাৎ খবর পাই দুদিক থেকে নৌকা করে লাঠিসোটা নিয়ে লোকজন আসতেছে। ছেলের বউকে নিয়ে ওই অবস্থাতেই ঘরে তালা দিয়ে দৌড় দেই হাওড়ের বাঁধের দিকে। প্রায় দু' ঘণ্টা পর ফিরে এসে দেখি ঘরবাড়ি তছনছ হয়ে গেছে'। এক মৌলবি চিৎকারের সুরে বলে উঠেন 'হালার মালাউনের বাচ্চারা আর তরারে ছাড়তাম না। তোরা আমরার বড়ো হুজুরের সম্মান নষ্ট খড়ছস।' উল্লেখ্য যে, গত ১৫ মার্চ ২০২১-তে পার্শ্ববর্তী দিরাই উপজেলায় হেফাজত প্রধান আমির জুনায়েদ এবং মানুনুল হক এক ধর্মীয় সমাবেশে চিরাচরিত উগ্র সাম্প্রদায়িক বক্তব্য রাখেন। পরের দিন ১৬ মার্চ সোশ্যাল মিডিয়ায় শাল্লার এক হিন্দু যুবক ঝুমন দাসের হেফাজতি নেতাদের উদ্দেশ্যে একটা পোস্ট ভাইরাল হওয়ায় পার্শ্ববর্তী তিনটি গ্রামের ধর্মীয় মৌলবাদীরা চরম ক্ষেপে উঠে এবং মিটিং, মিছিল করে মসজিদের মাইকে হামলার জন্য প্রচার চালায়। অবস্থার আঁচ অগ্রিম বুঝতে পেরে গ্রামের হিন্দুরাই অভিযুক্ত ঝুমন দাসকে পুলিশের হাতে অর্পণ করে এবং পুলিশ যথারিতি ১৭ তারিখে তাকে কোর্টে চালান দিয়ে দেয়। কিন্তু হেফাজতি ইসলাম অনুসারীরা এরপরেও ওই দিনই বল্লম, দা, ছোরা নিয়ে হিন্দু গ্রামটিতে কয়েক ঘণ্টার তাণ্ডবলীলা চালায়।

বাংলাদেশে সংখ্যালঘুরা বরাবরই অত্যাচারিত হয়ে আসছে, অত্যাচারীরা কখনো মুসলিম লিগ, কখনো জামাত-ই-ইসলামী, কখনো বিএনপি, আওয়ামী লিগ বা হেফাজতে ইসলাম।

সোশ্যাল মিডিয়ার কল্যাণে একাধিক ভিডিয়ো চিত্রে ৬ থেকে ৭০ বছর বয়সি হামলাকারীদের ছবি স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। কিন্তু ঝুমন দাস ধারা ৫৪-তে তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার

হলেও পরম্পরাগতভাবে এই দুর্বৃত্তরা আইন ও বিচারের ধরাছোঁয়ার নাগালের বাইরেই থেকে যায়। ধর্মীয় অবমাননার অজুহাতে এখন উগ্র মৌলবাদীদের সমালোচনাও কী করা যাবে না! বাংলাদেশে পূর্বের ধর্মীয় রাজনৈতিক সংগঠন 'জামাত-ই-ইসলামী'কে সরকার নিষিদ্ধ করলেও হাসিনা সরকারের পরোক্ষ পৃষ্টপোষকতায় নতুন মৌলবাদী সংগঠন 'হেফাজতে ইসলাম' দেশের নাভিশ্বাস রুদ্ধ করে রেখেছে। সম্প্রতি হেফাজতের চোখ রাঙানিতে শেখ হাসিনা মাদ্রাসা শিক্ষাকে মাস্টার্সের মর্যাদা দিয়েছেন। এই আপাদমস্তক হেফাজতি মৌলবাদীরা প্রথমে ২০১৩ সালের মে মাসে ঢাকার শাপলা চত্বরে নাস্তিক ইস্যুতে দেশজুড়ে অরাজকতা সৃষ্টি করে, তারপর কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বিলুপ্তিতে তাদের ভারতীয় দূতাবাসে বিক্ষোভ, ফ্রান্স ইস্যু, বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য নির্মাণে তাদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের অভিযোগ ইত্যাদি। সম্প্রতি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজীর বাংলাদেশ সফরে এই মৌলবাদীরা আবার রাজপথে বিক্ষোভ, ত্রাস, অরাজকতায় মেতে ওঠে। তাতে বেশ কয়েকজনের মৃত্যুও ঘটে। কওমি মাদ্রাসার এই সংগঠনের ছাত্র ও শিক্ষক তাদের মূল সমর্থক হলেও বর্তমান বিরোধীশূন্য বাংলাদেশে ধর্মের হুজুগে হেফাজতে ইসলামই সবচেয়ে আলোচ্য ও প্রাসঙ্গিক।

'ধর্ম যার যার, উৎসব সবার' বা 'রাষ্ট্র সবার' এই অসাম্প্রদায়িক বার্তাগুলো প্রকৃতপক্ষে কাগজকলমেই সীমিত। তাইতো সুনামগঞ্জের শাল্লাতে হিন্দু গ্রামে আক্রমণ কোনো কাকতালীয় নয়, বরং পরিকল্পিত কার্যসূচি। উল্লেখ্য যে, কক্সবাজারের রামুতে ২০১২ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের শতবর্ষ পুরানো ১২টি বৌদ্ধ বিহারের বিরল বৌদ্ধমূর্তি, মন্দির এবং অসংখ্য বসতবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। তারপর ২০১৩ সালের ২ নভেম্বর পাবনার সাঁথিয়ায় হিন্দুপল্লী বনগ্রামে বাড়িঘর ও মন্দিরে হামলা হয়। ৬ মাস না যেতেই ফের ২০১৪ সালের ২৭ এপ্রিল কুমিল্লার হিন্দু অধ্যুষিত গ্রাম বাঘসিতারামপুর গ্রামে বাড়িঘর, মন্দির ভাঙচুর ও লুটপাট হয়। তারপর একই কায়দায় ২০১৬ সালের ২৯ অক্টোবর বহুলচর্চিত ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগরে ৮টি হিন্দু পাড়ায় অন্ততপক্ষে ৩০০টা বসতবাড়ি ও ১০টি মন্দিরে আক্রমণ চালিয়ে ধ্বংসলীলা ও লুটপাট করা হয়। হয়তো মৌলবাদীরা এত তাণ্ডবের পরেও তৃপ্তি পায়নি, তাই ফের ৫ দিন পর ৪ নভেম্বর ২০১৬-তে একই নাসিরনগরে হামলা চালিয়ে ৬টি বাড়িঘর জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। এই হামলার এক বছর পর ২০১৭-তে ১০ নভেম্বর রংপুরের গঙ্গাচড়া ঠাকুরপাড়ার হামলায় ১৫টি হিন্দু বাড়ি লুটপাট ও ভস্মীভূত হয়। ২০২০ সালের ১ নভেম্বর কুমিল্লার মুরাদনগর উপজেলায় কোরবানপুর গ্রামে হিন্দুদের ৬টি বাড়িতে যথারীতি অগ্নিসযোগ, লুটপাট এবং ভাঙচুর হয়। সেই ট্র্যাডিশনে ২০২১ সালের ১৭ মার্চ সুনামগঞ্জের শাল্লায় হিন্দু নির্যাতন। প্রত্যকটি ঘটনা ভরা দিনদুপুরে মিটিং, মিছিল, মসজিদের লাউডস্পিকারে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত, কোরান শরিফের অবমাননা নতুবা মোহাম্মদকে কটূক্তির বাহানায় নিরীহ সংখ্যালঘুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়া হয়। আলোচিত প্রত্যেকটি সাম্প্রদায়িক হামলায় তদন্তে স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে অভিযুক্তদের ফেসবুক হ্যাক করা হয়েছে, ভুয়ো স্ক্রিনশট ভাইরাল এবং সেই অভিযুক্ত সম্পূর্ণ নির্দোষ। ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা এবং সংখ্যালঘু অত্যাচার এখন বাংলাদেশে বার্ষিক উদযাপনে পরিণত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ওয়াজ মাহফিল, মসজিদ, মাদ্রাসায় কট্টর মৌলবাদী বক্তাদের ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের ধর্ম ও ধর্মাচার নিয়ে কুৎসা, মিথ্যাচার ও ঘৃণা ছড়ানোর প্রতিফলই হচ্ছে বর্তমান বাংলাদেশে ধর্মীয় উন্মাদ সাম্প্রদায়িকতা। ২০১২ সালের কক্সবাজারের রামু থেকে এখন পর্যন্ত কোনো হিন্দু অভিযুক্ত দোষী প্রমাণিত হয়নি। কক্সবাজারে উত্তম বড়ুয়া নামে যে বৌদ্ধ যুবকের বিরুদ্ধে ধর্ম অবমাননার অভিযোগ উঠেছিল সেই ব্যক্তি বাস্তবে আছে কিনা তাও জানা যায়নি। ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় নাসিরনগরে রসরাজ দাসের বিরুদ্ধে ফেসবুকে ধর্ম অবমাননার অভিযোগ ছিল, কিন্তু সেই ব্যক্তি জেলে ছিল এবং ফেসবুকে তার কোনো প্রকৃত আইডি ছিল না। রংপুরের গঙ্গাচড়ায় লেখাপড়া না জানা নির্দোষ টিটু রায়কে অভিযুক্ত করা হয়, কিন্তু সে বেঁচে আছে কী না কারও জানা নেই। কুমিল্লার মুরাদনগরে ফ্রান্স ইস্যুতে একজন হিন্দু শিক্ষকের ফেসবুক স্ট্যাটাস 'স্বাগতম প্রেসিডেন্টের উদ্যোগকে' লেখার অপরাধে পুরো একটি হিন্দু গ্রাম পুড়িয়ে ছারখার করে দেওয়া হয়। এখন সুনামগঞ্জের শাল্লাতে কাঠগড়ায় ঝুমন দাস, অভিযোগ সেই ধর্ম অবমাননার। ২০১২ থেকে ২০২১ পর্যন্ত এই মৌলবাদীদের যদি কিছুটা হলেও কঠোর হাতে দমন করা যেতো কিংবা এই কট্টর মৌলবাদীদের বিচারের আওতায় আনা যেতো তাহলে আগামী দিনের জন্য হয়তো কিছুটা হলেও হিন্দুরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলত। ১৯৪৬, ৪৭, ৬৪, ৭১ থেকে সংখ্যালঘুরা বরাবরই অত্যাচারিত হয়ে আসছে, অত্যাচারীরা কখনো মুসলিম লিগ, জামাত-ই-ইসলামী, বিএনপি, আওয়ামী লিগ বা হেফাজতে ইসলাম।

প্রশাসনের যদি সদিচ্ছা থাকতো তাহলে শাল্লার হিন্দুদের ওপর আক্রমণ আটকানো যেতো। স্থানীয় দারাইন নদী পার হয়ে গ্রামটিতে পৌঁছতে কয়েক ঘণ্টা সময় লাগে, তাছাড়া প্রশাসন মৌলবাদীদের মসজিদে মাইকিং, মিটিং, মিছিল সব বিষয়ে অবগত ছিল। এইসব দুষ্কৃতকারীরাই হেফাজতে ইসলামের ব্যানারে প্রধানমন্ত্রী মোদীর বাংলাদেশ সফরকে ইস্যু করে তাণ্ডবলীলায় পুরো দেশকে অচল করে রেখেছে। বাংলাদেশের প্রশাসন আগে থেকেই যদি কঠোর হাতে এইসব জঙ্গিদের দমন করে রাখতো তাহলে আজকের দিনে হয়তো সরকারকে এই কঠিন দিন দেখতে হতো না! ভারতের হিন্দু রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জি বাংলাদেশ সফরকালে বাংলাদেশ সরকার হিন্দু নির্যাতনে টু শব্দ করেননি, সেই ট্রাডিশন প্রধানমন্ত্রী মোদীর সময়েও দেখা গেল। মোদীজী পারতেন একটু সময়ের জন্য হলেও সুনামগঞ্জের শাল্লায় নির্যাতিত হিন্দুদের সঙ্গে দেখা করতে। তাহলে নিশ্চয় তাঁদের জখমে কিছুটা হলেও মলম লাগতো এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘু সুরক্ষায় বাংলাদেশ সরকার ও মৌলবাদীদের নিকট এক কঠিন বার্তা প্রেরিত হতো। ▯

হিন্দু সমাজের সুরক্ষার জন্যই প্রয়োজন বিজেপি সরকার

রামানুজ গোস্বামী

পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন শুরু হয়ে গিয়েছে। তবে এখনও অধিকাংশ আসনেই ভোটগ্রহণ বাকি রয়েছে। এবারের নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ একটা দারুণ সুযোগ পেয়েছে। সুযোগটা হলো দীর্ঘ দশ বছরের তৃণমূলি নৈরাজ্য ও অপশাসনের বিরুদ্ধে ভোট দিয়ে এই রাজ্যে বিজেপির সরকার প্রতিষ্ঠিত করার। পশ্চিমবঙ্গে সুদীর্ঘ ৩৪ বছর ধরে বামফ্রন্ট এবং তারপরে এই ১০ বছর ধরে তৃণমূলি শাসন বাঙ্গালিদের চূড়ান্তভাবে সর্বস্বান্ত করে দিয়েছে। একদিন যে বাঙ্গলার অবদান সারা ভারতের জিডিপির ক্ষেত্রে শতকরা ৩০ শতাংশ ছিল, আজ তা কমে গিয়ে শতকরা ৩ শতাংশের নীচে এসে দাঁড়িয়েছে। বাঙ্গালিকে এই যে কাঙালি করে দেওয়া, তার জন্য সর্বপ্রকারে দায়ী বামফ্রন্ট ও তৃণমূল। একদা শিল্পের পীঠস্থান এই বাঙ্গলা প্রথমে বামশাসনে এবং তারপর তৃণমূলি অপশাসনে শিল্প ও শিল্পপতি তাড়ানোর পাঠশালায় পরিণত হয়েছে। এ রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী টাটাদের এই রাজ্য থেকে বিতাড়িত করেই ছেড়েছেন। ফল হয়েছে এই যে, দশ বছরে এই রাজ্যে তৃণমূলের কাটমানি, সিন্ডিকেট, তোলাবাজি, অপসংস্কৃতির দৌরাত্ম্য ইত্যাদি কারণে একটাও বৃহদায়তন শিল্প গড়ে ওঠেনি। শিল্প থাকলে কর্মসংস্থান হয়, এটা একটা সাধারণ সত্য। কিন্তু বর্তমান শাসকদলের দুর্নীতির কারণে এই রাজ্যে কর্মসংস্থানের আশা সুদূরপরাহত হয়ে গিয়েছে। তৃণমূল শাসনে এই রাজ্য থেকে বহু শিল্পপতি চলে গিয়েছেন ভিন্ন রাজ্যে, বহু কলকারখানা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, জেনারেল মোটর্সের কারখানার কথা (অ্যামবাসাডর প্রস্তুতকারী সংস্থা) বলা যেতে পারে। বস্তুত যে সকল তথাকথিত বাঙ্গালি বুদ্ধিজীবী বা আন্দোলনজীবী ও মিডিয়া নিজেদের স্বার্থে বাঙ্গালিকে আরও অধঃপাতে ঠেলে দিতে

এরাজ্যে একের পর এক ইসলামিক জঙ্গির ধরা পড়া এটাই প্রমাণ করে যে, বর্তমানে এই রাজ্য জেহাদি জঙ্গিদের নিরাপদ স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে।... ইসলামের দাসত্ব যে কতটা ভয়াবহ, কাশ্মীরি পণ্ডিতেরা তা বিলক্ষণ বুঝেছে। সেই নিদারুণ মূল্য যাতে এই রাজ্যের হিন্দুদের না দিতে হয়, তার মোক্ষম সুযোগ আজ উপস্থিত।

চাইছে এবং পশ্চিমবঙ্গে যাতে বিজেপি না আসতে পারে তার সব রকম ব্যবস্থা করে যাচ্ছে, তাদের কথায় কান না দিয়ে সাধারণ বাঙ্গালির উচিত একবার গুজরাট, কর্ণাটক, উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি বিজেপি শাসিত রাজ্যের কর্মসংস্থানের সঙ্গে এ রাজ্যের কর্মসংস্থানের একবার তুলনা করা। তবেই বাঙ্গালি যে কতটা পিছিয়ে আছে, তা বোঝা যাবে। যতই রাজ্যের বেকারত্ব কমে গিয়েছে বলে দাবি করা হোক না কেন, যতই বলা হোক না কেন, এই রাজ্যে বেকারত্ব ভারতে সর্বনিম্ন; আসলে তা একেবারেই নয়। আজ এই রাজ্যের প্রায় ছয় লক্ষ সরকারি পদ অবলুপ্ত করে দেওয়া হয়েছে। ডিএ চাওয়ার অপরাধে এই রাজ্যের সরকারি কর্মচারীদের কুকুর-বিড়ালের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। ২০১১ সালে তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় আসবার পর থেকেই সর্বক্ষেত্রে চাকরির পরীক্ষায় দুর্নীতি এই রাজ্যে আকাশছোঁয়া হয়ে উঠেছে। রাতের অন্ধকারে মেরিট লিস্ট, মোবাইলে এসএমএসে চাকরির নিয়োগপত্র, বহু লক্ষ টাকার বিনিময়ে চাকরি, নানাবিধ জালিয়াতি— এসবই তো তৃণমূল শাসনের বৈশিষ্ট্য। তাই এই তৃণমূল আমলে একদিকে যখন রাজ্য সরকারের হাতে টাকা নেই বলে প্রচার করা হয়, অন্যদিকে মেলা-খেলা- দান-খয়রাতিতে কিংবা পাড়ার ক্লাবকে অনুদানে হাজারো কোটি টাকার নয়ছয় করা হয়। এটাই বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের চিত্র।

এই রাজ্যের ঘরে ঘরে আজ বেকার। বহু উচ্চশিক্ষিত বেকার কোথাও কোনও চাকরি না পেয়ে শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যার পথও বেছে নিয়েছেন এবং এর জন্য দায়ী রাজ্য সরকারই। আজ সর্বত্র চাকরিপ্রার্থীরা রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন; পার্শ্বশিক্ষকেরা অনশনে বসেছেন, অথচ রাজ্য সরকারের এতটুকু সমবেদনাও নেই এইসকল চাকরিপ্রার্থীর জন্য। পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া সমস্ত রাজ্যেই এই পার্শ্বশিক্ষকদের চাকরির স্থায়ীকরণ ও স্থায়ী বেতন কাঠামো নির্ধারণ করা হয়েছে। আসলে এই রাজ্য সরকার চায় কিছু ভিক্ষাভাতা দিয়ে এবং মুসলমান তোষণ করে ক্ষমতায় টিকে থাকতে। তাই পার্শ্বশিক্ষক ও

চাকরিপ্রার্থীদের অবস্থার উন্নতি এই তৃণমূল শাসনে একেবারেই সম্ভব নয়।

এর পাশাপাশি আরও একটা কথা বলতে হবে। তা হলো এবারের নির্বাচন পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালি হিন্দুদের কাছে একজোট হওয়ার একটা পরীক্ষা। হিন্দুরা যদি একজোট না হতে পারে, তবে ভোট-ভাগের সুবিধা ও মুসলমান ভোটের সুবিধা নিয়ে তৃণমূল জয়ের দিকে এগিয়ে যেতে পারে। এর ফল একটাই। পশ্চিমবঙ্গে বাঙ্গালি হিন্দুর অবস্থা আরও সঙ্গীন হয়ে পড়বে। সর্বত্রই ঘটবে মুসলমান তোষণের ঘটনা। এই রাজ্যে হিন্দুদের হয়ে কথা বললে সাম্প্রদায়িক আখ্যা পেতে হয়। অন্যদিকে হিন্দুধর্ম তথা হিন্দু দেব-দেবী প্রসঙ্গে কুৎসিত মন্তব্য করলে পুরস্কার পাওয়া যায়, অভিনন্দন পাওয়া যায় এবং সর্বোপরি তৃণমূল সরকারের সমর্থনও পাওয়া যায়। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর জয় শ্রীরামে ঘোরতর আপত্তি হয়েছে। কিন্তু প্রকাশ্য সভায় বারংবার মুসলমানদের কলমা পড়ায় বিন্দুমাত্রও আপত্তি নেই। সরস্বতী দেবীর মন্ত্রোচ্চারণে মুখ্যমন্ত্রীর ভুল হয়ে যায়; চণ্ডীপাঠ করাতে মুখ্যমন্ত্রীর ভয়াবহ ভুলের কথা তো সকলেরই জানা আছে। তথাপি হিন্দুসমাজ তথা সমাজের শাস্ত্রজ্ঞমহল থেকে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে না। কারণ হিন্দুসমাজে একতার অভাব হয়েছে। তাই এই রাজ্য জেহাদি জঙ্গিদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে। এখনও যদি এই রাজ্যের বাঙ্গালি হিন্দুরা একজোট না হয়, যদি বিজেপিকে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত না করে, তবে এই রাজ্য থেকে হিন্দুদের উৎখাতই হতে হবে। অনুপ্রাণিত বুদ্ধিজীবীকুল কিংবা অনুপ্রাণিত বাজারি পত্রপত্রিকাগুলি সাধারণ হিন্দু আবাল-বৃদ্ধ- বনিতাকে বাঁচাতে আসবে না। পূর্ববঙ্গ থেকে যেমন একদিন হিন্দুদের সব খুইয়ে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসতে হয়েছিল, তেমনই আবারও একবার এই পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুদের ঘরছাড়া হতে হবে। এই রাজ্যে থাকবে শুধুই রোহিঙ্গা, জেহাদি মুসলমান আর অনুপ্রবেশকারী। হিন্দুরা যদি বা থাকে, তো হয়ে যাবে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক। এখনই পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ বিশেষ অঞ্চলকে বলা হচ্ছে মিনি পাকিস্তান।

বহু স্থানে শাসকদলের নেতাদের পক্ষ থেকে চারটি পাকিস্তান সৃষ্টির কথাও বলা হয়েছে। মুর্শিদাবাদে সিএএ-বিরোধী ভয়াবহ রাষ্ট্রদ্রোহমূলক যে আন্দোলন ঘটানো হয়েছিল জেহাদিদের পক্ষ থেকে এবং অবশ্যই রাজ্য-সরকারের সমর্থনে, তার কথা তো আমরা সকলেই জানি। এই রাজ্য সরকার ঘোষিত ভাবেই সিএএ ও এনআরসি বিরোধী এবং তাই এই জেহাদি ও ভারতবিরোধী জঙ্গিদের সেদিন তেমন কোনও উল্লেখযোগ্য শাস্তিও হয়নি। এই প্রসঙ্গে এটা বলতে হয় যে, সাম্প্রতিককালে এই রাজ্যে একের পর এক ইসলামিক জঙ্গির ধরা পড়া এটাই প্রমাণ করে যে, বর্তমানে এই রাজ্য জেহাদি জঙ্গিদের নিরাপদ স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে।

এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী দিল্লিকে ভারতের রাজধানী বলে মানতে নারাজ। তাঁর দাবি অনুযায়ী, দেশে চারপ্রান্তে চারটি রাজধানী থাকতেই হবে। এই দাবি সরাসরি বিচ্ছিন্নতাবাদকেই মদত দেয়। এই বছরে ২৬ জানুয়ারি দিল্লির লালকেল্লায় খালিস্তানিরা নিজেদের পতাকা তুলেছিল। এই ঘটনাকে এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীও প্রকারান্তরে ঘুরিয়ে সমর্থন করেন। এর অর্থ দেশে সার্বভৌমত্বের বিরোধিতা করা। খালিস্তানপন্থী এক নেতা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠিও লিখেছেন যাতে অবিলম্বে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করে একটি সম্পূর্ণ পৃথক স্বাধীন দেশ বলে ঘোষণা করেন। সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে যে, পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালি হিন্দুরা আজ এক ঘোর সংকটের সম্মুখীন। এই মুহূর্তে এই রাজ্যে মুসলমান ভোটার প্রায় শতকরা ৩৩ শতাংশের মতো বা তার কাছাকাছি। এই শাসকদল যদি আরও পাঁচ বছরের জন্য ক্ষমতায় ফিরে আসে তো, অবশ্যই এই সংখ্যাটা হয়ে দাঁড়াবে শতকরা ৫০ শতাংশের কাছাকাছি। ধীরে ধীরে এই সংখ্যা আরও বেড়ে যাবে কারণ, অবৈধ অনুপ্রবেশ, জঙ্গিদের বাসস্থান ও মুসলমানদের জন্মহার (যা কিনা হিন্দুদের জন্মহারের তুলনায় বহুগুণ বেশি)। একসময় কাশ্মীর ছিল হিন্দুরাজ্য আর আজ তা সম্পূর্ণ ভাবেই মুসলমান অধ্যুষিত হয়ে গিয়েছে। যদি আজও এই রাজ্যের বাঙ্গালি হিন্দুরা সচেতন না হয়, তবে একদিন পশ্চিমবঙ্গেও হিন্দু হয়ে যাবে সংখ্যালঘু। যে সকল তথাকথিত উচ্চশিক্ষিত, উদারপন্থী মহামূর্খ হিন্দু এখনও এই কথাই ভেবে চলেছে যে, এসব কখনই হবে না, এসব মিথ্যা প্রচার মাত্র; তারা সেইদিনই এটা অনুভব করবে যেদিন ইসলামের জবরদখল তাদের ঘরেও শুরু হয়ে যাবে। সেদিন কিন্তু আর পালানোর পথ থাকবে না। ১৯৩০-এর দশকে ঢাকা শহরের সম্ভ্রান্ত বনেদি হিন্দুরা ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করতে পারেননি যে, মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই সর্বস্বান্ত হয়ে তাদের চলে আসতে হবে পশ্চিমবঙ্গে। কিন্তু বাস্তবে সেটাই হয়েছিল। আসলে, আত্মবিস্মৃত বাঙ্গালি হিন্দুর এটাই পরিণতি। কারণ যে জাতি ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেয় না, যে জাতি নিজের ধর্মের সঠিক আদর্শ এবং শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করতে সমর্থ নয়, তাদের অনিবার্য পরিণতিই হলো ধ্বংস। ইতিহাস সেই সাক্ষ্যই বহন করে। যখন অকৃতজ্ঞ বুদ্ধিজীবী বা আন্দোলনজীবীর দল শ্যামাপ্রসাদের অবদানস্বরূপ আজকের এই পশ্চিমবঙ্গে দাঁড়িয়ে শ্যামাপ্রসাদের বিরুদ্ধেই প্রশ্ন তোলে, তখন বোঝাই যায় যে, এই সকল ব্যক্তি স্বার্থের জন্য কোথায় নামতে পারে!

বর্তমানে বামপন্থীরা হাত ধরেছে এক মুসলমান ধর্মগুরুর, যে কথায় কথায় শরিয়ত ও ইসলামের সম্পর্কে প্রচার করে থাকে। সে চেয়েছিল যে এই দেশের ৫০ কোটি মানুষ এই ভয়াবহ অতিমারীতে মারা যাক। সুতরাং এই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা যে আসলে 'টুকরে-টুকরে গ্যাং'-এরই ছদ্মবেশী সদস্য, তা তো আর বলবার দরকারই নেই। তাই এরা দেশের সর্বত্র জঙ্গিদের পক্ষে কথা বলে। এই নির্বাচন পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালি হিন্দুদের কাছে মর্যাদা রক্ষার, অস্তিত্ব রক্ষা করবার তথা ঘুরে দাঁড়াবার একটা প্রবল সুযোগ এনে দিয়েছে। যদি এই সুযোগ হিন্দু বাঙ্গালি হেলায় হারায়, তাহলে ইতিহাস আর আজকের পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু বাঙ্গালিদের ক্ষমা করবে না। আগামীদিনে এই রাজ্য আর হিন্দু সংস্কৃতির জয়ধ্বজা বহন করবে না। এখনই দুর্গাপুজোর মহাষ্টমীতে অভক্ষ্য মাংস ভক্ষণের কথা জোরগলায় বলা হচ্ছে। যে সকল বাঙ্গালি হিন্দু আজও নিজের ধর্ম সম্পর্কে বিন্দুমাত্র কৌতূহলও রাখে না, তাদের প্রতি এটাই বলবার যে, আজ যারা চাকরি, ব্যবসা কিংবা উচ্চশিক্ষা তথা বিনোদন নিয়ে মেতে রয়েছে, সেইসব অজ্ঞ হিন্দুরা নেহাতই করুণার পাত্র। কারণ, ইসলামের দাসত্ব যে কতটা ভয়াবহ, কাশ্মীরি পণ্ডিতেরা তা বিলক্ষণ বুঝেছে। সেই নিদারুণ মূল্য যাতে এই রাজ্যের হিন্দুদের না দিতে হয়, তার মোক্ষম সুযোগ আজ উপস্থিত।

(লেখক বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও গবেষক)

বিরোধীদের উপর হামলা চালিয়ে আরও অন্ধকারে তৃণমূল কংগ্রেস

উলুবেড়িয়া দক্ষিণ কেন্দ্রের প্রার্থী পাপিয়া অধিকারীর ওপর আক্রমণ।

ডায়মন্ডহারবার কেন্দ্রের প্রার্থী দীপক হালদারের ওপর আক্রমণ।

আহত পোলিং এজেন্টের পাশে বেহালা পূর্বের প্রার্থী পায়েল সরকার।

সুকল্প চৌধুরী

শুরু হয়েছিল গত ২৮ জানুয়ারি। তখন ভোটের বাদ্যি শিঙা কিছুই সেভাবে বাজেনি। সেইদিন কোচবিহারে বিজেপির নেতা তথা সম্ভাব্য প্রার্থী মিহির গোস্বামীর উপর হামলা চালায় তৃণমূল কংগ্রেসের দুষ্কৃতীরা। পুলিশের কাছে দায়ের করা নালিশ অনুসারে জানা গিয়েছে, তৃণমূলের নেতা জলিল আহমেদের নেতৃত্বে এই হামলা চলে। তবে 'শুরু হয়েছিল' বলা ভুল। কারণ অনেকদিন থেকেই বিজেপি কার্যকর্তাদের উপর তৃণমূল কংগ্রেসের পরিকল্পিত হামলা চলেই আসছে। তবে পুলিশের মতে, 'কোনও মতেই ভোটের প্রার্থী হতে দেওয়া হবে না' —এই মনোভাব নিয়ে বিজেপি নেতার উপর তৃণমূলের হামলা রাজ্যে এই প্রথম।

তারপর থেকে বিজেপির জনপ্রিয় নেতা-কর্মীদের উপর হামলা চলছেই। এমনকী প্রার্থীদের নাম ঘোষণার পর থেকে এই ধরনের ঘটনা নিয়ে পুলিশের কাছে রোজ নালিশ জানাতে হচ্ছে। এখন এমন পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছে বিজেপি নেতৃত্বের রোজকার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো তৃণমূলের আক্রমণে আহত কার্যকর্তাদের নিয়ে হাসপাতালে যাওয়া। প্রতিদিন বিভিন্ন জায়গায় বিজেপি প্রার্থীদের আক্রমণ করে আহত করা, প্রচারে বাধা দেওয়ার মতো ঘটনা ঘটেই চলেছে। এমনকী চলতি মাসে ৪ তারিখ ফলতায় তৃণমূল কংগ্রেসের বিদায়ী বিধায়ক তথা এবারেও এই দলের প্রার্থী সওকত মোল্লার নেতৃত্বে সিআরপিএফ জওয়ানদের উপর হামলা চালানো হয়। সবাই জানেন সওকত দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার যুব তৃণমূলের

ফঃ ৩

আসল
পরিবর্তনের লক্ষ্যে

রায়গঞ্জ
বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী

কৃষ্ণ কল্যানী
(রিঙ্কু)-কে

বিজেপি

পদ্মফুল চিহ্নে
ভোট দিয়ে
বিপুল ভোটে
জয়ী করুন

ADVT

সভাপতি। তার থেকেও বড়ো পরিচয় সে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাইপো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোষিত ডানহাত। সমাজ বিরোধীদের তালিকায় প্রথম দিকে নাম থাকা সওকত এলাকার কুখ্যাত দুষ্কৃতীদের নিয়ে পরিকল্পিত ভাবে এই হামলা চালায়। এই হামলায় মোট আটজন আধাসেনার জওয়ান আহত হয়েছেন। তিন জনের মাথা ফেটেছে। এই ঘটনায় আক্ষরিক অর্থেই চূড়ান্ত সংযম দেখিয়েছেন আধা সেনাকর্মীরা।

আক্রান্ত বিজেপি প্রার্থী অশোক দিন্দা, ভাঙা হয়েছে তাঁর গাড়ি।

ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রের নির্বাচনের পাঁচ দিন আগে এলাকার বারাস্তায় বিজেপি প্রার্থী বিধান পাড়ুইয়ের ওপর হামলা চালিয়ে গুরুতর ভাবে আহত করে তৃণমূলের গুন্ডারা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এইদিন বিজেপি প্রার্থী সংখ্যালঘু অধ্যুষিত মল্লিকপুরের বারাস্তা এলাকায় ভোট প্রচারে এলে স্থানীয় একটি মসজিদ থেকে মাইকে করে বিজেপি প্রার্থীকে এলাকা ছাড়ার হুমকি দেওয়া হতে থাকে। এতে বিধানবাবু ভয় না পেয়ে প্রচার চালিয়ে যাওয়ায় তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা জাহাঙ্গির খাঁর নেতৃত্বে একদল দুষ্কৃতী তৃণমূলের পতাকা নিয়ে হামলা চালায় বিজেপি প্রার্থীর উপর। আক্রমণকারীদের হাতে লাঠি ইট ছিল। এই আক্রমণে ফলতার বিজেপি প্রার্থী বিধান পাড়ুই গুরুতর আহত হন। তাঁকে ডায়মন্ডহারবার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এই ঘটনার দু'দিন আগে ডায়মন্ড হারবারে ঠিক একই ঘটনা ঘটে। এখানে বিজেপি প্রার্থী দীপক হালদারের উপর হামলা চালানো হয়।

আহত বিজেপি কর্মীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

তৃণমূলের দুষ্কৃতীদের হামলায় গুরুতর আহত হন তিনিও। তাঁকেও হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। কেবল বিজেপি প্রার্থীদের উপরেই পরিকল্পিত হামলা নয়। ক্যানিং পশ্চিম কেন্দ্রের সংযুক্ত মোর্চার কংগ্রেস প্রার্থী প্রতাপ চন্দ্র মণ্ডলের উপরেও অস্ত্র নিয়ে চড়াও হয় তৃণমূল কংগ্রেস। এইদিন নারায়ণপুরের ধোঁয়াঘাটা মাঠে প্রচার করছিলেন কংগ্রেস প্রার্থী। এই সময় তৃণমূল কংগ্রেস নেতা সালাউদ্দিন সর্দারের নেতৃত্বে প্রতাপবাবুর উপর হামলা চালানো হয়। কংগ্রেস প্রার্থী আহত অবস্থায় কোনও মতে নিরাপত্তা কর্মীদের সাহায্যে প্রাণ হাতে করে ফিরে আসতে পারেন। তিনি নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেছেন। পরদিন একই জায়গাতে প্রচারে গিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের আক্রমণের মুখে পড়েন বিজেপি প্রার্থী অর্ণব রায়। তিনিও গুরুতর আহত হয়েছেন। এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত থাকার জন্য জুলফিকার আলি ও জামশেদ নামে দুই কুখ্যাত দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাদের কাছে থেকে দুটি ওয়ান সর্টার পিস্তল, ৯ রাউন্ড গুলি ও দুটি বড়ো ছোরা পাওয়া গিয়েছে। রবিবার কুলপির হেলেগাছি মোড়ের কাছে আইএসএফ কর্মীদের উপরেও হামলা চালায় তৃণমূল কংগ্রেস সমর্থকরা।

উল্লেখিত সব ঘটনাই ডায়মন্ডহারবার সংসদীয় কেন্দ্রে। সবাই জানেন, এই কেন্দ্রের সাংসদ বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রীর ভাইপো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এই এলাকায় যেখানেই হামলা হচ্ছে সেইখানেই তৃণমূলের সাফাই হলো— 'বিরোধীরা প্রচারে এসে এবং মিছিল করার সময় গ্রামের মহিলাদের কটূক্তি করে, তাই গ্রামবাসীরা প্রতিবাদে শামিল হন। এর সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের কোনও সম্পর্ক নেই'। বাঙ্গলার মানুষ প্রশ্ন করছেন, এই রাজ্যের বিরোধী দলের প্রার্থীরা গ্রামীণ এলাকায় প্রচারে গিয়ে অকারণে কেন মহিলাদের কটূক্তি করবেন? কিছুতেই বোধগম্য হচ্ছে না বিজেপি, কংগ্রেস, সিপিএম-সহ আইএসএফ, এসইউসি, নির্দল সকলের কটূক্তির লক্ষ্য

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে

গাজোল বিধানসভা কেন্দ্রে

ভারতীয় জনতা পার্টির মনোনীত প্রার্থী

চিন্ময় দেব বর্মন-কে

বিজেপি

পদ্মফুল চিহ্নে ভোট দিয়ে বিপুল ভোটে জয়ী করুন

এলাকা উন্নয়নে পরিকল্পনা

গাজোল মূল শহরের নর্দমা ব্যবস্থার সুরাহা।
গাজোল ব্লকে প্রযুক্তি মহাবিদ্যালয়ের ব্যবস্থা।
আরও একটি কলেজের ব্যবস্থা করা।
গ্রামীণ হাসপাতাল থেকে স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে উন্নীতকরণ।
চাকনগর ও বাবুপুর অঞ্চলে গ্রামীণ হাসপাতালের ব্যবস্থা করা।
চাকনগর অঞ্চলে টাঙ্গন নদীর উপর একটি সেতু ও দেওতলা থেকে চাকনগর পর্যন্ত সুব্যবস্থিত সড়ক নির্মাণ।
গাজোল ব্লকের আবর্জনার সুব্যবস্থিত একটি বর্জ্য ব্যবস্থাপনাগারের নির্মাণ।
শিশুদের জন্য উদ্যান।
ব্যবস্থিত বাস স্টপ।
বাড়ি বাড়ি নলের মাধ্যমে পানীয় জলের ব্যবস্থাকরণ।
স্বচ্ছ ও দলীয় রাজনীতির ঊর্ধ্বে প্রশাসন গঠন।
রাজ্যের সর্বত্র অন্নপূর্ণা ক্যান্টিনে ৫ টাকায় খাবার। উত্তরবঙ্গ, জঙ্গলমহল ও সুন্দরবনে এমস-এর ধাঁচে হাসপাতাল।
গম ১ টাকা, ডাল ৩০ টাকা, নুন ৩ টাকা, চিনি ৫ টাকা প্রতি কেজি রেশনে।
১০০ দিনের জায়গায় বছরে ২০০ দিনের কাজের নিশ্চিত আশ্বাস। পুরোহিত ও কীর্তনিয়াদের মাসিক ৩০০০ টাকা অনুদান।
সরকারি বেতনভুকদের জন্য সপ্তম বেতন কমিশন গঠন। মেয়েদের ১৮ বছর হলেই এককালীন ২ লক্ষ টাকা।
প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে পার্শ্ব শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি। সরকারি চাকুরিতে মহিলাদের জন্য ৩০ শতাংশ সংরক্ষণ।
৭৫ লাখ কৃষককে বছরে ১০০০০ টাকা। মেয়েদের শিক্ষা ও পরিবহণ সম্পূর্ণ বিনামূল্যে।
কৃষক সম্মান নিধি প্রকল্পের না পাওয়া ১৮০০০ টাকা করে এককালীন অনুদান।

ADVT

কেন হবেন গ্রামীণ মহিলারা। এই মহিলারাও তো ভোটদাতা। তাঁদের 'কটূক্তি করে' লাভটা কী হবে। এই প্রসঙ্গে সিপিআই-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য তথা ইটাহারের বাম প্রার্থী অধ্যাপক শ্রীকুমার মুখোপাধ্যায় মনে করেন, প্রচারে গিয়ে সব কাজ বাদ দিয়ে কেবলমাত্র মহিলাদের কটূক্তি করা হচ্ছে— এই অভিযোগ চূড়ান্ত হাস্যকর ও মহিলাদের প্রতি মারাত্মক অপমানকর। তিনি মনে করেন একমাত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাথাতেই এমন উদ্ভট ও অবাস্তব যুক্তি আসে।

এই ঘটনাগুলি হিমশৈলের চূড়া মাত্র। কলকাতায় শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়, বালিতে বৈশালী ডালমিয়া প্রচারে বাধা পেয়েছেন। তৃতীয় দফা ভোটের আগে এক সপ্তাহে মালদা জেলায় ৮টি, উত্তর দিনাজপুরে ৬টি, কোচবিহারে ৪টি, বীরভূমে ১১টি পশ্চিম বর্ধমানে ৫টি, হুগলি ও হাওড়াতে ৯টি করে, জলপাইগুড়িতে ৩টি, উত্তর ২৪ পরগনায় ১১টি ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ২১টি অভিযোগ নির্বাচন কমিশনের কাছে দায়ের করা হয়েছে। সেখানে কেবলমাত্র ভোট প্রচারে বাধাদান, প্রার্থী ও দলীয় কর্মীদের উপর হামলার ঘটনার কথা বলা হয়েছে। প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রে আক্রান্ত হয়েছেন বিজেপির কার্যকর্তারা। সমস্ত অভিযোগ তৃণমূল কংগ্রসের বিরুদ্ধে।

ভোটের সময় রাজ্যের শাসক দলের এহেন প্রকাশ্যে মরিয়া মারমুখী আচরণ এর আগে পশ্চিমবঙ্গবাসী দেখেননি। ভোটের দিন দু' চারটি খুন, মারামারি, ব্যাপক রিগিং, ছাপ্পা ভোটদান, ব্যালট বাক্স লুঠ, বাধ্যতামূলক ভাবে নেতাদের দেখিয়ে ব্যালট পেপারে ছাপ মারা, ভোট দিতে না দেওয়া— এসব বামেদের সময় সবাই দেখেছেন। বিগত ১৯৭২ সালে ব্যাপক রিগিং করে কংগ্রেসের জয় ইতিহাসের পাতায় জায়গা করে নিয়েছে কিন্তু ভোটের আগে ভয়াবহ সন্ত্রাস এবারেই প্রথম।

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকেরা মনে করেন, বিরোধী প্রার্থীদের উপর তৃণমূল কংগ্রেসের এই প্রাণঘাতী আক্রমণ চরম হতাশা থেকে এসেছে। রাজ্যের শাসক দল জানে এবারে ক্ষমতা থেকে সরে যেতেই হবে। তাই দলের শীর্ষ নেতাদের মদতে এই মরণ কামড় চলছে। এই সাংবাদিকরা মনে করেন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ক্ষমতা থেকে সরে যাওয়া স্বাভাবিক ঘটনা। ভারতবাসী এবং সমস্ত রাজনৈতিক দল তা মেনেও নেয়। সমস্যা হলো এই রাজ্যে দীর্ঘদিন থেকে ধর্মীয় মেরুকরণ করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। গদির লোভে মুসলমান তোষণ চলছে প্রথম থেকে। সরকারি চাররি থেকে শুরু করে বেআইনি ভাবে হাজারো খাতে সরকারের টাকা বিতরণ করা হয়েছে মুসলমানদের ভেতর। সরকারি মাদ্রাসা, খারিজি মাদ্রাসার ভেতরে থাকা মসজিদ উন্নয়ন থেকে আরম্ভ করে নানা কারণ দেখিয়ে টাকা দেওয়া হচ্ছে। ঘুর পথে ইমাম ভাতা তো আছেই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুসলমানদের প্রতি 'আমি তোমাদের মসিহা'— নিরন্তর এই প্রচার, হিজাব-সহ বিভিন্ন পরিধান, ইনসাল্লা, মুবারক, খোদা হাফেজ-সহ হরেক শব্দবন্ধ বিভিন্ন ওয়াক্তের নির্ভুল উচ্চারণ (জনসভার মঞ্চে সরস্বতী পুজোর মন্ত্র ও চণ্ডীপাঠ ভুলভাল করেন) এবং দেশ বিরোধী প্রচারের ফলে এমন একটা সত্য প্রতিষ্ঠা হয়েছে যে তৃণমূল কংগ্রেস কেবলমাত্র মুসলমানদের দল। অতীব ক্ষোভের বিষয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য রাজ্যরাজনীতি সম্পূর্ণ মেরুকরণের পথে চলে গিয়েছে।

এর উপর তৃণমূল কংগ্রেসে পক্ষ থেকে সুচারু ভাবে মুসলমানদের ভেতর ভুল ভাবনা ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে রাজ্যে বিজেপি এলে এনআরসি হবেই এবং তাঁদের দেশ ছাড়তে হবে। এই ভাবনা ভুল প্রধানমন্ত্রী পরিষ্কার বলে দিয়েছেন। তবে রোহিঙ্গা ও অনুপ্রবেশকারীদের চলে যেতেই হবে। রাজনৈতিক সাংবাদিকদের ধারণা, এই রাজ্যে সিন্ডিকেট ও তোলাবাজি ছাড়াও গোরু, কয়লা, বালি, মানুষ পাচারের সঙ্গে মুসলমানদের বিরাট একটা অংশ যুক্ত। গোয়েন্দা রিপোর্ট অনুসারে ওপরের দিকে বন্দ্যোপাধ্যায়, মিশ্র, মণ্ডলরা থাকলেও মূল কারবারীরা প্রায় সবাই রাজ্যের বর্তমান শাসক দলের মুসলমান নেতা কর্মী। এমনকী অনেকেই জন প্রতিনিধি। অনেকেরই যোগাযোগ করাচি দুবাইতে। ক্ষমতা থেকে সরে গেলে এইসব কারবার বন্ধ হবেই। তখন বিলাস বহুল জীবন ছেড়ে এইসব তৃণমূলিদের ঠিকানা হবে গরাদের ওপারে।

ফলে ভোটের বাজারে মরিয়া প্রচেষ্টা হিসেবে এখন বিরোধীদের প্রাণে মারার চেষ্টা চলছে। তৃণমূল কংগ্রেসের ধারণা বিজেপি তথা অন্য বিরোধী প্রার্থীদের খুন করা হলে, হামলা হলে বা আক্রমণ করা হলে দলীয় কর্মী ও সমর্থকেরা ভয় পেয়ে যাবেন। তাঁরা আর ভোট দিতে আসবেন না। কিন্তু বিগত তিনটি নির্বাচন তৃণমূলের এই কর্ম পদ্ধতি ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে। এর পাশাপাশি একটি ভাইরাল ভিডিয়ো সবাই দেখেছেন, রাজ্যসভার সদস্য এবং তৃণমূল কংগ্রেসের দক্ষিণ ২৪ পরগনার সভাপতি শুভাশিস চক্রবর্তী ভাঙ্গড়ের দলীয় নেতাদের নির্দেশ দিচ্ছেন, কোনও হিন্দু ভোটার যেন ভোট দিতে না পারেন। ভোটের দিন সন্ত্রাসের হাত থেকে রেহাই পাননি বিজেপি প্রার্থী পাপিয়া অধিকারীও। তাঁকে প্রকাশ্যে চড় মারে শাসকদলের নেতা শেখ আকবর।

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে তৃণমূল কংগ্রেস মানুষের আস্থা হারিয়েছে। এই দলের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাধারণ মানুষের মন থেকে দূরে সরে গিয়েছেন। সবাইকে স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের ফানুস দেখিয়ে লাভ হয়নি। কলকাতার তথাকথিত বড়ো সংবাদপত্রগুলিকে হাত করেও ক্ষতির বহর বেড়েছে। পাঁচশো কোটি টাকা দিয়ে প্রশান্ত কিশোরের পরামর্শ বিফলে গিয়েছে। দিদিকে বলো, দুয়ারে সরকার, পাড়ায় পাড়ায় সমাধান ব্যর্থ। পা ভাঙার নাটক চলেনি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনসভাগুলিতে বডি ল্যাঙ্গুয়েজ, উন্মত্ত আচরণ দেখলেই বোঝা যায় নিশ্চিত ক্ষমতা হারানোর ভয়ে তিনি কতটা ক্ষিপ্ত। ভোট চালু হয়ে গিয়েছে। এরই ভেতর চলছে বিজেপিতে যোগদান। সব মিলিয়ে রাজ্যবাসীর কাছে প্রকৃত পরিবর্তন আসন্ন। তাই বিজেপি-সহ বিরোধী প্রার্থীদের উপর হামলা করে, আক্রমণ করে কোনও লাভ হচ্ছে না। উল্টে নিজেদের গর্ত আরও বড়ো করছে তৃণমূল কংগ্রেস।

(লেখক বিশিষ্ট সাংবাদিক)

ভারতীয় জনতা পার্টি

BJP

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে ১০৮
ব্যারাকপুর বিধানসভা কেন্দ্রে ভারতীয়
জনতা পার্টির মনোনীত প্রার্থী .....

ডা: চন্দ্রমণি শুক্লা মহাশয়
কে..... বিপুল ভোটে
জয়ী করুন।

ভারতীয় জনতা পার্টি সরকারে এলে:-

১. বহুকাল যাবৎ বন্ধ হয়ে থাকা মিল-কারখানা পুনরায় খোলা হবে।

২. ব্যারাকপুর বিধানসভার অন্তর্গত ব্যারাকপুর ও টিটাগর পৌরসভা সম্পূর্ণরূপে দুর্নীতিমুক্ত করা হবে।

৩. ব্যারাকপুর বিধানসভায় যে যে অংশে জলের সমস্যা আছে, সেই অঞ্চলে জলের সমস্যার সমাধান করব, এবং জল নিকাশির ব্যবস্থাপনা সংশোধন করা হবে।

৪. যারা আজও P.M আবাস যোজনা অন্তর্ভুক্ত হতে পারেনি, তাদেরকে P.M আবাস যোজনা আওতায় আনা হবে।

৫. সকলকে আয়ুষ্মান ভারত যোজনা আওতায় এনে সুস্বাস্থ্যের পরিকাঠামো গড়ে তোলা হবে।

৬. কেন্দ্রের নির্ধারণ করা বৃদ্ধ ভাতা (৩,০০০ টাকা), সকল বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধা ব্যক্তিত্বদের সঠিক সময় পাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

৭. বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে।

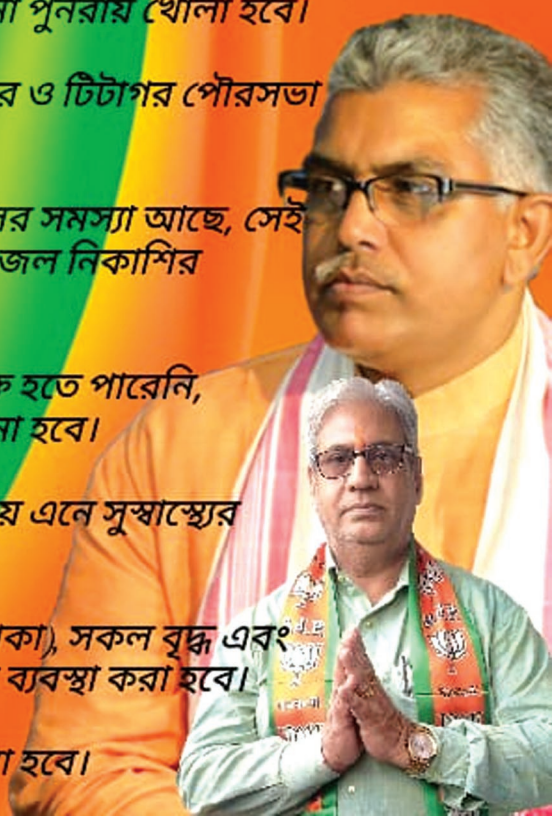

ADVT

বিপদ বুঝেই কি বিরোধীদের ওপর শাসকদলের হামলা ?

হীরক কর

নন্দীগ্রামে ভোটের পর থেকে একজন আইপিএস অফিসার আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। নাম নগেন্দ্র ত্রিপাঠী। যিনি পয়লা এপ্রিল নন্দীগ্রামে ভোটের দিন শার্টের কলার বের করে তাঁর মুখ্যমন্ত্রীর মুখের ওপর বলে দিয়েছেন, 'উর্দিতে দাগ লাগতে দেব না ম্যাডাম'। কারণ, তিনি জানেন, ভারতে বহু আইপিএস অফিসারের উর্দিতে দাগ লেগেছে। আর দাগ লেগেছে শাসকদল হামলা করলে নীরব থাকার জন্য।

এর আগে নগেন্দ্র ছিলেন দক্ষিণ দিনাজপুরের পুলিশ সুপার। তাকে নন্দীগ্রামে পাঠানো হয়েছিল হাইপ্রোফাইল ভোটে নন্দীগ্রাম থানার বিশেষ দায়িত্বে। সেদিন বয়ালের সাত নম্বর বুথে মমতা পৌঁছলে তাঁকে ঘিরে ধরেন আশেপাশের তিনটে গ্রামের বাসিন্দারা। তাদের অভিযোগ ছিল, মুসলমানদের ডেকে এনে ওই বুধে অবাধে ছাপ্পা চালাচ্ছেন স্বয়ং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গ্রামের মহিলারা চ্যালা কাঠ দিয়ে তাকে মারার জন্য মুখিয়ে ছিলেন। সেখান থেকে মুখ্যমন্ত্রীকে উদ্ধার করে প্রথমে বুথের বারান্দায় বসান নগেন্দ্র। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগ ছিল তার এজেন্টকে বসতে দিচ্ছে না বিজেপি। নগেন্দ্র মানতে চাননি। বলেছিলেন, ম্যাডাম আমি নিজে ওই এজেন্টের বাড়ি গিয়েছিলাম। বুঝিয়েছিলাম। কিন্তু তিনি আসেননি। নিজের শার্টের কলার বের করে চোখে চোখ রেখে বলেছিলেন, 'খাকি পরে কোনো দাগ নেবো না'। শেষ পর্যন্ত নগেন্দ্র ত্রিপাঠীর নিরাপত্তাতেই বয়ালের বুথ ছেড়ে বেরিয়ে আসেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। হয়তো একেই বলে ভবিতব্য।

সন্ত্রাস ও হামলার বিরুদ্ধে নন্দীগ্রামে ঠিক এভাবেই একসময় দাপট দেখিয়েছিলেন আইপিএস অফিসার অলোক রাজ। ২০০৭ সালে গুলি চালনার সেই অধ্যায়ের পরের বছর পঞ্চায়েত ভোট হবে কিনা, তা নিয়ে আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত ২০০৮ সালে পঞ্চায়েত ভোটের ঠিক আগের দিন সিআরপিএফের কমান্ডেন্ট হয়ে নন্দীগ্রামে আসেন অলোক রাজ। নন্দীগ্রাম জুড়ে রুটমার্চ করে ভোটারদের বাড়ি বাড়ি পৌঁছে নিজেই অভয় দিয়েছিলেন তিনি। তৎকালীন সিপিএমের দোর্দণ্ডপ্রতাপ নেতা লক্ষ্মণ শেঠের সঙ্গে মোবাইল ফোনে বাগযুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন তিনি। কিন্তু তাঁর সময় হওয়া সেই পঞ্চায়েত নির্বাচন কমিশনের কাছে মডেল হয়ে দাঁড়ায়। এবার নগেন্দ্র ত্রিপাঠীর মধ্যে যেন খানিকটা অলোক রাজেরই ছায়া দেখা গেল।

যদিও সেদিন নন্দীগ্রামেরই সোনাচূড়ার রাস্তায় বিজয়ী প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারীর গাড়ি লক্ষ্য করে ইট-পাটকেল ছোঁড়া হয়। শুভেন্দু তাতে খুব একটা পাত্তা দেননি। কিন্তু ওইদিন নন্দীগ্রামে শুভেন্দু অধিকারীর গাড়ির পেছনে পেছনে ঘুরছিল দেশ-বিদেশের বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে
কালীগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রে
ভারতীয় জনতা পার্টির মনোনীত প্রার্থী
ড: অভিজিৎ ঘোষ-কে
পদ্মফুল চিহ্নে ভোট দিয়ে বিপুল ভোটে জয়ী করুন
বিজেপি
প্রার্থী পরিচিতি
ড: অভিজিৎ ঘোষ নদীয়া জেলার ভূমিপুত্র, আজীবন স্বয়ংসেবক, কট্টর দেশপ্রেমিক এবং সমাজকল্যাণমূলক কাজে নিবেদিতপ্রাণ।
কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট কলেজ থেকে গ্র্যাজুয়েশন করার পর 'হিন্দু ইউনিভার্সিটি অব আমেরিকা'র ব্যাঙ্গালুরু ক্যাম্পাস থেকে 'যোগা ও মেডিটেশন'-এ মাস্টার্স ও পিএইচডি করেন।
দক্ষিণ কোরিয়ার দং সিওল বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন।
বিশেষ দক্ষতার জন্য স্বর্ণপদক লাভ করেন।
কলকাতার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন।
স্বয়ংসেবক হিসাবে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় সমাজকল্যাণমূলক কাজের অভিজ্ঞতা।
সুনামির সময় ও পরবর্তীকালে আন্দামান ও তামিলনাড়ুতে উদ্ধারকারী দলের নেতৃত্ব দিয়েছেন।
সুনামি বিধ্বস্ত আন্দামানে অধিবাসীদের সুস্বাস্থ্য ও মানসিক উন্নয়নের জন্য যোগের প্রশিক্ষণ দেন।
দীর্ঘদিন 'ইউনেসকো'র স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে কাজ করেছেন।
পশ্চিমবঙ্গে ইন্ডিয়ান যোগা অ্যাসোসিয়েশন-এর সেক্রেটারি হিসাবে কাজ করেছেন।
আরোগ্য ভারতীর (দক্ষিণবঙ্গ) প্রেসিডেন্ট হিসাবে কাজ করছেন।
পারিবারিক শিক্ষা ও বাবা-মায়ের প্রেরণায় দেশসেবার দীক্ষা।
ADVT

প্রায় ৪৫টি গাড়ি। সোনাচুড়ার পরে সাতেঙ্গাতে একটি মুসলমান অধ্যুষিত গ্রাম থেকে কিছু মহিলা ইট-পাটকেল নিয়ে বেরিয়ে আসে। তাদের বক্তব্য ছিল শুভেন্দুর পেছনে এত লোক কেন? এরা সব বহিরাগত। মিডিয়ার লোক বলে পরিচয় দিলেও ইন্ডিয়া টিভির গাড়ি ভেঙে চুরমার করে দেওয়া হয়। বাকি গাড়িগুলোকেও আক্রমণ করা হয়। তৃণমূল থেকে ওই গ্রামের মহিলাদের বোঝানো হয়েছিল বহিরাগতদের নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন শুভেন্দু অধিকারী। ততক্ষণে শুভেন্দুর গাড়ি অনেকটাই এগিয়ে গেছে। কিন্তু খবর পেয়ে শুভেন্দু ব্যাক করে এসে সাংবাদিকদের খোঁজখবর দেন। নন্দীগ্রামেরই ভেকুটিয়াতে ওই দিন কলকাতার প্রথম সারির মিডিয়ার চার চারটি গাড়ি ভাঙচুর করা হয়। সব অভিযোগের আঙুল ছিল তৃণমূলের দিকেই।

এই একুশ সালে নির্বাচনের আগে থেকেই উত্তর ২৪ পরগনার নিমতা, পানিহাটি, নিউ ব্যারাকপুর সর্বত্র হয়েছে বিজেপি কর্মীদের ওপর শাসকদলের হামলা। মার্চের কুড়ি তারিখেই বেহালা থানার সামনে বিক্ষোভ দেখান বিজেপি কর্মীরা। অভিযোগ দায়ের করা হয় তৃণমূল কর্মীদের বিরুদ্ধে। ১৯ তারিখ বুড়োশিবতলা জনকল্যাণ সঙ্ঘের কাছে বিজেপি কর্মীরা ডিজিটাল মিডিয়ার গাড়ি নিয়ে প্রচার করছিল। ওই সময় গাড়িতে হামলা করে তৃণমূল কর্মীরা। হাওড়া ডোমজুড় থেকে প্রার্থী করা হয়েছে তৃণমূল ছেড়ে গেরুয়া শিবিরে নাম লেখানো রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়কে। ২০১১ এবং ২০১৬ সালে এই কেন্দ্র থেকেই তৃণমূলের টিকিটে জিতে রাজ্যের মন্ত্রী হয়েছিলেন রাজীব। দল বদল হলেও তার পুরনো কেন্দ্রেই রাজীবকে টিকিট দেয় বিজেপি। আর যেদিন প্রার্থী হিসেবে রাজীবের নাম ঘোষণা করা হলো সেদিনই ডোমজুড়ে আক্রান্ত হলেন তাঁর নতুন দলের কর্মীরা। স্বাভাবিকভাবেই এই ঘটনার অভিযোগের তির তৃণমূলের দিকে। অভিযোগ সেদিন সন্ধ্যায় ডোমজুড় বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ভট্টনগর সুকান্তনগর এলাকায় এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানেই বিনা প্ররোচনায় আচমকা হামলা চালায় তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। লাঠি ও রড দিয়ে তাদের আক্রমণ করা হয়। অনেকের মাথা ফেটে যায় আবার অনেকের শরীরের বিভিন্ন অংশে আঘাত লাগে।

একই ভাবে খড়দহ বিধানসভা এলাকায় ঘোলা থানার যোগেন্দ্র নগরের কাঠালতলা এলাকার বিজেপির মিটিং মিছিলে যাবার অপরাধে বাড়ি বাড়ি ঢুকে হামলা ও বিজেপি কর্মী সমর্থকদের বেধড়ক মারধরের অভিযোগ ওঠে তৃণমূল কংগ্রেস আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। বিজেপি কর্মীদের অভিযোগ, এলাকায় সন্ত্রাস সৃষ্টি করতেই তৃণমূল পরিকল্পিত ভাবে হামলা চালায় এবং বাড়িঘর ভাঙচুর করে। চেঁচামেচি শুনে স্থানীয় মানুষ আক্রান্ত বিজেপি কর্মীদের বাঁচাতে গেলে গুরুতর জখম হন ৭ জন। তাদের একজনের আঘাত গুরুতর। স্থানীয় তৃণমূল নেতা কালু দাস, সতু দাস, শানু দাস, মলয় বিশ্বাস ও সুমন দে এই ৫ জনের বিরুদ্ধে ঘোলা থানায় এফআইআর দায়ের করা হয়। ইতিমধ্যে এই হামলার ঘটনায় দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে নিউ ব্যারাকপুর থানার পুলিশ।

প্রথম দফা ভোটের পরদিনই তৃণমূলের বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ তোলে বিজেপি। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চরম উত্তেজনা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার দাসপুর থানার ধর্মা গ্রামে। এই ঘটনায় আহত ৫ বিজেপি কর্মী। বিজেপি কর্মীদের অভিযোগ, এদিন বিকেল নাগাদ ধর্মা গ্রামে রাস্তার উপর পাঁজজন বিজেপি কর্মী সমর্থকদের উপর অতর্কিত হামলা চালায় তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা। বেধড়ক মারধর করা হয় বিজেপি কর্মীদের। বিজেপি করার 'অপরাধে' এই হামলা বলে দাবি আক্রান্তদের। আক্রান্তদের উদ্ধার করে ঘাটাল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। চিকিৎসাধীন ৫ জনের শারীরিক অবস্থা এখন স্থিতিশীল বলে জানা গেছে। এদিকে এই ঘটনায় দাসপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। যদিও তাদের বিরুদ্ধে ওঠা যাবতীয় অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল।

ভোট মিটতেই মেদিনীপুরে বিজেপি কর্মীদের ওপর হামলার অভিযোগ উঠছে রাজ্যের শাসকদলের বিরুদ্ধে। চন্দ্রকোণায় বিজেপি কর্মীদের আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা ঘটে। জানা গেছে, এই ঘটনায় আশঙ্কাজনক অবস্থায় চন্দ্রকোনা গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন এক বিজেপি কর্মী। গেরুয়া শিবিরের কথামতো, ওই দিন চন্দ্রকোণা ২ নম্বর ব্লকের ভগবন্তপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘুয়াডাঙা এলাকায় দলের পতাকা লাগাচ্ছিলেন কয়েকজন কর্মী সমর্থক। সেই সময় তাদের উপর অতর্কিত হামলা চালায় এলাকার কয়েকজন তৃণমূল কর্মী।

এর পরের ঘটনা নারায়ণগড়ের হেমচন্দ্র অঞ্চলের পাইখোলা গ্রামের। জখম বিজেপি কর্মী কালীপদ জানাকে বেলদা গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অভিযোগ, দলের পোস্টার সাঁটানোর কাজ সেরে বাড়ি ফেরার পথে তৃণমূল কর্মীরা তাঁর ওপর হামলা চালায়। তাঁরা টাঙি দিয়ে কালীপদবাবুর মাথায় আঘাত করেন বলে অভিযোগ। হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে কালীপদ জানা বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর সভা থেকে ফিরে মন্দিরের কাছে ওঁরা (তৃণমূল) জটলা করছিল। আমাকে পোস্টার সাঁটাতে দেখে তাঁরা আমার বিজেপি করার কারণ জিজ্ঞাসা করে। তখন আমি মিথ্যা অভিযোগে জেল খাটানোর কথা তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিলে গণ্ডগোল বাধে। এরপরেই তৃণমূলের অনুপ দাস, পীযূষ জানারা আমাকে খুনের চেষ্টা করে।' টাঙির আঘাতে রক্তাক্ত অবস্থাতেই তিনি পড়েছিলেন। খবর পেয়ে তাঁর মেয়ে স্বাগতা ও ভাইপো শিশির জানা ঘটনাস্থলে যান। তাঁদেরও আক্রমণ কররার অভিযোগ উঠেছে। এরপর জখম কালীপদবাবুকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কালনার ওমরপুর গ্রামে দলবল নিয়ে প্রচারে বেরিয়ে পড়েছিলেন কালনা বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী বিশ্বজিৎ কুণ্ডু। তাঁদের অভিযোগ, প্রথমে বিশ্বজিৎকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান কয়েকজন তৃণমূল কর্মী সমর্থক। তার পরে বিজেপি প্রার্থীর প্রচারে হামলা চালায় কয়েকজন তৃণমূলকর্মী। তাঁদের আরও অভিযোগ, তৃণমূলকর্মীরা নেশাগ্রস্ত ছিলেন।

ঘটনার জেরে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় কালনার ওমরপুর গ্রামে। ঘটনার পরে কালনা ও বৈঁচি রুটে বিক্ষোভ দেখান বিজেপি কর্মী-সমর্থকেরা। এরাজ্যে এখন তৃণমূল ও বিজেপি কর্মীদের মধ্যে প্রায় সেই হামলা ও সংঘর্ষের খবর শোনা যায়। বাম-কংগ্রেসের কথা তেমন ভাবে আর সামনে আসে না। এবার ভোটের মাহাত্ম্যে বাঁকুড়ায় সিপিএমের মিছিলে বোমা ছোঁড়ার অভিযোগ উঠল। যথারীতি অভিযোগের তির তৃণমূলের দিকে। বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর থানা এলাকার বেলশুলিয়াতে এই ঘটনা ঘটেছে। বোমাবাজিতে তাদের প্রায় ১৮ জন কর্মী-সমর্থক আহত বলে সিপিএম সূত্রের দাবি করা হয়েছে।

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে

এই চিহ্নে ভোট দিন

৫২ মোথাবাড়ী বিধানসভা কেন্দ্রের
ভারতীয় জনতা পার্টির মনোনীত প্রার্থী

শ্যামচাঁদ ঘোষ-কে

পদ্মফুল চিহ্নে ভোট দিয়ে বিপুল ভোটে জয়ী করুন

প্রধানমন্ত্রী মাননীয় নরেন্দ্র মোদীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে মোথাবাড়ী বিধানসভা এলাকার সামগ্রিক উন্নতির লক্ষ্যে নিম্নলিখিত কাজগুলি রূপায়ণের চেষ্টা করবে—

১) একটি উন্নতমানের হাসপাতাল নির্মাণ।
২) একটি উচ্চমানের কলেজ তৈরি করার পরিকল্পনা।
৩) বাঁধাপুকুরে রেললাইনের নীচে আন্ডারপাস নির্মাণ, যাতে যাত্রীদের যাতায়াত সুগম হয়।
৪) একটি উন্নতমানের কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় নির্মাণ।
৫) একটি উন্নতমানের স্টেডিয়াম নির্মাণ।
৬) ঘরে ঘরে বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা।
৭) প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনা প্রকল্পের মাধ্যমে সমস্ত গ্রামকে মূল রাস্তার সঙ্গে যুক্ত করার পরিকল্পনা।
৮) আম ও রেশমকে কেন্দ্র করে শিল্প গড়া হবে, যাতে হাজার হাজার মানুষের সঙ্গে যুক্ত করা যায়।
৯) একটি উচ্চমানের সাংস্কৃতিক চর্চাকেন্দ্র নির্মাণ।

ADVT

তাহলেই বোঝা যাচ্ছে শুধু বিজেপি নয়, প্রাক্তন শাসক দল সিপিএমকেও ছাড়ছে না তৃণমূলিরা। উত্তপ্ত মুর্শিদাবাদের ডোমকল। সিপিএমের অভিযোগ, বাড়িতে ঢুকে অত্যাচার চালিয়েছে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। ঘটনায় আহত হয়েছেন সিপিএমের ৩ কর্মী। সিপিএমের আহত তিন কর্মীর নাম দিনেশা বিবি, আবু লায়েন্স, সাদ্দাম হোসেন। তবে ঘটনায় জড়িত থাকার যাবতীয় অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল।

আক্রান্ত সিপিএম কর্মী আবু লায়েস জানিয়েছেন, 'পিস্তলের বাঁট দিয়ে আমাদের মারধর করা হয়। সোনার গয়নাও লুঠ করে তৃণমূলের আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। বিধানসভা নির্বাচনে আমরা সিপিএমের হয়ে ভোট করছি, তার জন্যই আমাদের ওপর আক্রমণ। আমাদের বুথ এজেন্ট না বসাতে ক্রমাগত হুমকি দেওয়া হচ্ছে। আমরা ডোমকল থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি।'

এই নির্বাচনী প্রচারের সময় বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডার কনভয়ে হামলার অভিযোগ ওঠে। ডায়মন্ড হারবার যাওয়ার পথে ধুন্ধুমার। আমতলা থেকে শিরাকোল পর্যন্ত রাস্তায় দফায় দফায় বাধার মুখে পড়ে কনভয়। উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়। উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। পাথর ছোঁড়া হয় কৈলাস বিজয়বর্গীয়র গাড়িতে। উড়ন্ত বোতলের ঘায়ে দিলীপ ঘোষের গাড়ির কাচ ভেঙে আহত হন এক নিরাপত্তাকর্মী। কনভয়ের বেশ কয়েকটি গাড়িতে হামলা হয় বলে অভিযোগ বিজেপির। কয়েকটি গাড়ির কাঁচ ভাঙে। সরিষার কাছে ভাঙচুর চলে যাত্রীবাসেও। হাওড়ার জগতবল্লভপুরে আইএসএফকে ভোট দেওয়ায় এক মহিলার মাথা ফাটায় তৃণমূল। তৃতীয় দফা ভোটের দিন, ৬ এপ্রিল, হাওড়ার উলুবেড়িয়া উত্তর কেন্দ্রে এক তৃণমূল নেতার বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় ৪টে ইভিএম ও ভিভিপ্যাট। ভোটের সরঞ্জাম ওই তৃণমূল নেতার বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার অভিযোগে সংশ্লিষ্ট সেক্টর অফিসারকে সাসপেন্ড করে নির্বাচন কমিশন।

যত ভোটের একটার পর একটা পর্ব এগোচ্ছে ততোই রাজনৈতিক হামলার খবর আসছে খবর আসছে রাজ্যের বিভিন্ন কোণ থেকে। সে কুচবিহারের নাটাবাড়ি হোক বাঁকুড়া পাত্রসায়ের বা দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড়।

নন্দীগ্রামে মমতার জয় নিয়ে সংশয় রয়েছে। উলটো দিকে রয়েছেন, তাঁরই হাতে রাজনৈতিক উত্থান হওয়া শুভেন্দু অধিকারী। ইতিমধ্যেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে উদ্দেশ্য করে বহিরাগত তকমা দিয়ে পোস্টার পড়েছে বিধানসভা কেন্দ্রে। পালটা শুভেন্দুকে 'গদ্দার' বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এই পরিস্থিতিতে ভোট হয়েছে। সকালের শিব পুজো করে সন্ধ্যা পর্যন্ত নন্দীগ্রাম চষে ফেলেছেন শুভেন্দু। আর দিদি ছিলেন রেয়াপাড়ার বাড়িতেই। যেমন প্রত্যেকটা ভোটের দিন থাকতেন কালীঘাটের বাড়িতে। বিকেল পাঁচটায় ভোট দিতে বেরে হতেন। ভোট দিয়ে, সংবাদমাধ্যমকে 'বাইট' দিয়ে তিনি আবার ঘরবন্দি হতেন। এবার তা হতে দেননি শুভেন্দু। বেলা দুটোর সময় রেয়াপাড়ার বাড়ি ছেড়েছেন মমতা। তার ঘেরাও হবার অভিযোগ নস্যাৎ করে দিয়েছেন নগেন্দ্র ত্রিপাঠী। বলেছেন, যারা 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি দিচ্ছেন তারা বুথ থেকে ২০০ মিটার দূরেই আছে। সেখানে কেউ যদি ধ্বনি দেয় তাহলে প্রশাসনের কিছু করার নেই। আমার উপর ভরসা রাখুন, আমি আপনাকে নিরাপদে বের করে দিচ্ছি। এরপর নন্দীগ্রামের তৃণমূলের পার্টি অফিসে মুখ্যমন্ত্রীকে পৌঁছে দেন ওই ডাকাবুকো আইপিএস অফিসার।

কিন্তু তার আগেই হামলা হয়ে গেছে সংবাদমাধ্যমের গাড়িতে। উদ্দেশ্য পরিষ্কার, সংবাদমাধ্যম আক্রান্ত গাড়িগুলোকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। থানায় এফআইআর করতে যাবে। পুলিশ সাংবাদিকদের সঙ্গে এনে দুষ্কৃতীদের শনাক্ত করবে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা পেরিয়ে যাবে। সংবাদমাধ্যমের নজরদারির বাইরে থাকবে অগুনতি বুথ। সেই সুযোগে চলবে শাসকদলের অবাধ ভোট লুঠ।

এই একই উদ্দেশ্যে বারবার নানা ঘটনা ঘটিয়ে দ্বিতীয় দফায় ডেবরাতে আটকে রাখা হয়েছিল ভারতী ঘোষকে।

নির্বাচনের র‍্যালিতে হামলা। দেওয়াল লেখা, পোস্টার মারার সময় হামলা। পথসভা, মিছিলে হামলা। বুথে একই মহিলার শাড়ি বদলে বদলে বারবার ভোট দেওয়া। বিজেপি সমর্থকদের বুথে যেতে পথ আটকানো। হুমকি। ভোটের পর বিরোধী ভোটারদের বাড়ি ভাঙচুর। তৃতীয় দফায় ভোটে উলুবেড়িয়া দক্ষিণের বিজেপি প্রার্থী পাপিয়া অধিকারীকে সপাটে চড় মারা হলো সকলের সামনে। আরামবাগে মাথার ওপর লাঠি পড়ল তৃণমূল প্রার্থী সুজাতা মণ্ডল খাঁয়ের ওপর। চতুর্থ দফা ভোটের আগেই কোচবিহারের শীতলকুচিতে বিজেপি রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের গাড়িতে হামলা। ইটের আঘাতে ভাঙলো তাঁর গাড়ির উইন্ড স্কিন।

প্রত্যেক পর্বে ৮০ শতাংশের ওপর ভোট পড়া কীসের ইঙ্গিত? এক বিদগ্ধ সাংবাদিককে জিজ্ঞেস করেছিলাম, নন্দীগ্রামে কে? জবাব পেয়েছিলাম, বাড়িতে কোনো শিশু ভূমিষ্ঠ হলে বাড়ির লোকজনের বডিল্যাঙ্গুয়েজ ও মুখের ভাব কেমন হয়? খুশির আলো জ্বলে ওঠে পরিবারের সর্বত্র। বাড়ির বয়স্ক কেউ মারা গেলে পরিবারের লোকজনের বডিল্যাঙ্গুয়েজ কেমন হয়? শোকের অন্ধকার নেমে আসে গোটা বাড়ি জুড়ে। তাহলে পয়লা এপ্রিল শুভেন্দুকে কেমন দেখলে? সহাস্য মুখ। আর শ্রীমতি বন্দ্যোপাধ্যায়? ভীষণ ক্ষিপ্ত, গোমড়ামুখো। তাহলে বুঝে নাও।

তাই, পরপর ঘটনাক্রম সাজলে প্রশ্নটা উঠে আসে, তাহলে কী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সামনে এখন অশনি সংকেত! মসনদ টলমলে। শাসকদলের বিপদ বুঝেই কি হামলা? ▯

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে

এই চিহ্নে ভোট দিন

রামপুরহাট বিধানসভা কেন্দ্রের
ভারতীয় জনতা পার্টির মনোনীত প্রার্থী

শুভাশিষ চৌধুরী-কে

পদ্মফুল চিহ্নে ভোট দিয়ে
বিপুল ভোটে জয়ী করুন

এখানে বড় শিল্প গড়ে বেকারত্ব দূরীকরণের কাজে মনোনিবেশ করবো।

অনেক পীঠস্থান রয়েছে, তাই পর্যটন শিল্পকে আকর্ষণীয় করে তুলে মানুষের কর্মসংস্থান গড়ে তোলা।

বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা।

ADVT

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে

এই চিহ্নে ভোট দিন

৪৫ চাঁচল বিধানসভা কেন্দ্রের ভারতীয় জনতা পার্টির মনোনীত প্রার্থী

দীপঙ্কর রাম (বঙ্কট)-কে

পদ্মফুল চিহ্নে ভোট দিয়ে বিপুল ভোটে জয়ী করুন

প্রধানমন্ত্রী মাননীয় নরেন্দ্র মোদীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে চাঁচল বিধানসভা এলাকার সামগ্রিক উন্নতির লক্ষ্যে নিম্নলিখিত কাজগুলি রূপায়ণের চেষ্টা করবে—

১) চাঁচলে পৌরসভা গঠন।

২) তুলসিহাটায় একটি পলিটেকনিক কলেজ বা একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ প্রতিষ্ঠা।

৩) চাঁচল বিধানসভায় একটি মহিলা কলেজ স্থাপনের উদ্যোগ।

৪) সামসী-বারসই ভায়া তুলসিহাটা-কুশিদা রেল যোগাযোগের উদ্যোগ।

৫) চাঁচল বিধানসভায় একটি শিল্প তালুক স্থাপন।

৬) চাঁচলে পরিত্যক্ত হিন্দু হস্টেলের সংস্কার সাধন এবং তা পুনরায় চালু করা।

৭) চাঁচল বিধানসভা ক্ষেত্রে কয়েকটি বিশুদ্ধ পানীয় জলের জলাধার এবং জলকষ্ট পীড়িত এলাকাগুলিতে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ সুনিশ্চিত করা।

৮) চাঁচল বিধানসভার বিভিন্ন জনবহুল এলাকায় হাইমাস লাইট স্থাপন।

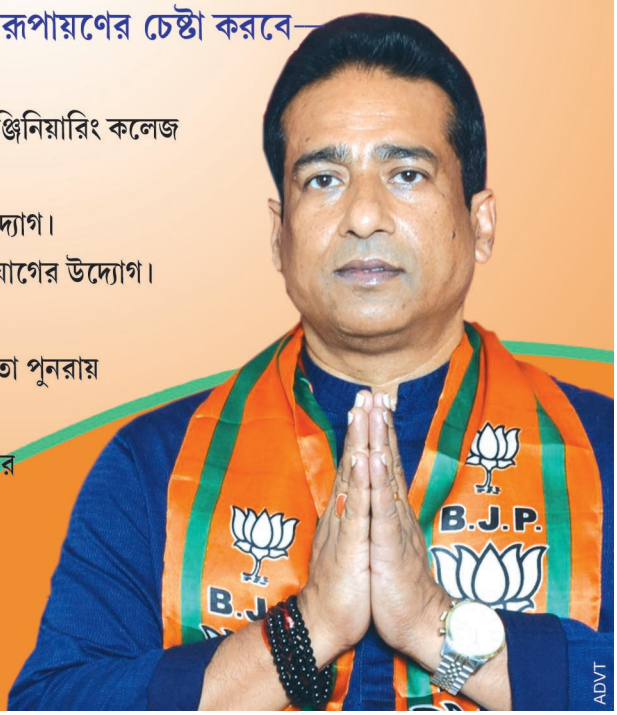

ADVT

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে

৫০ মালদহ (তপঃ) বিধানসভা কেন্দ্রে

ভারতীয় জনতা পার্টির মনোনীত প্রার্থী

গোপাল চন্দ্র সাহা-কে

বিজেপি

পদ্মফুল চিহ্নে ভোট দিয়ে বিপুল ভোটে জয়ী করুন

এলাকার উন্নয়ন পরিকল্পনা

১৩, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮ নম্বর ওয়ার্ডে জলনিকাশি ব্যবস্থা, সামান্য বৃষ্টিতেই বন্যা পরিস্থিতির সমস্যার সমাধান।

৭ থেকে ১৮ নম্বর ওয়ার্ড পর্যন্ত মহানন্দা নদীর ধারে উঁচু বাঁধের ব্যবস্থা।

মৌলপুর হাসপাতালকে জেলা হাসপাতালে উন্নীত করা, যেখানে সবরকম আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা থাকবে।

পুরাতন মালদহে মহিলাদের জন্য কলেজ নির্মাণ।

টাঙ্গন নদীর খনন সংস্কার করে মহানন্দার সঙ্গে যোগ।

বসবাসকারী উদ্বাস্তু ব্যক্তিবর্গের জমির পাট্টা।

বলরামপুর-পিরগঞ্জ মহানন্দা নদীর উপর ব্রিজ নির্মাণ।

প্রত্যেক অঞ্চলে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা।

পোপড়া উপ স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পরিকাঠামো উন্নয়ন।

বাভনসুতা শ্মশানে বৈদ্যুতিক চুল্লি, লাইটের ব্যবস্থা করা।

নরহাট্টা থেকে দুর্গামোড় পর্যন্ত রাস্তা (পিএমজিএসওয়াই) সংস্কার।

২৪ ঘণ্টা অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবার ব্যবস্থা।

ADVT

এবার বিজেপি

জগদ্দলের ভূমিপুত্র অরিন্দম ভট্টাচার্য-কে

বিজেপি

পদ্মফুল চিহ্নে ভোট দিয়ে জগদ্দল বিধানসভা কেন্দ্রে বিপুল ব্যবধানে জয়ী করুন

জগদ্দলের সঙ্কল্প পত্র

- এবার জগদ্দলের স্বনির্ভরগোষ্ঠীভুক্ত মহিলা দের জন্য হবে উপযুক্ত কর্মসংস্থান ।
- এবার সকলের জন্য সুশিক্ষা ।
- এবার সকলের জন্য পানীয় জল ।
- কৃষকদের জন্য কৃষক সুরক্ষা ব্যাবস্থা ।
- এবার সকলের জন্য স্বাস্থ্য পরিসেবা ও সকলের জন্য আয়ুষ্মান ভারত ।
- এবার জগদ্দলের বিধানসভার জল নিকাশি ব্যবস্থার হবে পূর্ণাঙ্গ সংস্কার ।
- এবার সকলের জন্য সুশাসন ।
- আর নয় ম্যালেরিয়া , আর নয় ডেঙ্গু ।
- এবার হবে সকলের জন্য উপযুক্ত কর্মসংস্থান ।
- জগদ্দল বিধানসভার নাগরিক সুরক্ষার জন্য (24×7) ২৪ ঘন্টার হেল্পলাইন চালু করা হবে ।
- গড়ে উঠবে নতুন কর্ম সম্ভাবনা , নতুন ব্যবসার ক্ষেত্র ।
- এবার গড়ে উঠবে জগদ্দলের বিধানসভার নতুন যুবশক্তি ।
- জগদ্দলে প্রতিষ্ঠিত হবে রাজনীতি মুক্ত প্রশাসন , ভ্রষ্টাচার ও অপরাধ মুক্ত রাজনীতি দুর্বৃত্ত মুক্ত সমাজ ।
- চটকল এবং পাটশিল্পের পুনর্নির্মাণ ।
- নির্মিত হবে নতুন স্মার্ট স্কুল ।
- জগদ্দলের বিধানসভার প্রতিটি অঞ্চলের মানুষেরা পাবেন অ্যাম্বুলেন্স পরিসেবা ।
- জগদ্দলের গ্রামীণ ও শহরের অঞ্চলের জন্য নতুন স্কিল ডেভেলপমেন্ট সেন্টার নির্মিত হবে ।
- জগদ্দল বিধানসভার মধ্যে নতুন হাসপাতাল নির্মাণ করা হবে ।

ADVT

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে

এই চিহ্নে ভোট দিন

১০৫ ভাটপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রের
ভারতীয় জনতা পার্টির মনোনীত প্রাথী

পবন কুমার সিং-কে

পদ্মফুল চিহ্নে ভোট দিয়ে বিপুল ভোটে জয়ী করুন

বাংলায় আসল পরিবর্তন আনতে এবার আপনার ভোট বিজেপিকে দিন

রেশন ব্যবস্থাকে সার্বজনীন করে সমস্ত নাগরিকের কাছে তাদের প্রাপ্য সামগ্রী পৌঁছে দেওয়া হবে।

রাজ্যে সরকারি চাকরিতে মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ সংরক্ষণ।

প্রতিটি পরিবারের কমপক্ষে একজন সদস্যকে কর্মসংস্থানের সুযোগ দেওয়া।

আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প প্রয়োগের মাধ্যমে প্রতিটি পরিবারের জন্য ৫ লক্ষ টাকা অবধি বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান।

প্রধানমন্ত্রী কিষান সম্মান নিধি বাস্তবায়ন হওয়ার ফলে ৭৫ লক্ষ কৃষকের বার্ষিক আর্থিক সহায়তা বৃদ্ধি হয়ে ১০০০০ টাকা হবে।

বাংলায় পর্যটন প্রচারের জন্য ১০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ।

প্রতিটি পরিবারকে টয়লেট এবং নিকাশির যথাযথ ব্যবস্থা সহ পাকা ঘর দেওয়া হবে।

পাট শিল্প পুনর্নির্মাণের জন্য ১৫০০ কোটি টাকার তহবিল।

সমস্ত সরকারি কাজকর্ম বাংলা ভাষায় করার ব্যবস্থা।

বাংলা ধ্রুপদী ভাষার মর্যাদা পাবেই

স্বস্তিকা পত্রিকায় গত ১৫ মার্চ সংখ্যায় ধ্রুপদী ভাষা সংক্রান্ত বিষয়ে স্নেহাংশু মজুমদার, স্বর্ণাভ মিত্র ও স্মৃতিলেখা চক্রবর্তীর তথ্য সমৃদ্ধ লেখাগুলো পড়ে ভালো লাগলো। তাদের ধন্যবাদ জানাই আপনাদের পত্রিকার মাধ্যমে। আসলে বেশিরভাগ ভাষা সংস্কৃতি প্রেমীরা ধ্রুপদী ভাষা সংক্রান্ত বিষয়টি সম্বন্ধে মোটেই ওয়াকিবহাল নয়, না জেনে বেহিসাবি কথা বার্তা বলে চলছে, কেউ আবার রাজনৈতিক অভিসন্ধি খুঁজে বেড়ায়। জেনে রাখলে ভালো লাগবে যে, আন্তর্জাতিক বাংলা ভাষা সংস্কৃতি সমিতি গত পাঁচ বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন প্রান্তে, বিভিন্ন মহলে আলোচনা করে চলেছে যে, ধ্রুপদী ভাষা কী, কারা পেতে পারে এবং কীভাবে পেতে পারে আর পেলেই বা কী জুটবে বাংলা ভাষার ভাগ্যে ইত্যাদি।

সংক্ষেপে বলা যেতে পারে, যে ভাষা প্রাচীন (১৫০০-২০০০ বছর), সমৃদ্ধ ও যার ধারবাহিকতা বহমান সেই ভাষা পেতে পারে ধ্রুপদী ভাষার মর্যাদা এবং তার জন্য সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের সংস্কৃতি দপ্তর থেকে বাংলা ভাষার তথ্য সমৃদ্ধ দলিল যাতে বাংলা ভাষার প্রাচীনত্ব, ঐতিহাসিক নিদর্শন, লিপি, মুদ্রা, পুস্তক আদির বিবরণ ভারত সরকারের সংস্কৃতি দপ্তরে পাঠাতে হবে পুস্তক আকারে। দুর্ভাগ্যবশত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংস্কৃতি দপ্তর আজ পর্যন্ত তা করেনি আমাদের তরফে বারবার তথ্য সমৃদ্ধ দস্তাবেজ পাঠানোর পরও। কোনো ভাষা ধ্রুপদী সম্মান পেলে সেই ভাষার উপর একটি 'চেয়ার' সৃষ্টি হবে, গবেষণা হবে, পুরস্কার থাকবে। মোটকথা, সেই ভাষা অন্য ভাষার থেকে এগিয়ে থাকবে।

আমাদের গভীর বিশ্বাস আজ না হয় কাল বাংলা ভাষা অবশ্যই ধ্রুপদী ভাষার সম্মান পাবে। পৃথিবীর মিষ্টতম ভাষা বাংলা ও পৃথিবীর শেষ্ঠ জাতীয় সংগীত কবিগুরু বিরচিত জনগণ মন অধিনায়ক বাংলা ভাষায় রচিত। তাই একদিন না একদিন বাংলা ভাষার পালকে ধ্রুপদী সম্মান আসবেই।

—**সজল কুমার গুহ,** শিলিগুড়ি।

খেলা হবে, ভয়ংকর খেলা হবে

'খেলা হবে'। কথাটা যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে, বিশেষ করে রাজনীতিকদের কাছে। কথাটার উৎপত্তি কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে নয়। উৎপত্তিস্থল বাংলাদেশ। সেজন্যই কী একটি বিশেষ রাজনৈতিক দল কথাটার বহুল প্রচারে আত্মনিয়োগ করেছে। সে যাই হোক, প্রশ্ন হচ্ছে কীসের খেলা? রক্তের হোলি খেলা নয়তো? সম্ভবত সেটাই। তাহলে সাধারণ ভোটদাতাদের পক্ষে খুবই বিপজ্জনক। তাদের নানারকম প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে। আর উত্তরটা সন্তোষজনক না হলেই খেলা শুরু হয়ে যাবে এবং অবশ্যই সেটা সবার পক্ষে সুখপ্রদ হবে না। কারণ শুরু হবে হয়তো রক্তের হোলি খেলা। দোল বা হোলি তো হয়ে গেছে। কিন্তু তাতে কী? নতুন করে রক্তের হোলি খেলায় অসুবিধে কোথায়? বিশেষ বিশেষ রাজনৈতিক দলের কর্মীদের কারও মাথা ফাটবে কারও বা হাত বা পা ভাঙবে হাসপাতালে ভর্তি হতে হবে। হয়তো-বা মানুষটা সংসারের একমাত্র রোজগেরে মানুষ। তিনি পঙ্গু হয়ে গেলে পুরো সংসারটাই অর্থনৈতিক সংকটে পড়বে। তাতে কী? রাজনৈতিক নেতারা অবশ্য এসব নিয়ে চিন্তিত নন। তাঁরা তো গাড়িতে করে প্রহরী বেষ্টিত হয়ে ভ্রমণ করেন। এতে তাঁদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয় না এতটুকুও। কাজেই এসব ছোটোখাটো বিষয় নিয়ে তাদের মাথা না ঘামালেও চলে, অবসরই-বা কোথায়? তাদের একটাই লক্ষ্য সাংসদ বা বিধায়ক হয়ে অন্তত একবার সংসদ বা বিধানসভায় স্থান পাওয়া। তাহলে সারা জীবনের জন্য একটা হিল্লে হয়ে যাবে। দেশের কাজ, দশের কাজ ওসব সভামঞ্চে দাঁড়িয়ে বলতে হয়, গালভরা প্রতিশ্রুতি দিতে হয়। আর নির্বাচন মিটে গেলে ওসব প্রতিশ্রুতি বেমালুম ভুলে যেতে হয়। অনেকে আবার কিছু না করেই এটা করে দিয়েছি, ওটা করে দিয়েছি, বলে সাফাই গাইতে ওস্তাদ। সাধারণ ভোটারদের অবস্থা সঙ্গীনই হয়ে থাকেন।

—**শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়,**
ডেজিরে কমপ্লেক্স, বড়বাজার,চন্দননগর।

ভোট প্রচারে মিথ্যা কথার ফুলঝুরি কেন?

'ভোটে নারী বিদ্বেষ, 'সমাজ' আপনাদের দেখছে।' একটি প্রচলিত বাংলা সংবাদপত্রে ঘটা করে প্রকাশ করেছে, শ্লেষাত্মক ভাষায় শালীনতা লঙ্ঘন। মূল অভিযুক্ত বিজেপি এবং শিকার মুখ্যমন্ত্রী। মূলত দিলীপ ঘোষের বারমুডা পরার আবেদন ও প্রধানমন্ত্রীর দিদি বলার ধরনই (হিসিংসাউন্ড) আপাতত কাঠগড়ায়। এগুলি নাকি অপমানজনক নারী বিদ্বেষী মনোভাব। আমার প্রশ্ন, বারমুডা একটি পোশাক মাত্র, ছেলে-মেয়ে যে কেউ পরতেই পারে। দিদি শব্দটি কি নোংরা শব্দ? বলার ধরনে অসামাজিক ও নারী বিদ্বেষ হয়, তাহলে এই কথাগুলি কীরূপ? তুমি কোন হরিদাস পাল হে, নাড্ডা-ফাড্ডা-চাড্ডা, দিল্লি থেকে এল দুই ভাই, জগাই মাধাই, একজন হোদুল কুতকুত, অপরজন কিম্ভুতকিমাকার। আরও আছে, তোর বাপকে গিয়ে বল, একপায়েই সট (লাথি) মেরে ওকে (শিশির অধিকারী) মাঠের বাইরে ফেলব। ভারতে অবাক লাগে, এক্ষেত্রে তৃণমূলের শিক্ষিত লোকেদের কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। অর্থাৎ নীরব সমর্থন। আপনারা কি সুস্থ? আত্মসম্মানবোধ আছে? নারী-পুরুষ যেই হোক আগে তো মানুষ। ন্যায়, সততা, বিবেকবোধ না থাকলে কীসের প্রতিবাদী। এই অন্তঃসারশূন্য মন্তব্য চাটুকারিতার প্রকাশ, বাংলা মিডিয়া, নীতিহীন সাংবাদিক ধান্দাপানির জন্য এই নাটক করেই থাকে, কিন্তু সাধারণ মানুষের কি স্বার্থ আছে? দয়া করে সত্য বলুন, সাহস না থাকলে নীরব থাকুন, মিথ্যা ও চাতুরি

করে শুধু নিজেদের নীচে নামাবেন না। এসবের জন্য বাঙ্গালিরা হেয় হচ্ছে। কারণ সমাজ আপনাদের দেখছে।

—**সঞ্জয় দত্ত,** মশাট, হুগলী।

আর্যদের আদি বাসভূমি জম্বুদ্বীপেই

ঐতিহাসিকদের মতে এশিয়া মহাদেশের বর্তমান কাজাকিস্তান ও উজবেকিস্তানে অবস্থিত তৃণভূমি অঞ্চল ছিল আর্যদের আদি বাসভূমি। আবার ইউরাল নদী ছিল ইউরোপ ও এশিয়ার সীমা নির্ধারক নদী। ইউরাল নদীর পূর্বে রয়েছে আরল সাগর। ইউরাল- আরল অঞ্চল থেকে গৌরবর্ণ মানুষের দল বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পথে সপ্তসিন্ধুতে আসেন। কোন পথে এরা এসেছিলেন, তা বিচার করা যাক। উল্লেখ্য, আজকের আমুদরিয়া নদীর পুরাণ বর্ণিত নাম হচ্ছে 'চক্ষু' নদী। উচ্চারণ ভেদে অক্ষু বা অক্সাস। আরবি-ফারসি প্রভাবে আমুদরিয়া। এই নদীর উৎসস্থল হচ্ছে পামির গ্রন্থিস্থল অর্থাৎ পুরাণে বর্ণিত মেরুপর্বত। এই নদী অধুনা তাজিকিস্তান, আফগনিস্তানের উত্তর সীমানা, তুর্কমেনিস্তান হয়ে উজবেকিস্তানে প্রবেশ করে আরল সাগরে মিশেছে। অর্থাৎ চক্ষু বা আমুদরিয়ার মোহনা হচ্ছে আরল সাগরের দক্ষিণ অংশ। এই মোহনা থেকে গৌরবর্ণ মানুষেরা পরিবারের সঙ্গে চক্ষু নদীতট বরাবর আফগানিস্তানের সীমান্ত ও গিরিপথ ধরে হিন্দুকুশ পর্বত পার করে কুম্ভা বা কাবুল নদীতটে আসেন। কাবুল নদীতট ধরে সিন্ধুনদ তটে পৌঁছান। অর্থাৎ সপ্তসিন্ধুতে আসেন। উল্লেখ্য, তখন ভারত নামকরণ হয়নি।

এবার মূল বিষয়ে আসা যাক। ঐতিহাসিকদের একাংশ আর্যদের বহিরাগত মনে করেন। বিষয়টি নিয়ে কিছু আলোচনা করা যাক। ভারতের প্রাচীন নাম হচ্ছে জম্বুদ্বীপ। জম্বুদ্বীপের সীমানা অবিভক্ত ভারতবর্ষ থেকে অনেক বড়ো ছিল। উল্লেখ্য, কিছু পুরাণকথা বেদ থেকে বেশি প্রাচীন। যেমন, জম্বুদ্বীপের কথা পুরাণেই পাওয়া যায়। চক্ষুনদী, মেরুপর্বত, ইত্যাদি নাম পুরাণে পাওয়া যাচ্ছে। এছাড়া তুর্কমেনিস্তান, উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তান আফগানিস্তান, কাজাকিস্তান ইত্যাদি নামের 'স্তান' শব্দের মূলে রয়েছে 'স্থান' যা মূলত সংস্কৃত থেকে এসেছে। আবার 'সমরকন্দ' নামের 'কন্দ' শব্দের মূলে 'খণ্ড' রয়েছে। বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে, চক্ষু নদী-বিধৌত অঞ্চল ছিল জম্বুদ্বীপের অন্তর্গত। আর্যদের বিচরণ ভূমি। আর্যরা জম্বুদ্বীপের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে এসেছে মাত্র। বহিরাগত হয় কীভাবে? ঐতিহাসিকদের অনুরোধ করছি ভেবে দেখার। উল্লেখ্য, সম্রাট অশোক জম্বুদ্বীপেশ্বর নামে খ্যাত ছিলেন। জৈন ধর্মগ্রন্থে জম্বুদ্বীপের উল্লেখ আছে। আমার মনে হয়, ভারত তথা জম্বুদ্বীপের সভ্যতা হচ্ছে বিশ্বের প্রাচীনতম সভ্যতা।

—*রাজকুমার জাজোদিয়া,* কালিয়াগঞ্জ।

বেসরকারীকরণ মানেই বিক্রি করা নয়

একটা মিথ্যা বিভ্রান্তিকর প্রচার করা হচ্ছে যে মোদীজী সব সংস্থা বিক্রি করে দিচ্ছেন। প্রশ্ন হলো কে কিনছেন, কোনো বিদেশি শক্তি? না। আসলে সম্পূর্ণ বিষয়টি একটু বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, সরকারি মালিকানার প্রতিষ্ঠানগুলিকে এই বাজেটে আংশিক বেসরকারীকরণ করার কথা বলা হয়েছে। এর অর্থ হলো সংস্থাগুলোর বিক্রি নয়, সংস্থাগুলোর রুগ্ন দশা কাটিয়ে উঠে দেশের আর্থিক প্রগতির পথকে তরান্বিত করা। আজকে এনটিপিসি অথবা বিপিসিএল সংস্থা চালানোর জন্য যে পরিমাণ অর্থ খরচ হয়, সেই পরিমাণ লাভ দিতে সংস্থার কর্মচারীরা ব্যর্থ। সর্বদা ঘাটতি থেকে যায়, যা আমাদের ট্যাক্সের টাকা দিয়ে সরকারকে ঘাটতি পূরণ করতে হয়। সুতরাং আসলে এতে পরোক্ষ ক্ষতিটা আমাদেরই হয়। দ্বিতীয়ত, এইসব সংস্থার কর্মচারীদের বেতন দিতে যে পরিমাণ অর্থ খরচ হয়, সেই পরিমাণ উদ্যমী হয়ে তারা কাজ করে না, আর এটা সর্বত্র। এর কারণ সরকারি ক্ষেত্রে কর্মসংস্কৃতির অভাব, আর সেই কারণে এই সব সংস্থাগুলি নিজেদের চালানোর মতো লভ্যাংশ সরকারকে দিতে পারে না। যার ফলে হয় ঘাটতি। সেই কারণে এই সংস্থগুলোর কর্মসংস্কৃতি ফিরিয়ে আনতে এবং রুগ্নভাব কাটিয়ে লাভজনক করে তুলতেই এই আংশিক বেসরকারীকরণ। বেসরকারীকরণ হলে আর ১০টার জায়গায় ১২টায় অফিসে যাওয়া চলবে না, কাজ না করলে বসে বসে বেতন ঢুকবে না, আলস্য ত্যাগ করে উদ্যোগী হতে হবে। ফলে সরকারি দপ্তরের রুগ্নতা কাটবে। এর আরও একটি লাভ আছে। এই আংশিক বেসরকারীকরণের দ্বারা ব্যাপক পরিমাণ কর্ম সংস্থান হবে। যেখানে একজন সরকারি কর্মচারী ৫০ হাজার টাকা বেতন নিয়েও সরকারকে কোনো লাভ দিতে পারে না, সেখানে ৪ জন কর্মচারী নিয়োগ হবে, ফলে স্বাভাবিকভাবেই কাজের গতি ও লভ্যাংশ বৃদ্ধি পাবে এবং দেশের আর্থিক বৃদ্ধি সম্ভব হবে। তৃতীয় বিষয় হলো, ইহা সম্পূর্ণ আংশিক অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে হবে। ফলে এইসকল সংস্থার উৎপাদনের মূল্য সরকারের নির্দেশনায় নির্ধারিত হবে। যেমনটা ধরুন বিদ্যুৎ সংস্থা, বিভিন্ন রাজ্যে সরকার অনুযায়ী বিদ্যুতের মূল্য বিভিন্ন। আমাদের রাজ্যের তুলনায় উত্তরপ্রদেশে, কর্ণাটকে বিদ্যুতের মূল্য অনেক কম। এটা সরকার দ্বারাই পরিচালিত হয় জনগণের স্বার্থে। সুতরাং বেসরকারীকরণ নিয়ে যেভাবে মানুষের মধ্যে আতঙ্কের আবহাওয়া তৈরি করার চেষ্টা চলছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং বিভ্রান্তিকর। এই ফাঁদে আমাদের পা না দেওয়াই উচিত। আরও একটা বিষয় উল্লেখ করি, অর্থনীতিতে নোবেল জয়ী অভিষেক বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো প্রখর অর্থনীতিবিদ ও এই আংশিক বেসরকারীকরণ পদক্ষেপের প্রশংসা করেছেন। তিনি এটাও বলেছেন যে এই পদক্ষেপ অর্থনীতিতে আত্মনির্ভর ভারত নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর। সুতরাং বিভ্রান্ত না হয়ে আমাদের বিচার করতেই হবে। আর সব উন্নত দেশগুলোর জনগণের ন্যায় আমাদের জনগণকেও জাগ্রত হয়ে বিচার করেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার মতো দক্ষ নাগরিক হতে হবে।

—**শুভ শীল,** রবীন্দ্রনগর, শিলিগুড়ি।

বয়নশিল্পের পুনরুত্থানে রাজপরিবারের সদস্যরা

সুতপা বসাক ভড়

বয়নশিল্প এমন একটি শিল্প যা মানুষের কাছে অত্যাবশ্যক জিনিস যেমন— বস্ত্র-পরিধান আদি সরবরাহ করে থাকে। পরিধেয় ছাড়াও বিছানার চাদর, পর্দা, বিভিন্ন আসবাবের আচ্ছাদন তৈরিতেও বয়নশিল্পের ব্যাপক ব্যবহার দীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত হয়ে আসছে। ভারতবর্ষের বয়নশিল্প অতীত ও বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বিশেষ মর্যাদা পেয়েছে। অতীতে, মাত্র কয়েকশো বছর পূর্বেও বয়নশিল্পীরা তাঁদের শিল্পের উৎকর্ষতার অপূর্ব নিদর্শন রেখে গেছেন। একটি সম্পূর্ণ শাড়ি সুন্দরভাবে ভাঁজ করে অনায়াসেই একটি দেশলাই বাক্সের মতো ছোটো বাক্সে ভরে রাখা যেত। আবার কখনো বা আংটির মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণ শাড়িটি গলিয়ে নেওয়া হতো। এইভাবে উচ্চমানের মসলিন শাড়ির গুণবত্তা বিচার করা হতো। ওই সকল শিল্পকে বিদেশি শাসকেরা নিজেদের মতো ব্যবহার করেছে। তারপর অনেক ক্ষেত্রে শিল্পীদের ভয় দেখিয়ে বা কখনো অঙ্গুলিছেদন করে নিরুৎসাহিত করেছে, যাতে ওইরকম উৎকৃষ্ট পরিধেয় পুনরায় বানাতে না পারে। ফলস্বরূপ, একটি উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় শিল্প পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে নষ্ট হতে বসেছিল।

ভগিনী নিবেদিতা ব্রিটিশ শাসকদের মধ্যেও এইরকম নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেখতে পান। তিনি লিখছেন, "Machinery has been introduced by us, has absolutely killed the Indian industries. What we might do is to educate the Indian people technically & teach them the new way of earning a living as compensation for the old way of which they have been robbed."

তবে আশার কথা, বর্তমান দেশিয় রাজন্যবর্গের মধ্যে কয়েকজন এ বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছেন। তাঁরা আঞ্চলিক বয়নশিল্পকে অতীতের মর্যাদা এবং নতুনত্বের মিলনে একটি নতুন আঙ্গিকে উপস্থাপন করার আন্তরিক প্রয়াস করে চলেছেন। এঁদের মধ্যে অন্যতমা হলেন ওড়িশার ময়ূরভঞ্জ, রাজপরিবারের অক্ষিতা ভঞ্জ। 'The Karthana Chronicles'-এর সঙ্গে যুক্ত অক্ষিতা স্থানীয় তাঁতশিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি স্থানীয় বয়নশিল্পকে নতুন পুরানো নকশার মেলবন্ধনে সবার সামনে তুলে ধরেছেন একটি সজীব, প্রাণবন্ত, আধুনিক ও আরামদায়ক পোশাক হিসেবে।

গোয়ালিয়রের প্রিয়দর্শিনী রাজে সিন্ধিয়া ও জোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া গত ১৪ বছর ধরে চান্দেরী বয়নশিল্পকে রক্ষা ও ব্যবহার্য্য করার জন্য কাজ করে চলেছেন। ২০১৭ সালে আন্তর্জাতিক খ্যাতিপ্রাপ্ত ২৩ জন ডিজাইনার এবং ৪০০ জন তাঁতিকে একত্র করে চান্দেরীতে একটি হ্যান্ডলুম পার্ক স্থাপন করেন। প্রিয়দর্শিনী জানান যে, পার্কটি এমনভাবে পরিকল্পনা করা হয়েছে, যাতে এখানে একই জায়গায় নকশা, তাঁত বোনা, প্যাকেজিং ইত্যাদি করা হয়ে থাকে। ফলস্বরূপ, এখানে কোনো মধ্যস্বত্বভোগীর অবস্থান নেই। তিনি জানান, এই হ্যান্ডলুম পার্ককে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলেছেন বয়নশিল্পীরা, তাঁদের পারম্পরিক নক্শা দিয়ে। এছাড়া এইসব কাপড়ের বিশেষত্ব হলো এগুলি প্রাকৃতিক ও পরিবেশ-বান্ধব।

গোয়ালিয়ারের রাজমাতা শুভাঙ্গিনী রাজে গায়কোয়ার ত্রিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে স্থানীয় চান্দেরীর তন্তুবায় সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষকতা করে চলেছেন। তাঁর পুত্রবধূ মহারানি রাধিকারাজে গায়কোয়াড় চান্দেরীর উন্নতির জন্য কাজ করছেন। তিনি বলেন যে, যে কোনো তাঁতে বোনা কাপড় পরিবেশ-বান্ধব, কারণ এগুলির ক্ষেত্রে কার্বন-ফুটপ্রিন্ট খুবই সামান্য। এছাড়াও বারাণসীর তাঁতিদের সহযোগিতায় তিনি বরোদার সালুকে পুনরুজ্জীবন দেবার চেষ্টা করছেন।

স্থায়িত্ব শব্দটি বর্তমান ফ্যাশনের মূলমন্ত্র। আমাদের দেশের পারম্পরিক বয়নশিল্প যেমন খাদির শাড়ি, চাদর, রুমাল ইত্যাদি এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এছাড়া প্রাকৃতিক উৎস— তুলো থেকে তৈরি, সেজন্য পরিবেশের ক্ষতিসাধন করে না। এমনকী পরম্পরাগত রঙের ব্যবহার পরিবেশের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ হবার জন্য এই জাতীয় কাপড়ের প্রচুর চাহিদা আন্তর্জাতিক বাজারে। দেশের রাজপরিবারের নতুন প্রজন্মের সদস্যরা, বিশেষ করে মহিলারা তাঁতিদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁদের উপার্জনের উৎস এবং ঐতিহ্যের সঙ্গে নতুন আঙ্গিকের নকশায় ওই শিল্পের পুনরুজ্জীবনের জন্য সহায়তা করছেন। তাঁদের এই উদ্যোগ অবশ্যই প্রশংসনীয়। ▯

আঘাত থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে কিডনি

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

আঘাত লাগলে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে পেশির ফাইবার সরে যায়। পেশীর মধ্যে যে সকল পদার্থ থাকে সেগুলি রক্তপ্রহাহে মিশে গিয়ে কিডনি ড্যামেজ হতে পারে। চিকিৎসা পরিভাষায় বলা হয় রাবডোমায়োলোসিস। প্রথমেই বলতে হয় কোনো ভাবে আঘাত বা দুর্ঘটনার ফলে পেশিতে আঘাত লাগলে রোগটি হতে পারে। আঘাত পাওয়ার পরে বা পড়ে গিয়ে কোনও শক্ত কিছুর উপর শরীরটা পড়লে শরীরে যে ব্যথা লাগে তা ভিতরে পেশি পর্যন্ত ছড়িয়ে গিয়ে বিষয়টাকে জটিল করে তুলতে পারে। বেশ কিছু ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া বা অতিরিক্ত অ্যালকোহল সেবনও এই রোগ হওয়ার জন্য দায়ী।

ইলেকট্রিক শক লাগলে, থার্ড ডিগ্রি বার্ন কেসে (যেখানে শরীরের ৮০-৮৫ শতাংশই পুড়ে গেছে) রাবডোমায়োলোসিস হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যাঁরা দিনের পর দিন মাত্রাতিরিক্ত পর্যায়ে কোকেন নিচ্ছেন তাঁদের রোগটি সম্পর্কে সচেতন হওয়া উচিত। যাঁরা অ্যাথলিট এবং ঠিকমতো প্রশিক্ষণ নেই, অনুশীলন করতে গিয়ে পেশীর উপর ভয়ংকর চাপ পড়ছে, তাঁদের পেশীর ঘনত্ব ভেঙে গিয়ে রাবডোমায়োলোসিস হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। বেশ কিছু অ্যান্টি সাইকোটিক ওষুধ বা স্টাটিন কোনো কোনো সময়ে রোগটিকে ডেকে আনে। হিট স্ট্রোকের লক্ষণ হিসেবেও রাবডোমায়োলোসিস হতে পারে। খিঁচুনির কারণেও এটা হতে পারে। ডায়াবেটিক কেটোঅ্যাসিডোসিসে কেউ দীর্ঘদিন ভুগলে রোগটি রাবডোমায়োলোসিসের দিকে টার্ন নেয়। পেশির বিভিন্ন রোগ যেমন কনজেনিটাল মাসল এনজাইম ডেফিসিয়েন্সি, ডাচেনস মাসক্যুলার ডিস্ট্রপি এর জন্য দায়ী। ফ্লু, এইচআইভি, হারপিস সিমপ্লেক্সের মতো ভাইরাল সংক্রমণে রোগটি হয়। শরীরে ব্যাক্টেরিয়ার সংক্রমণ হলে যখন টিস্যু থেকে অতিরিক্ত টক্সিন রক্তপ্রবাহে মিশছে মানে সেপসিস হচ্ছে তখন রাবডোমায়োলোসিসের উচ্চ সম্ভাবনা থাকে।

উপসর্গসমূহ : রাবডোমায়োলোসিসের লক্ষণগুলি কী হবে তা ব্যক্তি ভেদে আলাদা হয়। কেননা এর কারণ অনেক, কাজেই কেন রোগটি হচ্ছে সেই কারণের উপর নির্ভর করেই রোগের লক্ষণগুলি প্রকট হয়। কখনও কখনও শরীর জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে লক্ষণগুলি। তবে যেসব লক্ষণ সাধারণত দেখা যায় সেগুলি হলো :

ঘাড়ে, কাঁধে ও উরুর পেশীতে ব্যথা। লো-ব্যাক পেইনের সমস্যা এসময়ে খুব ভোগাতে থাকে। পেশী দুর্বল হয়ে যায় যার ফলে হাত ও পা নাড়াচাড়া করতে সমস্যা হয়। ইউরিনের স্বাভাবিক রং পালটে ডার্ক লাল বা খয়েরি রংয়ের হয়। রোগটি কিডনিকে প্রভাবিত করলে ইউরিনের পরিমাণ কমে যায়। তবে গবেষকরা বলেন রাবডোমায়োলোসিসের অর্ধেক রোগীরই পেশী সংক্রান্ত কোনও উপসর্গ থাকে না। এর সঙ্গে ক্র্যাম্প ধরার মতো পেটব্যথার একটা অনুভূতি থাকে। সঙ্গে গা বমি ভাব বা বমি করে ফেলা। জ্বর, হার্টবিট অস্বাভাবিক বেড়ে যাওয়া। ডিহাইড্রেশন, সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়া রোগটি।

কীভাবে বোঝা যাবে রাবডোমায়োলোসিস হয়েছে?

ফিজিক্যাল এগজামিনেশন বা বাইরে থেকে দেখলে রোগটিকে বোঝা যায় না এর জন্য কয়েকটি বিশেষ রক্ত পরীক্ষা করতে হয়। যেমন ক্রিয়োটিনিন কিনাসে, এই পরীক্ষার মাধ্যমে পেশী ভেঙে গিয়ে কোন কোন পদার্থ রক্তস্রোতে মেশাচ্ছে সেটি বোঝা যায়, মায়োগ্লোবিনের মাত্রা দেখার জন্য ইউরিন পরীক্ষা, হিমোগ্লোবিনে মাত্রা দেখা। এর থেকে বোঝা যায় রোগীর রাবডোমায়োলোসিস হয়েছে কিনা।

কীভাবে হবে চিকিৎসা?

যত তাড়াতাড়ি চিকিৎসা শুরু হবে, ততই চিকিৎসায় সাফল্যের হার বেশি। এমনকী এর থেকে হওয়া সেকেন্ডারি কিডনি ড্যামেজও সারিয়ে ফেলা সম্ভব।

যে সমস্ত রোগীর ক্ষেত্রে গেছে গভীর আঘাতের লক্ষণ পেয়েছি তাদের ক্ষেত্রে আর্ণিকা, হাইপোরিয়াম, রুটা ইনডিগো, রাসটক্স ওষুধগুলি দিয়ে সুফল পেয়েছি। তবে শুধুমাত্র ওষুধগুলিই কাজ করবে তা নয়। অবশ্যই কারণ লক্ষণ ও মায়াজম মিলিয়ে ওষুধ দিলে কাজ করবে। □

ভাইপো তু কেনে কাদা দিলি ভালো পিসির সাদা কাপড়ে

বিশ্বপ্রিয় দাস

কথায় আছে যার দু'কান কাটা, তাঁকে তুমি যতই দোষ ধরিয়ে দাও, সে ছিল যেখানে, সেখানেই সে থাকবে। এমনটাই ঘটছে, আমাদের রাজ্যের শাসক দলের সুপ্রিমোর পরিবারের সবচেয়ে প্রিয় সদস্যটির ক্ষেত্রে। দুর্জনেরা বলছেন, মাননীয়াকে কোনোদিনও তাঁর ভাইদের জন্য একটিও বাজে কথা শুনতে হয়নি। অথচ তাঁকে বহু কটূক্তি শুনতে হচ্ছে, সাদা শাড়িতে কালির দাগ নিতে হচ্ছে, বদনামের ভাগীদার হতে হচ্ছে, স্নেহভাজন একটি ভাইয়ের সন্তানের জন্য। এমনই অবস্থা বাংলা অভিধান থেকে অচিরেই হয়তো একটি শব্দ 'ভাইপো'কে বিলুপ্তির পথে হাঁটতে হতে পারে।

মাননীয়া, আপনার এই প্রিয়ভাজনটি নাকি আপনার আশ্রয়ে থাকে। আপনিই তাঁর ভরণপোষণের দায়িত্ব নিয়েছেন। তবুও তাঁর সম্পত্তির বহর দেখে, আপনার অতিবড়ো ভক্তরাও আড়ালে আবডালে কত কী যে বলে, সেগুলি আপনার কানে নিশ্চয়ই যায়। কিন্তু ওই কথায় আছে কানে দিয়েছি তুলো, যত কিলোবি কিলো। এখন আপনার হয়েছে সেই অবস্থা। আপনি মুখে যতই বলুন, আপনার ভাইপো আপনার কাছে বোঝা হয়ে ওঠেনি, আপনি যতই তাঁর দোষ ঢাকতে গলাবাজি করুন। ভোটের মুখে, তাঁর অনেক কিছুই জনসম্মুখে এসে গেছে। এখন যদি বলেন, ও যা করেছে বেশ করেছে, সেটা না হয় অন্য কথা। আর যদি বলেন, ও পার্টির জন্য করেছে, সেটাও একটা বাস্তবের সঙ্গে সামান্য হলেও মানুষ মিলিয়ে নেবার চেষ্টা করবে। যত জ্বালা, সেই লালা।

এবার আসা যাক আসল কথায়। একদা আপনার খুব ঘনিষ্ঠ সৈনিক, আজ তিনি বিজেপিতে চলে গিয়েছেন। শুধুমাত্র আপনার আর আপনার ভাইপোর অনেক কিছুই মেনে নিতে পারছিলেন না বলে। তিনি মানে সেই শুভেন্দু অধিকারী একটি বোমা ফাটিয়ে দিলেন। একেবারে পরমাণু বোমা। কী সেই বোমা? কয়লাপাচার কাণ্ডে আপনার ভাইপো, আপনার

তৃণমূল দলের দ্বিতীয় সুপ্রিমো, তাঁকে জড়িয়ে ফেলে একটি অডিয়ো টেপের কথোপকথন সামনে নিয়ে এলেন। আর কয়লাপাচার কাণ্ড থেকে ৯০০ কোটি টাকা পকেটস্থ করার কথাও শুভেন্দু প্রকাশ্য জনসভায় বলেও দিলেন। মাননীয়া, যা রটে, তার কিছু বটেও। কই আপনি বা আপনার ভাইয়ের ছেলে (যুবরাজ)-র কাছে থেকে তো প্রতিবাদের বন্যা উঠল না? আসলে কথাটা যে একেবারে খাঁটি সত্যের দিকে চলে যাচ্ছে। যেটার কাউন্টার করার মতো তথ্য আপনার হাতে হয়তো নেই। নইলে আপনি বা আপনার ভাইপো কি ছেড়ে দেবার পাত্র?

কী অভিযোগ করেছেন শুভেন্দু একবার দেখে নেওয়া যাক। তিনি বলেছেন, ২০১২-১৩ সালে কয়লা, বালি, গোরুপাচার দুর্নীতি ঘটেছিল। সেই দুর্নীতিতে ৯০০ কোটি টাকা মাননীয়ার ভাইপোর কাছে পৌঁছে দিয়েছিল কয়লা কাণ্ডের মূল অভিযুক্ত, বিনয় মিশ্র। কখন শুভেন্দু এই কথা বললেন, যখন বিনয় মিশ্রের ভাই তদন্তকারী এজেন্সির হাতে আটক। কে এই বিনয় মিশ্র? বিনয় ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের একটি যুব সংগঠনের প্রেসিডেন্ট। শুভেন্দুর আরও অভিযোগ, এই কাণ্ডে অনেক রথী মহারথী পুলিশ অফিসাররাও নাকি জড়িত। পরে যখন এক এক অশোক মিশ্রদের তদন্তকারী এজেন্সি নিজেদের হেফাজতে নিচ্ছে, আর এক এক সত্য উদ্ঘাটিত হচ্ছে, প্রকাশ হয়ে পড়ছে শান্তিনিকেতনে টাকা পৌঁছানোর মতো ঘটনার অভিযোগের সত্যতা— তখন মাননীয়া সুপ্রিমো পালিয়ে বাঁচবেন কীভাবে? যতই আপনি সাফাই দেবার চেষ্টা করতে গিয়ে বলুন না কেন, যে এটি কেন্দ্রীয় ষড়যন্ত্র। আপনি প্রমাণ করুন, যে অভিযোগ শুভেন্দু করেছেন, সেটি মিথ্যে।

পশ্চিমবঙ্গ মানুষের কাছে ভাইপোর সিন্ডিকেট রাজ, তোলাবাজি রাজ, কাটমানি রাজের ইতিহাস ইতিমধ্যেই প্রকাশিত। এখনও তাঁর কী কী রাজত্ব প্রকাশ্যে আসে সেটাই দেখার।

শুধু ভাইপো নন, তাঁর স্ত্রী, যিনি আবার বেশ কিছু গুণের অধিকারী। দুর্জনেরা বলেন, সোনাপাচার, পাশপোর্ট করতে গিয়ে নানা মিথ্যা তথ্য দেওয়ার মতো গর্হিত কাজ তিনি জেনে বুঝেই করেছেন, সেই সঙ্গিনীও এসেছেন এই কয়লাকাণ্ডে। হাজার হোক অর্ধাঙ্গিনী। ওই যে বলা হয় 'পতির পুণ্যে, সতীর পুণ্যের মতো'। কী কাণ্ড দেখুন তো? এই অর্ধাঙ্গিনীর বোন-জামাই-শ্বশুরও ছাড় পেলেন না সেই পুণ্য ভাগাভাগীতে। তদন্তকারী এজেন্সির একটি সুত্র মারফত সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদে দেখা যাচ্ছে, এই কয়লা, গোরু, বালি পাচারের টাকা নাকি স্বদেশের ব্যাঙ্কে না রেখে, বিদেশি ব্যাঙ্কে রেখে আসা হয়েছে। এটা তদন্তের স্বার্থে এজেন্সি গোপন রেখেছে। যাই হোক, একটি বিষয়ের অবতারণা এই লেখার মধ্যে করা হলো। ভবিষ্যতে হয়তো নিউ টাউনে ফ্ল্যাট কেলেংকারী সমেত আরও ঘটনা সামনে আসবে। যদিও তোলাবাজির বিষয়টি যেহেতু ফোনে ফোনেই সারা হয়, তাই প্লীজ কেউ তোলাবাজদের কাছে হার্ড কপি চাইবেন না?

(লেখক বিশিষ্ট সাংবাদিক)

হাতের লেখা

ছোট্টোবন্ধুরা, পরীক্ষায় ভালো নম্বর পাবার জন্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন লেখা অত্যন্ত জরুরি। পরীক্ষার খাতায় কাটাকুটি করা, নোংরা বা বিশ্রী হাতের লেখা দেখলে পরীক্ষক তা পড়তেই চান না বা বিরক্তি নিয়ে

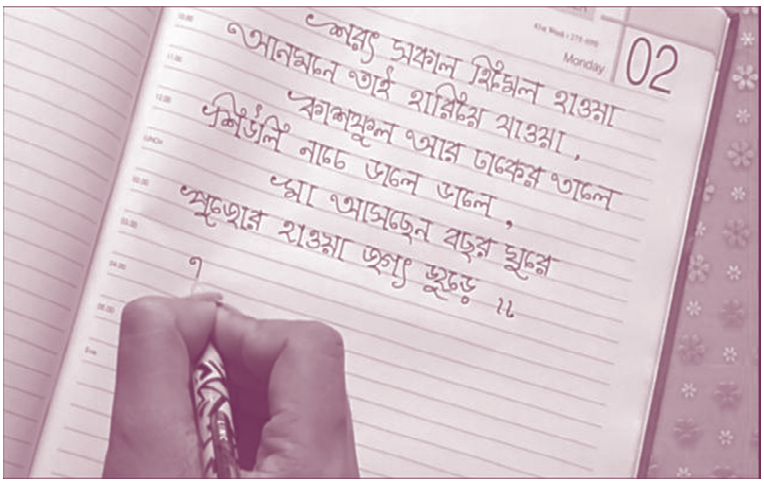

পড়েন। ফলে নম্বরও আসে সেরকমই। তাই হাতের লেখা সুন্দর করার অভ্যাস প্রয়োজন। হাতের লেখা খারাপের জন্য ১০ শতাংশ নম্বর প্রতি বিষয়ে কমে এবং সুন্দর বা পরিচ্ছন্ন হাতের লেখা হলে ১০ শতাংশ নম্বর প্রতি বিষয়ে বাড়ে। সুতরাং হাতের লেখা সুন্দর করতেই হবে। খুব সুন্দর না হোক, অন্তত যেন লেখা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়।

লক্ষ্য করে দেখা গেছে, ছোটোরা পড়তে বসতে চাইলেও লিখতে যেন তাদের খুব আলস্য। কিন্তু হাতের লেখা ভালো করতে হলে আলস্য ঝেড়ে ফেলতে হবে শরীর থেকে। হাতের লেখা ভালো কীভাবে করবে এজন্য তোমাদের ৫টি সহজ উপায় বলে দিচ্ছি। তোমরা এই উপায়গুলি সর্বদা অনুসরণ ও অভ্যাস করবে প্রতিনিয়ত।

তোমাকে অন্য যে কোনো একজনের হাতের লেখা অনুসরণ করতে হবে, যার লেখাকে তুমি সুন্দর মনে করো। এক্ষেত্রে একসঙ্গে একাধিক হাতের সুন্দর লেখা অনুসরণ করা মোটেও ঠিক নয়।

যাকে অনুসরণ করবে, তার কাছ থেকে যদি পারা যায়, তাহলে সে কীভাবে লেখে সেটা জেনে নেবে। জানাটা অবশ্য জরুরি নয়। কেননা অনেকেই এই বিষয়ে সহযোগিতা করতে চায় না। বিশেষ করে সে যদি ছাত্র বা ছাত্রী হয়।

একটা ভালো কলম দরকার। এক্ষেত্রে জেল কালির কলম খুবই উপযোগী। ওই কলমটা তুমি তোমার মতো করে ঘোরাতে পারবে। আর সুন্দর করে লিখতে গেলে কলমটা প্রথমে তোমার আয়ত্তে আনতে হবে।

যদি তোমরা জেল কালির কলম ব্যবহার করতে না পারো এবং সাধারণ বলপেন ব্যবহার করো তাহলে নিউজপ্রিন্ট কাগজ ব্যবহার করবে। এখানেও তুমি তোমার কলমটা তোমার মতো ঘোরাতে পারবে।

লেখা অভ্যাস করার সময় খুব ধীরে ধীরে লিখবে এবং ৫ থেকে ৬ লাইনের একটা প্যারাগ্রাফ তৈরি করবে। একই লেখা বার বার লিখবে। চেষ্টা করবে আগেরটা থেকে পরেরটা আরও সুন্দর করতে।

আরও একটা কথা মনে রাখবে, সব জায়গায় সুন্দর করে লিখতে চাইলেই লেখা সুন্দর হয় না। যেমন, পরীক্ষার খাতায় কিন্তু সুন্দর করে লেখা সম্ভব হয়ে ওঠে না। কেননা খুব তাড়াতাড়ি লেখা শেষ করতে হয়। কিন্তু নিয়মিত অভ্যাসে থাকলে লেখা সুন্দর হবে এটা নিশ্চিত।

সুন্দর হাতে লেখা পরীক্ষার খাতায় শুধু নম্বর বাড়াতেই সাহায্য করে না, একজনের হাতের লেখা থেকে তার মনের ছবিটাও ধরা পড়ে। গ্রাফোলজিস্টরা মানুষের হাতের লেখা দেখে জানিয়ে দেয় লেখকের মনের সব খবর। তারা হাতের লেখা থেকে মানুষের মনের গোপনতম কুঠুরিগুলির খবর জানতে পারেন। গ্রাফোলজিস্টদের কাছে লেখা মানে কতকগুলি স্টোকের সমষ্টি। তারা লেখকের প্রতিটি স্টোকের আলাদা আলাদা অর্থ বুঝতে পারেন। কোন স্টোক কীভাবে টেনে লেখক লিখেছেন তা দেখেই তারা বিশ্লেষণ করতে পারেন লেখকের থট প্রসেস বা চিন্তাপ্রণালী। কোন স্টোকের কী অর্থ তা নিয়ে বিশ্বে বিভিন্ন জায়গায় গবেষণা চলছে গত পাঁচশো বছর ধরে। তাই বর্তমানে গ্রাফোলজি একটি প্রগ্রেসিভ সায়েন্স হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে।

গ্রাফোলজির বিষয়টি ভাবতে আশ্চর্য মনে হলেও এটা কিন্তু সত্যি। গ্রাফোথেরাপিতে ধরা পড়ে একজন মানুষ কী ধরনের কাজের উপযোগী, তার নমনীয়তা, বিশ্বস্ততা, ভাবনা, তার মূল্যবোধ, প্রতিভা ইত্যাদি। হাতের লেখা প্রসঙ্গে আমার মনে পড়ছে এক বিখ্যাত মানুষের কথা। তিনি চীনা দার্শনিক কনফুসিয়াস। তিনি একটি অদ্ভুত মন্তব্য করেছিলেন— **আমাকে একজনের হাতের লেখা দেখাও। আমি বলে দেব, সে মানুষ না শয়তান।**

বিশ্বজিৎ সাহা

ভারতের পথে পথে

পহেলগাঁও

কাশ্মীর উপত্যকার সুন্দরতম পাহাড়ি শহর পহেলগাঁও। ২১৯৫ মিটার উচ্চতায় লিডার নদীর তীরে পাইন-চিনার-দেবদারুতে ছাওয়া ১২টি শৈলশিখরে ঘেরা রূপসী শহর পহেলগাঁও। পহেলগাঁও অর্থাৎ প্রথম গ্রাম। জোজি লা পাস পেরিয়ে লাডাক হয়ে অমরনাথ দিয়ে কাশ্মীর আসার পথে প্রথম গ্রাম এই পহেলগাঁও। ইস্ট লিডার ও ওয়েস্ট লিডার এই দুই নদীর মিলন ঘটেছে পহেলগাঁওয়ে। সারা বছরই এই শহর বরফে ঢাকা থাকে। ভ্রমণার্থীদের কাছে পহেলগাঁওয়ের তীব্র আকর্ষণ রয়েছে। এখানে রয়েছে দ্বাদশ শতাব্দীতে রাজা জয় সিংহের পাথরে তৈরি মমলেশ্বর শিবের মন্দির। শহর থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে ১৫০ মিটার উচ্চে সুন্দর প্রকৃতির বৈশরণ। ১১ কিলোমিটার দূরে রয়েছে ৩৩৫৩ মিটার উচ্চে তুলিয়ান লেক।

জানো কি?

খেলার নাম, মাঠের নাম

- টেনিস, ব্যাডমিন্টন, ভলিবল– কোর্ট
- ক্রিকেট-- পিচ, ফিল্ড
- পোলো হর্সরাইডিং-- অ্যারেনা
- শ্যুটিং, তিরন্দাজি-- ব্রোঞ্জ
- গল্ফ– কোর্স
- স্কেটিং, বস্কিং–রিং
- টেবিল টেনিস– বোর্ড
- অ্যাথলেটিক্স–ট্র্যাক
- সুইমিং – পুল
- ফুটবল, হকি– ফিল্ড
- বেসবল–ডায়মন্ড
- জুডো, ক্যারাটে– ম্যাট
- সাইক্লিং–ভেলোড্রাম

ভালো কথা

পাখির জন্য জল

প্রতি বছর চৈত্রমাস পড়লেই ঠাকুমা ছাদে একটা ছোটো গামলায় পাখিদের জন্য জল রেখে দেয়। এবার ঠাকুমা ভুলে গেছিল। চৈত্রমাসের প্রথম দিনে ঠাকুমা দুপুরে ঘরে শুয়ে ছিল। একটা কাক জানালায় বসে কা কা ডাকতে শুরু করে। ঠাকুমার মনে পড়ে গেল ছাদে তো জল দেওয়া হয়নি। তাড়াতাড়ি ছাদে গিয়ে গামলায় জল রাখতেই কাকটি জল খেয়ে কা কা ডাকতে শুরু করল। অমনি আরও কয়েকটা কাক উড়ে এসে জল খেল। কাকগুলো চলে যেতেই ঘুঘু, শালিক, দোয়েল, পায়রা এসে একে একে জল খেতে লাগল। ঠাকুমা বলল জল দিতে ভুলে গেছিলাম। বেচারাদের খুব চেষ্টা পেয়েছিল। বাবা বলল তোমাকে দিতে হবে না। আমিই রোজ সকালে গামলায় জল দিয়ে দেব। ঠাকুমা বলল ভুলে যাস না যেন। ওদের খুব কষ্ট হবে।

পাপিয়া সাহা, একাদশ শ্রেণী, নডিহা, পুরুলিয়া।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে	*সঠিক ভাবে সাজাতে হবে*
(১) ক্ষ বি স র ন্যা	(১) ত ম্ম লা আ লি জ
(২) ত ঙ্গ ক লো র	(২) ধো ং লা আ ই ড়

১৫ মার্চ সংখ্যার উত্তর

(১) প্রাণনাশক (২) যুদ্ধকৌশল

১৫ মার্চ সংখ্যার উত্তর

(১) যশোদানন্দন (২) লোহিতকণিকা

উত্তরদাতার নাম

(১) শুভম সাহা, লাভপুর, বীরভূম। (২) শ্রেয়া মুখার্জি, ব্যারেজ কলোনি, ফরাক্কা, মুর্শিদাবাদ। (৩) শ্রাবণী দে, পাটুলি, কলকাতা-৮৪ (৪) আকাশ কুমার, বাগমুণ্ডি, পুরুলিয়া।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

সমগ্র শিক্ষা প্রকল্প

এক নজরে ঊনকোটি জেলার সাফল্য

কার্য্যক্রম	২০০১-০২ থেকে ২০২০-২১ পর্যন্ত	
	লক্ষ্য/অনুমোদিত	সাফল্য/বাস্তবায়ন
১. নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন	৮২	৭৯
২. প্রাথমিক বিদ্যালয়কে উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উন্নীতকরণ	৬৭	৬৭
৩. চুক্তিবদ্ধ শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগ : *প্রাথমিক* -	১৭৩	১৭৩
উচ্চ প্রাথমিক -	১৯৪	১৫৪
৪. বিদ্যালয় বহির্ভূত ৬-১৪ বৎসর বয়সী ছেলেমেয়েদের চিহ্নিতকরণ ও শিক্ষাঙ্গনে আনয়ন (২০০৮-২০১৯)	১৫৬৪ (চিহ্নিতকরণ)	১২৭৫ (শিক্ষাঙ্গনে আনয়ন)
৫. বয়সভিত্তিক শ্রেণীকক্ষে অন্তর্ভূক্ত ছেলেমেয়েদের বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান (আবাসিক)	৫৫৫	৪৮৭
৬. গৃহভিত্তিক শিক্ষাদান (HBE)	৪৮	২৯
৭. সহচর ও পরিবহন ভাতা প্রাপ্ত বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের (CWSN) সংখ্যা	৬৩৯	৬৩৯
৮. সহায়ক সামগ্রী প্রাপ্ত বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের (CWSN) সংখ্যা	৭৯৬	৭৫৫
৯. মেয়েদের স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষাদানে উপকৃত	৩১১	২৬৯

'নূতন দিশা'য় শিশুদের অগ্রগতি (২০২০-২১)	বেসলাইন সার্ভের সময়	এযাবৎ (২০শে ফেব্রু)
	প্রেরণা - ৬৮৯৩ জন সাধনা - ৯৪৫৭ জন	প্রেরণা - ৪৪০৭ জন সাধনা - ৯১৪৫ জন

নির্মাণ কাজ (CIVIL WORKS) -- ২০১৯-২০

	কার্য্যক্রম	লক্ষ্য/অনুমোদিত	শুরু হয়েছে	কাজ চলছে	কাজ সমাপ্ত	শুরু হয় নি
১.	বৃহৎ মেরামত	৯	০	০	০	৯
২.	CWSN টয়লেট	৪	০	০	০	৪

* ২০২০-২১ ইং শিক্ষাবর্ষে ১ম শ্রেণী থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত মোট ৩২৬৮৩ জন ছাত্র-ছাত্রীকে পোশাক-অনুদান দেওয়া হয়েছে
২০২০-২১ ইং শিক্ষাবর্ষে ১ম শ্রেণী থেকে ৮ম শ্রেণীতে পাঠরত মোট ৩৯৬০২ জন ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক দেওয়া হয়েছে

।। জেলা প্রকল্প সমন্বয়সাধক, ঊনকোটি জেলা।।

(জেলা শিক্ষা আধিকারিক)

মিথ্যেবাদী মেয়েকে বাঙ্গলা চায় না

সুপ্রভাত বটব্যাল

আমরা প্রায়ই বলে থাকি— সাধারণ জনজীবন, বেঁচে থাকা, তা সে সাধারণ হোক বা অসাধারণ, আমাদের বেঁচে থাকতে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে রাজনীতি। বলা যায় রাজনীতির সঙ্গেই আমরা ঘর করি। তাই একটা সঠিক রাজনৈতিক পদ্ধতি আমাদের জীবনকে ভালোভাবে ধারণ করতে পারে। এই মুহূর্তে আমাদের রাজ্যে আমরা একটা সম্পূর্ণ ন্যুব্জ, ভেঙে পড়া, দখলদারি প্রশাসনিক সিস্টেমের মধ্যে রয়েছি। গোটা রাজ্য জুড়ে একটা ভীষণ জীবনবিমুখ, হিংস্র বেঁচে থাকাকে আমরা অভ্যাস করে নিচ্ছি, আর বোধহয় আমাদের ভবিতব্য বলে মনে করছি। আসলে কিন্তু তা নয়। জীবন থেকে সব কিছু চলে গেলেও প্রত্যয়, বিশ্বাস যদি চলে যায়, তাহলে আর কী থাকে? মানসিক দৃঢ়তাই একমাত্র আমাদের বাঁচিয়ে রাখতে পারে, এগিয়ে নিয়ে যায় সামনের দিকে। এই 'স্বপ্ন' দেখা কতদিন চলবে, কতদিন তার অস্তিত্ব, তার কোনো সময়সীমা বেঁধে দেওয়া যায় না। মাঝে মাঝে একটু বিশ্রাম নিতে হবে, ভালোবাসতে হবে এবং তারপর আবার উঠে দাঁড়াতে হবে।

এই স্বপ্নের নাম হয়তো সহমর্মিতা, মানুষের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা। এই মুহূর্তে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের কথা ভাবি একবার, সেখানে কী অবস্থা এখন? এই রাজ্যে বহুদিন কিছু হয়নি, এ রাজ্য থেকে অনেকেই এবং অনেক কিছুই একে একে চলে যাচ্ছে, আমরা কিছু মানুষ তবু স্বপ্ন দেখি। কিন্তু সেখানে মাঝে মাঝে দুঃস্বপ্নও হানা দেয়। মনে হয় একটা জীবন বৃথা গেল বুঝি। এই সময় যে ভাবনা, যে চেতনা আমাদের লড়াইয়ে রাখে, ঐক্যবদ্ধ রাখে, সে চেতনার রং কোথাও যেন ফিকে হয়ে যাচ্ছে। রাজ্যের নিরিখে দেখা যাচ্ছে, সমস্ত কিছুই যেন এক ফ্যাসিস্ত কারাগারে আবদ্ধ হয়ে পড়ছে। কিন্তু তার মধ্যেও কোথাও একটা এই কারাগার থেকে বেরিয়ে আসার তীব্র ইচ্ছা রয়েছে। বেরিয়ে আসার সম্ভাবনাও এই মুহূর্তে উজ্জ্বল।

এখন প্রশ্ন হলো, আমরা পশ্চিমবঙ্গে কেমন আছি? আমরা যারা সময়ের হালহকিকত জানছি, তাঁরা প্রত্যেকেই বলবেন যে আমরা একটা অত্যন্ত বেদনাদায়ক, অত্যন্ত মর্মান্তিক অবস্থায় রয়েছি। আমরা আজ এক করুণ জীবনযাপন করতে বাধ্য হচ্ছি। দীর্ঘ সময় ধরে দুর্নীতি করে চলা ও তার সাফাই গাওয়া সরকারি মানুষদের সঙ্গে আমরা রয়েছি। আমরা অনেকেই মনে করছি এই সব জঞ্জাল পেরিয়ে, কোনোমতে ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে নিজের বাড়ির দোরগোড়ায় পৌঁছতে পারলেই বোধহয় নিশ্চিন্ত। কিন্তু সত্যিই কি নিশ্চিন্ত? 'বাঁচবো রে বাঁচবো' বলে, ঠিক সেই সেরকম দৃঢ়তায় সেই আত্মবিশ্বাসে আমরা বেঁচে আছি কি?

যেদিকে তাকাই দেখি— 'বাঙ্গলা চায় বাঙ্গলার মেয়েকে'। ঠিক কথা। তবে কোনও প্রতারক, সংবিধান-বিরোধী, মিথ্যেবাদী মেয়েকে পশ্চিমবঙ্গ চায় না। পশ্চিমবঙ্গ চায় শিক্ষিত, সৎ, আদর্শবাদী মেয়েকে। 'কাটমানি' খাওয়া কোনও মেয়েকে নয়। তিনি এক সময় বলেছিলেন, নন্দীগ্রামে পাঞ্চাশ হাজার মহিলার স্তন কেটে নেওয়া হয়েছে, দু' হাজার লোককে অন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তিনি কি পারবেন এর বাস্তবতা প্রমাণ করতে। প্রায় দশ বছর সরকার চালিয়ে কমিশন বসিয়ে পেরেছেন? যে মেয়ে হাতে সংবিধান নিয়ে বিধানসভা ভাঙচুর করে, তাকে বাঙ্গলার মানুষ চান না। যে মেয়ে দেশের প্রধানমন্ত্রীকে 'তুই তোকারি' করে সম্বোধন করে বাঙ্গলা তাকে চায় না। তিনি পশ্চিমবঙ্গের কলঙ্ক। যে মেয়ে রাতেরবেলায় লুকিয়ে লুকিয়ে 'ডেলো' বাংলোতে যায়, সারদার কাটমানি খায়, বাঙ্গলা এমন মেয়েকে চায় না। যে মেয়ে মঞ্চে উঠে ভুল সংস্কৃত মন্ত্র উচ্চারণ করে বাঙ্গলা তাকে কেন চাইবে? যে মেয়ে গোরু চুরি, কয়লা চুরি, সোনা পাচারের সাহায্যকারী তাকে বাঙ্গলা কখনও চাইতে পারে না। যে মেয়ে মঞ্চে উঠে 'সিধু-কানুর' সঙ্গে 'ডহর' বাবুর খোঁজ করেন তাকে নিকৃষ্টতম মহিলা বলেই বাঙ্গলা মনে করে। যার শিক্ষাগত যোগ্যতার মানপত্রটাই জাল তাকে এই বাঙ্গলা কখনই চাইতে পারে না। কোন বাঙ্গালি মেয়ে 'গুন্ডা কন্ট্রোল' করে বলে গর্ব অনুভব করে? ছিঃ মাননীয়া ছিঃ। তিনি ধর্ষকদের প্রশ্রয়দাতা। তাই ধর্ষিতাদের 'রেট' ঠিক করে দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, সুভাষচন্দ্র, বিবেকানন্দ, শ্যামাপ্রসাদদের সঙ্গে একই ফ্রেমে যে মহিলা নিজেকে সাজান তিনি বাঙ্গলার কলঙ্ক। স্তাবক ছাড়া তাকে কে চায়?

তাহলে উপায়? উপায় একটাই। আমাদের চিন্তা, চেতনা, বিশ্বাস, যন্ত্রণা, তাগিদ, জেদ এবং স্বপ্নগুলোকে জড়ো করে একটা জায়গায় নিয়ে এসে, প্রতিবাদ আর প্রতিরোধ গড়ে তোলা। একমাত্র তাহলেই আমাদের বেঁচে থাকাকালীন নিজেদের, সন্তানসন্ততিদের বোঝাতে পারবো, কেন ওরা বাঙ্গলায় থাকবে। বলতে পারব, তোমরা যেও না, থাকো। কারণ সব দ্বন্দ্ব বিরোধ মাঝে জাগ্রত যে ভালো।' কালো মেঘ রাজ্যময়, তবু মনে দ্বিধাহীন প্রত্যয়, পাবে আলোর সন্ধান— আগামীদিনে পৌঁছবে তার ঠিক পথ চিনে। □

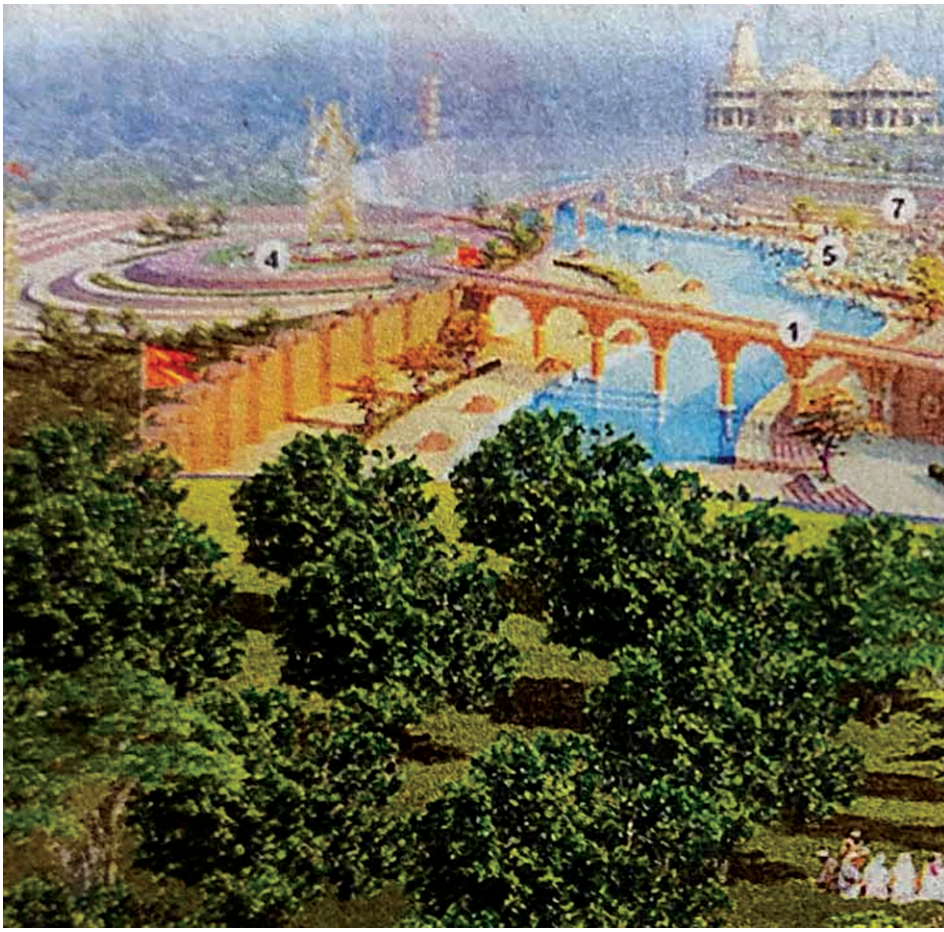

বৈদিক নগরীর আদলে তৈরি হচ্ছে নতুন রামমন্দির

দুর্গাপদ ঘোষ

রামজন্মভূমি মন্দিরকে কেন্দ্র করে গোটা অযোধ্যাকে নতুনভাবে সাজিয়ে তোলা হবে। নতুন অযোধ্যা তৈরি হবে বাল্মীকি রামায়ণে বর্ণিত বৈদিক নগরীর অনুসরণে। কাজে লাগানো হবে বৈদিক বাস্তুশাস্ত্র। উত্তরপ্রদেশের যোগী আদিত্যনাথের সরকার ২০২০ সালের ২১ ডিসেম্বর এই পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করার পর এ বছর অর্থাৎ ২০২১ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি এই লক্ষ্যে রামজন্মভূমি মন্দির পরিসরের ৭০ একর জমির লাগোয়া আরও ৭ হাজার ২৮৫ বর্গফুট জমি কিনে নেওয়া হয়েছে জনৈক দীপ নারায়ণের কাছ থেকে। আরও জমির জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে কথাবার্তা ও বোঝাপড়া চলছে। ফৈজাবাদের সাব-রেজিস্ট্রার এসবি সিংহের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী জমিটা রেজিস্ট্রি হয়েছে শ্রীরামজন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্টের নামে। কারো ব্যক্তিগত নামে নয়।

২০১৯ সালের সেপ্টেম্বরে সুপ্রিম কোর্ট তার রায়ে ট্রাস্টকে যে ৭০ একর জমি দেবার নির্দেশ জারি করে তার সঙ্গে এই জমি যোগ করে ট্রাস্টের হাতে এখন জমির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩০ লক্ষ ৪৬ হাজার ৪৮৫ বর্গফুট। পরিকল্পনা মতো মোট ১০৭ একর জমির জন্য আরও ১৪ লক্ষ ৩০ হাজার ১৯৫ বর্গফুট জমি দরকার। তা খুব শীঘ্রই মিলবে এ ব্যাপারে ট্রাস্ট আশাবাদী। অন্যথায় যোগী সরকার যে সেই জমি অধিগ্রহণ করে ট্রাস্টের হাতে তুলে দেবে সে বিষয়ে কারো কোনো সন্দেহ নেই। তবে কেবল ১০৭ একরই নয়। যোগী সরকারের প্রাথমিক পরিকল্পনা হলো ১ হাজার ২০০ একর এলাকা জুড়ে অযোধ্যা নগরীকে নতুন করে সাজানো যার মধ্যে সরযূ নদীতট থেকে রামজন্মভূমি মন্দির পর্যন্ত থাকবে বিস্তীর্ণ সবুজ প্রান্তর (গ্রিনফিল্ড)। সে কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেলে একইভাবে বৈদিক অযোধ্যার ধাঁচে ক্রমে ক্রমে অযোধ্যা নগরীর পরিসরের শ্রীবৃদ্ধি করা হবে। শেষ পর্যন্ত সমগ্র অযোধ্যা হবে একটা পরিপূর্ণ মহানগরী যা মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরের মতো একটা পরিচ্ছন্ন জনবসতির রূপ নেবে।

প্রসঙ্গত, ইন্দোর ৪ বছর ধরে ভারতের সবচাইতে পরিচ্ছন্ন নগরের শিরোপা লাভ করে আসছে। এই লক্ষ্যে মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন অব অযোধ্যা এবং ইন্দোর ইন্সটিটিউট অব ম্যানেজমেন্টের মধ্যে গত ৭ জানুয়ারি ৩ বছরের জন্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। তার মাস দেড়েকের মধ্যে গত ২১ ফেব্রুয়ারি মউ (মেমোরেন্ডাম অব আন্ডারস্ট্যান্ডিং) চুক্তি হয়েছে দিল্লিকেন্দ্রিক সিপি কুকরেজা আর্কিটেক্টস, দক্ষিণ এশীয় নির্মাণ সংস্থা এলইএ অ্যাসোসিয়েটস্ এবং প্রখ্যাত পরিকাঠামো নির্মাণকারী সংস্থা লারসেন অ্যান্ড টুরবো (এল অ্যান্ড টি)-র সঙ্গে। ট্রাস্টের পক্ষ থেকে উল্লেখিত সমস্ত সংস্থাকে বাল্মীকি রামায়ণের বালকাণ্ডে

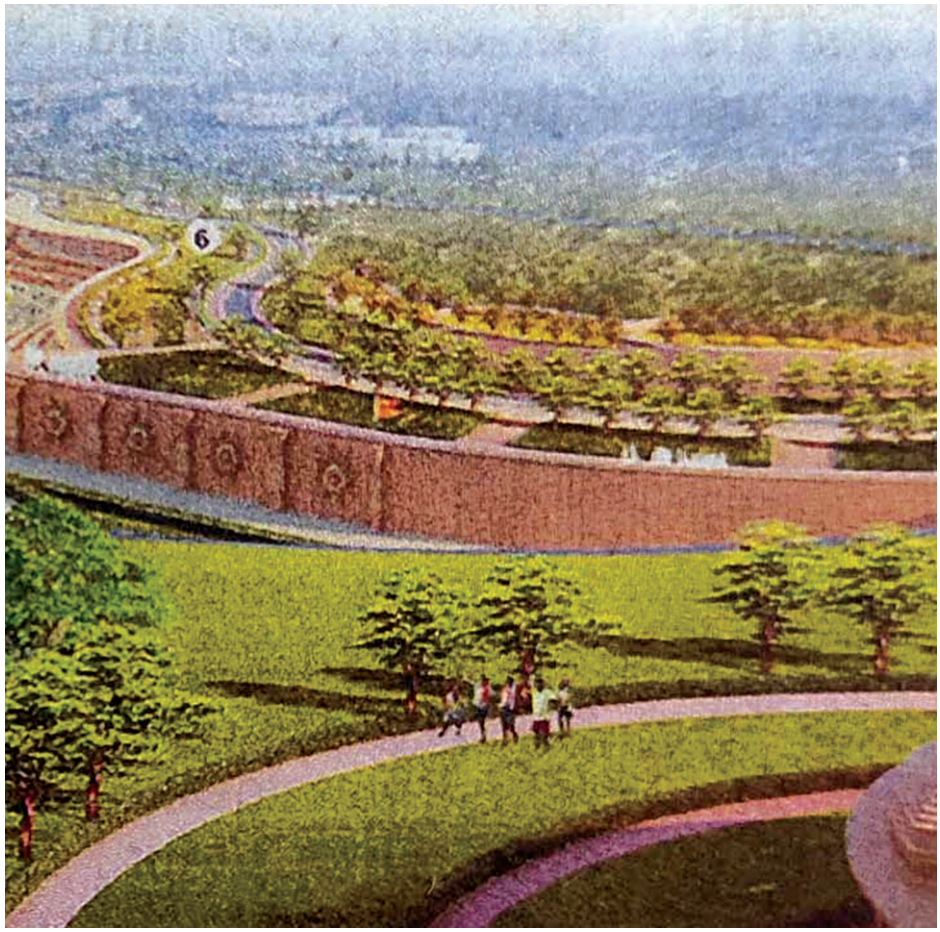

বর্ণিত অযোধ্যার বিবরণ তুলে ধরে নতুন অযোধ্যা কেমন হবে তার ব্লু-প্রিন্ট তৈরি করে উত্তরপ্রদেশ সরকারের কাছে জমা দিতে বলা হয়েছে। কোনোরকম রাখঢাক না করেই বলে দেওয়া হয়েছে যে, ভগবান রামচন্দ্র তাঁর জন্মভূমি অযোধ্যাকে স্বর্গের চেয়েও গরিমামণ্ডিত বলে গেছেন। সেদিকে খেয়াল রেখেই যাবতীয় নকশা তৈরি করতে হবে। নতুন অযোধ্যা হবে অধ্যাত্মিকতা ভিত্তিক একটা সর্বাধুনিক নগরী। অযোধ্যা পুনর্নির্মাণ সংক্রান্ত টেন্ডারে আরও বলা হয়েছে যে ক্যাথলিক খ্রিস্টানদের কাছে যেমন ভ্যাটিক্যান সিটি তেমনি বিশ্বের সমস্ত হিন্দুর কাছে নতুন অযোধ্যা যেন আধুনিকতার সার্বিক মোড়কে পবিত্র নগরীর রূপ পরিগ্রহ করে। জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে বৈদিক ধাঁচের নতুন অযোধ্যায় যেমন বাসগৃহ এবং রাস্তাঘাটের সুচারু বিন্যাস থাকবে তেমনি থাকবে রুচিসম্পন্ন বিনোদন ও খেলাধুলোর ব্যবস্থাও। থাকবে পর্যাপ্ত সংখ্যায় উদ্ভিদাদি ও বৃক্ষরাজি, সবুজ পরিসর, সর্বাধুনিক নিকাশি ব্যবস্থা। জল ও বিদ্যুতের তো কথাই নেই। নগরীর সমস্ত প্রধান রাস্তা যেন সরযূ নদীতটের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলো যেন বিশ্বমানের হয়। রাস্তাগুলো প্রতিদিন জল দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, ঝকঝকে তকতকে করার ব্যবস্থা থাকে ইত্যাদি। রামায়ণে বর্ণিত রাজা দশরথের সময়ে অযোধ্যা যেমনটা ছিল তার যেন কোথাও কোনো খামতি না থাকে। সর্বোপরি রামজন্মভূমি মন্দিরকে কেন্দ্র করে অযোধ্যায় যেন পঞ্চকোশী, চৌদ্দকোশী এবং চুরাশি কোশী পরিক্রমার সুবন্দোবস্ত রাখা হয়। একাধিক জায়গায় যেন রামলীলা, কৃষ্ণলীলা-সহ হিন্দুদের অন্যান্য ধর্মানুষ্ঠানের জন্য মুক্তমঞ্চের ব্যবস্থা থাকে। এক কথায় বৈদিক নগরীর ধাঁচে গড়ে তোলা নতুন অযোধ্যা একদিকে যেমন হবে পরম্পরাগত, অন্যদিকে হবে যাবতীয় সর্বাধুনিক সুবিধা সম্পন্ন মহানগরী। উল্লেখিত সংস্থাগুলোকে বলা হয়েছে যে ২০২৩ সালের মধ্যে রামজন্মভূমি মন্দির পুনর্নির্মাণ সম্পন্ন হয়ে যাবার কথা। তার মধ্যেই 'স্বর্গাদপি গরিয়সি' রামজন্মভূমি অযোধ্যার নতুন আঙ্গিকের ব্লু-প্রিন্ট এবং মডেল তৈরি করে ফেলতে হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে গত ১৫ মার্চ থেকে রামমন্দিরের জন্য ১৩ হাজার বর্গফুট জায়গা জুড়ে ভিত ঢালাইয়ের কাজ শুরু হয়েছে। একাদিক্রমে মোট ৫০টা স্তরে এটা করা হচ্ছে মাটির তলায় ৪০ ফুট গভীর থেকে। এরপর খাজুরাহোর মন্দিরগুলোর পাটাতনের (প্ল্যাটফরম) মতো মাটির ওপরে ২৫ ফুট উঁচু প্ল্যাটফরম তৈরি হবে। সেই পাটাতনের ওপরে গর্ভগৃহের মাথায় ১৬০ ফুট উঁচু চূড়াসমেত মোট ৫ পর্যায়ে গুজরাটের সোমনাথ মন্দিরের আদলে তৈরি হবে বৃহৎ ও সুরম্য রামজন্মভূমি মন্দির। বিশেষভাবে বলার কথা হলো, সুদীর্ঘকাল যাতে অটুট থাকতে পারে সেজন্য মন্দিরের ভিত থেকে চূড়া পর্যন্ত কোথাও লোহা-সিমেন্টের ব্যবহার হচ্ছে না। ভিতের মশলায় (মিশ্রণ) ব্যবহার করা হচ্ছে অতি কঠিন ব্যাসাল্ট পাথরের গুঁড়ো, রেড স্যান্ড (মগরা বালি), মাইক্রো (অতি মিহি) সিকিলা পাউডার এবং অন্যান্য রাসায়নিক। ভিত ঢালাইয়ের কাজ যেদিন শুরু হয় সেদিন উপস্থিত ছিলেন ট্রাস্টের সম্পাদক চম্পত রাই, অন্যতম ট্রাস্টি ড. অনিল মিশ্র, অযোধ্যার ডিআইজি দীপক কুমার, ফৈজাবাদ জেলাশাসক অনুজ কুমার ঝা প্রমুখ। সেখানে শ্রীরাই জানান যে আগে ঠিক হয়েছিল ভিত থেকে মোট ২০০০টা স্তম্ভের ওপর মন্দির নির্মাণ করা হবে। কিন্তু সেক্ষেত্রে প্রায় ৬৫ ফুটের মতো উঁচু উঁচু স্তম্ভের ওপর মন্দির হলে সেগুলো এতবড়ো মন্দিরের ভার সুদীর্ঘকাল বহন নাও করতে পারে। সেজন্য এর স্থপতিরা মত বদলে স্তরে স্তরে রাসায়নিকের মিশ্রণে ঢালাই করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। উল্লেখ্য, গুপ্ত সম্রাট বিক্রমাদিত্যের তৈরি করা যে মন্দির ধ্বংস করে তার ওপর 'বাবরি ধাঁচা' বানানো হয়েছিল সেই মন্দির দাঁড়িয়েছিল হিন্দু

মঙ্গলচিহ্নে কারুখচিত ৮৪টা কষ্টিপাথরের স্তম্ভের ওপর।

এদিকে বৈদিক নগরীর ধাঁচে নতুন অযোধ্যা তৈরির পরিকল্পনার কথা শুনে এক শ্রেণীর উন্নাসিক ও তর্কজীবী নাক কুঁচকে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন। তাঁদের প্রথম প্রশ্ন, বৈদিক যুগে অযোধ্যা নগরী বলে কোনোকিছু ছিল কি না। দ্বিতীয়, রামায়ণ মহাকাব্যে অযোধ্যার যেকথা বলা হয়েছে তার আদৌ কোনো বাস্তবতা আছে কি না। উত্তরে প্রথমেই বলা যেতে পারে যে, এই শ্রেণীর এই জাতীয় প্রশ্ন কিছু নতুন নয়। এঁরা রামচন্দ্রের জন্মের প্রমাণ চেয়ে বিস্তর বিতর্ক ও বিভ্রান্তি ছড়িয়েছেন। বিশেষ করে বামমার্গী 'ঐতিহাসিক' ও তাঁদের ধামাধরা অন্যান্য 'বুদ্ধিজীবী'রা একসময় মেকলে-ম্যাক্সমুলার, উইলিয়াম জোন্সরা যা গিলিয়ে গেছেন তার বাইরে এঁরা ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্য ও গৌরব গাথার কোনোকিছু দেখতে পান না। এমনকী জানতে বা শুনতেও রাজি নন। সিন্ধু সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কার তাঁদের চোখ ধাঁধিয়ে দিলেও তাঁদের অজ্ঞানতার অন্ধত্ব ঘোচেনি। বর্তমানে বালুচিস্তানের কাছাকাছি মেহেরগড়, কালিবঙ্গান, হরিয়ানার রাখিগড়ি, গুজরাটের ধেলাবীরা, বন্দর-নগরী লোথাল, আরব সাগরে নিমজ্জিত প্রাচীন দ্বারকা নগরী-সহ ১২ হাজার বর্গকিলোমিটারেরও বেশি এলাকা জুড়ে প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননে মাটির তলা থেকে হরপ্পীয় এবং প্রাক্-হরপ্পীয় যেসব অতি উন্নত সভ্যতার নিদর্শন মিলেছে এবং মিলছে তাতে তাঁদের মাথা লজ্জায় হেঁট হয়ে যাবার কথা। বদলে এখনো তাঁরা কূপমুণ্ডুকের মতো পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের খণ্ডিত জ্ঞানের গত গেয়ে চলেছেন।

দ্বিতীয় কথায় আসা যাক। অযোধ্যা যে বৈদিক নগরী ছিল তার সবচাইতে বড়ো প্রমাণ হলো অথর্ববেদ। সেখানেই প্রথম অযোধ্যার উল্লেখ মেলে। এক সূক্তে বলা হয়েছে,

'অষ্ট চক্রা নবদ্বারা দেবানাং পূরযোধ্যা।
অস্যা হিরণ্ময় কোশঃ স্বর্গো জ্যোতিষাবৃতঃ।।

মোট ৮ বিভাগে বিভক্ত স্বর্গপুরীর মতো ঝলমল করা সেই অযোধ্যায় প্রবেশের জন্য ৯টা প্রধান দ্বার ছিল। বাল্মীকির রামায়ণ যদিও একখানা মহাকাব্য কিন্তু আদতে তাহলো ঐতিহাসিক মহাকাব্য। গ্রিক মহাকবি হোমারের মহাকাব্য ইলিয়ড ও ওডিসির মতোই ঐতিহাসিক কাহিনিকে ক্ষেত্রবিশেষে রূপকের আঙ্গিকে লেখা। অবশ্য হোমারের অনেক আগের ঐতিহাসিক ঘটনাবলী নিয়ে রামায়ণ রচনা করেন মহর্ষি বাল্মীকি। বস্তুত ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের অনেক কিছুই অনেক ক্ষেত্রে রূপকের মোড়কে এবং কাব্যাকারে বিধৃত হয়ে আছে। রামায়ণ-মহাভারতাদি বস্তুত কাব্যাশ্রয়ী ইতিহাস। রামায়ণের কাহিনি যে এখন থেকে ৭ হাজার বছরের বেশিদিন আগেকার তার অন্যতম প্রত্নতাত্ত্বিক বা পাথুরে প্রমাণ হলো ভারত ও শ্রীলঙ্কার মধ্যে অবস্থিত রামসেতু। এই সেতুর গঠনপ্রকৃতিই বলে দিচ্ছে যে তা মানুষের তৈরি এবং সেই মানুষ আর কেউ নন, পুরুষোত্তম রামচন্দ্র। তবে অযোধ্যার পত্তন অবশ্য রামচন্দ্রের হাতে নয়। তাঁর ৬১তম পূর্বপুরুষ রাজা মনু সেই বৈদিক নগরীর স্থাপনা করেন। যে মনুর রচিত গ্রন্থ 'মনুস্মৃতি'-র কথা সকলেই স্বীকার করে থাকেন। ক্ষেত্রবিশেষে তা থেকে উদ্ধৃতিও তুলে ধরেন। মনুস্মৃতি জলজ্যান্ত বাস্তব গ্রন্থ। কোনো ব্যক্তির বাস্তব অস্তিত্ব না থাকলে তাঁর লেখা গ্রন্থ থাকতে পারে কি? মনু বাস্তব অথচ তাঁর বংশধর রামচন্দ্র অবাস্তব, কাল্পনিক এটাকে স্রেফ উন্মাদ কিংবা মতলববাজদের প্রলাপ ছাড়া আর কী বলা যায়? রাজা মনুর মতো রামচন্দ্র যেমন বাস্তব রামসেতুও তেমনি বাস্তব, রামজন্মভূমি বৈদিক অযোধ্যাও তেমনি বাস্তব। রামায়ণের যুগ হলো বৈদিক যুগ। বাল্মীকি রামায়ণের বালকাণ্ডে অযোধ্যা সম্বন্ধে বলা হয়েছে,—

'অযোধ্যা নাম নগরী তত্রাসিল্লোক বিশ্রুত।
মনুনা মানবেন্দ্রেণ যা পুরী নির্মিতা স্বয়ম্।।' (৬)

তবে রাজা মনুর প্রতিষ্ঠিত হলেও রামচন্দ্রের জন্যই অযোধ্যা যে বিশ্ববিশ্রুত হয়েছে একথা মহাকবি কালিদাসও জানিয়েছেন। কালিদাস তাঁর 'রঘুবংশম্' কাব্যে লিখেছেন,

'রাম ইতি অভিরামেণ বপুষা (তস্য) চোদিতঃ।
নামধেয়ং গুরুশ্চক্রে জগৎ প্রথম মঙ্গলম্।।'

জগতের সবচাইতে মঙ্গলকারী রামচন্দ্রের জন্মভূমি হওয়ার কারণে অযোধ্যার মাটি আরও বেশি মাত্রায় গৌরবান্বিত হয়েছে। অযোধ্যার আয়তন সম্পর্কে বাল্মীকি রামায়ণে বলা হয়েছে যে ওই নগরী দীর্ঘ ছিল ১২ যোজন বা ১৪৪ বর্গমাইল আর প্রস্থ ছিল ৩ যোজন বা ৩৬ মাইল। সরযূ নদীর ধার বরাবর বিস্তৃত ছিল বলে তুলনামূলক ভাবে লম্বা বেশি ছিল। রামায়ণের বর্ণনা অনুযায়ী—

'অযোধ্যা দশ চ দ্বে চ যোজনানি মহাপুরী।
শ্রীমতী ত্রীণি বিস্তীর্ণা সুবিভক্তামহাপথা।।' (৭)

মহাপুরী বা মহানগরী অযোধ্যা ছিল অতি সুন্দর, ঝকঝকে। লম্বা-চওড়া এবং এখনকার মহানগরীর মতো ডিভাইজার ও বাইপাস সমৃদ্ধ রাস্তা ছিল সেই মহানগরীতে। রাস্তাগুলোর দু'পাশে শোভা পেত ফুল-ফল ও অন্যান্য গাছপালা। প্রতিদিন জল দিয়ে রাস্তাগুলো ধুয়ে পরিষ্কার করা হতো এমন কথাও বর্ণিত রয়েছে বাল্মীকি রামায়ণে।—

'রাজমার্গেণ মহতা সুবিভক্তেণ শোভিতা।
মুক্তপুষ্পাবকীর্ণেন জলসিক্তেন নিত্যশঃ।। (৮)

রাজা দশরথ অযোধ্যাকে দেবরাজ ইন্দ্রের অমরাবতীর মতো সাজিয়ে রাখতেন। সেই তখনকার দিনেও অযোধ্যায় নারীদের জন্য পৃথক নাট্যশালা ছিল বলেও রামায়ণে বর্ণিত রয়েছে। আরও যেসব বর্ণনা রয়েছে তা থেকে অনুমান করতে এতটুকুও অসুবিধা হয় না যে বৈদিক অযোধ্যার অস্তিত্ব কেবল ছিল তাই নয়, তা ছিল সর্বাঙ্গসুন্দর এবং সমস্ত রকমের সুবিধা, যেমন পথিকের জন্য বিশ্রামাগার, পানীয় জলের এবং স্বচ্ছতার সুবন্দোবস্ত, স্থানে স্থানে পান্থশালা ইত্যাদি। সেই সঙ্গে ছিল ধর্মাচারণ-সহ আধ্যাত্মিকতার প্রাণকেন্দ্র। যার সার্বিক বর্ণনা এখন সারা বিশ্বের সমস্ত রামভক্তের কাছে স্বর্গের তুল্য স্বপ্নপুরীর মতো মনে হবে। শ্রীরামজন্মভূমি ট্রাস্ট এবং উত্তরপ্রদেশের যোগী আদিত্যনাথ সরকার যৌথভাবে সেইরকম অযোধ্যা পুনর্নির্মাণে ব্রতী হয়েছেন এর চাইতে ভালো খবর, ভালো দিন আর কী হতে পারে!

(রামনবমী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত)

হিন্দুত্ব করে খাওয়ার নয় ধরে রাখার জিনিস

সুজন পাণ্ডা

বৈচারিক ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ দিয়ে ভারত এক সূত্রে বাঁধা। 'বহিরাগত' শব্দটি যদি ভালোভাবে খাওয়ানো যায় তাহলে প্রাদেশিক বিভাজনের সঙ্গে সঙ্গে আধ্যাত্মিক বিভাজন করা সহজ হয়ে যাবে এবং দেবী-দেবতার মধ্যেও বিভাজন করা যাবে। আমার দেবতা তোমার দেবতার বিভাজন সম্পূর্ণ হলেই হিন্দুসমাজ তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়বে। হিন্দুত্ব করে খাবার জিনিস নয়, হিন্দুত্ব হলো ধরে রাখার জিনিস। হিন্দু বিদ্বেষীদের এটা বোঝার ক্ষমতা থাকলে তারা এই বৃথা চেষ্টা করত না। ওরা এইটুকু বুঝেছে হিন্দুত্ববাদীরা রাম রাম করে লাফাচ্ছে, অতএব রামকে যে কোনো উপায়ে হিন্দুদের মন থেকে বাঙ্গলার সীমা থেকে বের করে দাও। সম্পূর্ণ ভারত রাম সূত্রে বাঁধা। হাজার চেষ্টা করেও রামকে মুছে ফেলা সম্ভব নয়। মন্দ বুদ্ধির রাজনৈতিক নেতারা যদি মনে করে রামকে ভারতীয়দের মন থেকে মুছে ফেলবেন, তাহলে তারা এটাও মনে রাখুন, রাম আপনাদের থেকে বহু কোটি গুণ বড়ো পলিটিশিয়ান। রাজনীতির সর্বোৎকৃষ্ট শাখা 'রাম রাজ্য'-এর প্রণেতা তিনি। সেই রাম রাজ্যের ভাবনাকে ফু দিয়ে উড়িয়ে দেবার মতো দিগ্‌গজ আজ অবধি জন্মায়নি, আগামী দিনেও জন্মাবে না।

রাম কে? এটা ব্যাখ্যা করতে যাওয়া মূর্খামির পরিচয়, তবে এটুকু বলা যায় প্রত্যেক সনাতনী হিন্দুর বাঁচার রসদ শ্রীরাম। তিনি সর্বোত্তম। যুগ যুগ ধরে প্রত্যেক হিন্দুর হৃদয়ে রাম বিরাজ করছেন রাষ্ট্রপুরুষ, মর্যাদা পুরুষোত্তম এবং ত্যাগ, সহনশীলতা, সংযম, সদাচার, নিষ্ঠা, বীরত্ব, ক্ষমা ও সমদর্শিতার মানদণ্ড হিসেবে। সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে যুগ যুগ ধরে রাম

ওতপ্রোতভাবে জড়িত আছে। প্রাদেশিক সংকীর্ণতার বেড়া ভেঙে প্রতিটি সনাতনী সমাজে রাম অদ্বিতীয় চরিত্র। উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে পশ্চিম প্রতিটি পারিবারিক জীবনে শ্রীরাম পরিবারের আজ্ঞাকারী, নিষ্ঠাবান, ন্যায়কারী, সর্বোচ্চ কর্তা, সর্বগুণসম্পন্ন জ্যেষ্ঠ পুত্র রূপে প্রতিনিধিত্ব করছে। এই কারণেই বঙ্গভূমি-সহ সমগ্র ভারতের সমাজ ব্যবস্থায় জ্যেষ্ঠ পুত্রের ভূমিকা এবং গুরুত্ব অপরিসীম। পিতা মাতার এবং বংশের যিনি জ্যেষ্ঠপুত্র তার প্রতি অগাধ আস্থা বিশ্বাস আজও প্রশ্নাতীত। বেদে জ্যেষ্ঠের অগ্রাধিকারকে দ্ব্যর্থহীনভাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। জ্যেষ্ঠ পুত্রের সহধর্মিণী সর্বোচ্চ কর্ত্রী হিসেবে জগজ্জননী সীতার সমরূপা। পরিবারে মায়ের বিকল্প হিসেবে বড়ো বউয়ের অধিকার শাস্ত্র স্বীকৃত। অদ্ভুত মিল খুঁজে পাওয়া যায় ভরত, লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্নের সঙ্গে পরিবারের মেজো ও ছোটো ভাইদের। প্রায়শই দেখা যায় পরিবারের মেজো ছেলে বিচক্ষণ এবং বেশি বুদ্ধিমান যা ভরতের প্রতিনিধিত্ব করে। ছোটো ভাই হটকারী, আবেগ প্রবণ, সাহসী এবং পরিবারের প্রতি তাদের সমর্পণের ভাব বেশি যা লক্ষণের চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করে। সেখানে মন্থরা এবং কৈকেয়ীর উপস্থিতি ভারতের রাজনৈতিক চিত্রকে উলট পালট করে দেয়। বর্তমান কালখণ্ডে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে ঘটে চলা যে কোনো অবস্থা রামায়ণে ঘটে যাওয়া যে কোনো অনুকূল প্রতিকূল পরিস্থিতিকে মনে করায়। শ্রীরাম পুত্র রাম, স্বামী রাম, ভাই রাম, পিতা রাম, রাজা রাম রূপে ভারতীয়র মনের গভীরে প্রোথিত। আজ নয় যুগ যুগ ধরে প্রতি মুহূর্তে রামায়ণ ঘটে চলেছে প্রতিটি পরিবার এবং ব্যক্তি সত্তার মধ্যে। জীবনের জীবনই রামায়ণ। রামকে বাদ দিয়ে রামায়ণ সম্ভব নয়, তেমনি রামকে বাদ দিয়ে হিন্দুর জীবনও সম্ভব নয়।

এতো বছর ধরে বাঙ্গালির হিন্দুত্ব চাপা পড়ে ছিল কমিউনিস্ট সেকুলারদের রক্তচক্ষুর দাপটে। সেই চাপা হিন্দুত্বটাই ভেতরে ভেতরে গুমরে উঠেছিল, সময় ও সুযোগের অপেক্ষায় দিন গুনছিল। 'বহিরাগত' শব্দকে ব্যবহার করে হয়তো সুড়সুড়ি দেওয়া যেতো। প্রাদেশিক সেন্টিমেন্টকে গরম করা যেত। কিন্তু ততদিনে জল অনেকদূর গড়িয়ে গেছে। সেকুলারদের ভণ্ডামিতেই বাঙ্গালির সুপ্ত হিন্দুত্ব জেগে উঠেছে। হিন্দু বাঙ্গালির জেগে ওঠার সূত্র খুঁজতে গিয়ে কালঘাম ভোট কুশলী ওস্তাদদের। ছুটেছে তারা কী এমন

গোপন ফর্মুলা প্রয়োগ করেছিল সেটা শুধু তারাই জানে। যারা করেছে তারা আজ আড়ালে বসে মুচকি হাসছে।

যখন সবকিছু সহজ হয়ে হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যায়, আকাঙ্ক্ষিত স্বপ্নের দিন বাস্তবায়িত হতে শুরু করে, তখন অতীতের বহু অপেক্ষার সময় না কাটা দিনগুলির স্মৃতি ম্লান হতে শুরু করে। ম্যাজিকের মতো কোনো কিছু হয় না। যাত্রার পালা পরিবর্তনের মতো পর্দা ফেলে কলাকুশলীরা নতুন সাজে 'পরিবর্তন' আনবেন, সামাজিক কায়াকল্পটা এতো সহজ ব্যাপার নয়। এখানে দিনক্ষণের হিসেব থাকে না। সময়, পরিস্থিতি ও ভেতর থেকে জেগে ওঠার তাগিদ একদিন পরিবর্তনের পথ সুগম করে। আকাশের ধ্রুবতারা উত্তর দিকটা অনায়াসেই চিনিয়ে দেয়, তেমনি বহু অপেক্ষার পর ভারতের আকাশে উদয় হওয়া নরেন্দ্র মোদী নামের তারাটি পথ হারিয়ে ফেলা হিন্দুকে নতুন করে চিনিয়ে দিয়েছে কোন পথে যেতে হবে।

যখন যেটা হবার সেটা হবে। আর সব কিছুর জন্য সময় স্থির করা আছে। বহু ব্যবহৃত কথা দুটি একই রকম অর্থ প্রকাশ করলেও যথাযথ। নব্বইয়ের দশকে শ্রীরাম জন্মভূমি আন্দোলন যখন তীব্র আকার ধারণ করেছে, সেই আন্দোলনের প্রথম বলিদানী বাঙ্গলার দুই দামাল ছেলে রাম কোঠারী ও শরদ কোঠারী প্রাণ বলিদান করেছে। বাঙ্গলার হাজার হাজার মানুষ যারা শ্রীরাম জন্মভূমি আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত, তাদের ওপর পুলিশ অকথ্য নির্যাতন করেছে। হাজার

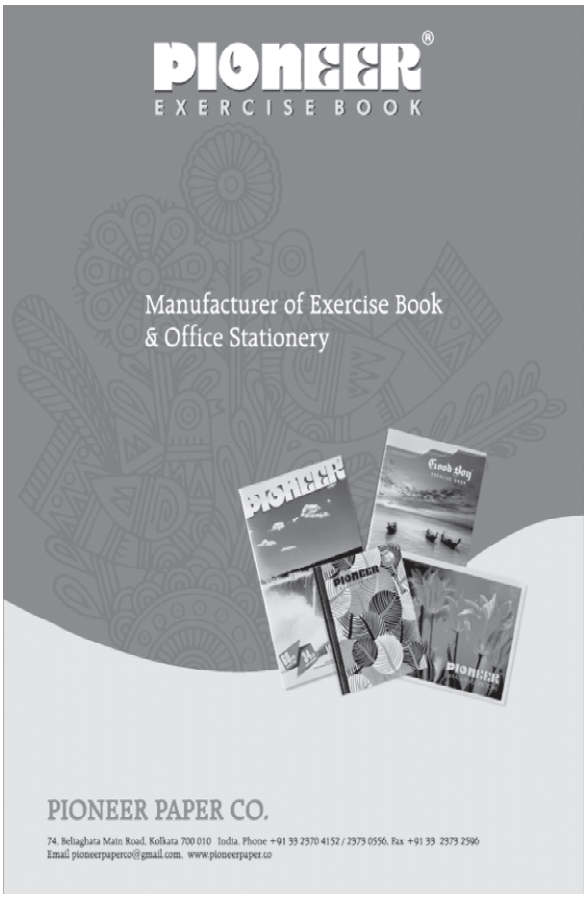

হাজার মানুষকে জেলে ঢুকিয়েছে। সেই সময়েও কিন্তু জয়শ্রীরাম আওয়াজটা এতো তীব্র হয়ে ওঠেনি। আজ যেটা অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছে। স্বাভাবিক সম্বোধনের জায়গা নিয়েছে। মাত্র ছয়-সাত বছর আগেও কেউ যদি সাহস করে জয়শ্রীরাম বলত তার দিকে সবাই অবাক দৃষ্টিতে তাকাতো যেন সে বিরাট কোনো অপরাধ করেছে। হিন্দুত্ববাদী মানুষজন নিজেদের অন্তরঙ্গ সম্বোধন জয়শ্রীরাম দিয়ে করতেন কিন্তু প্রকাশ্যে আওয়াজ ওঠেনি। সদ্য সাকেতধাম যাত্রা করেছেন রামজন্মভূমি আন্দোলনের বাঙ্গলার অগ্রণী ব্যক্তিদের মধ্যে অন্যতম পুণ্যাত্মা গৌরাঙ্গ সুন্দর মণ্ডল। তিনি প্রায়ই বলতেন, 'সেই দিনের আন্দোলনের ফল আজকে পাচ্ছি। নিজের রাজ্যে, নিজের জেলায়, নিজের গ্রামে, রাস্তা ঘাটে অফুরন্ত 'জয়শ্রীরাম' শুনে অন্তরাত্মায় অদ্ভুত শান্তি অনুভূত হয়'।

বাবরি ধাঁচা ধ্বংসের পর দেশজুড়ে প্রবল বিতর্ক হয়। সেকুলার ও কমিউনিস্ট প্রগতিশীলদের প্রবল দাপটে প্রবল দ্বন্দ্বে পড়ে 'জয়শ্রীরাম' থেকে সামরিক বিরত হয় বিজেপি। যে অটল-আদবানীর বিজেপি জয়শ্রীরামে ভর করে দুই থেকে একশোকুড়ি হয়েছিল সেই বিজেপির কাছেও ব্রাত্য হয়ে ওঠে রাম কেন্দ্রিক হিন্দুত্ব। 'রাম'কে হিমঘরে পাঠানোই যে কাল হয়েছে সেটা বিদগ্ধরা না বুঝলেও বিজেপির নবীন কার্যকর্তা নরেন্দ্র মোদী কিন্তু বুঝে গিয়েছিলেন। বিরূপ সময় ও বিপরীত পরিস্থিতিতে তপ করতে করতে জেগে ওঠার মন্ত্রটা সিদ্ধ করে নিয়েছিলেন, যা তাঁকে আজ অপ্রতিদ্বন্দ্বী করে তুলেছে। সময় হয়তো তাঁর জন্যই অপেক্ষা করছিল, না হলে দীর্ঘ আঠাশ বছর লাগল কেন? তাঁর হাত দিয়েই মন্দির তৈরি করাবেন সেটাই হয়তো ভগবান স্থির করে রেখেছিলেন।

তলে তলে খেলাটা শুরু হয়েছিল দশ এগারো বছর আগে। উপরে হিন্দুত্বের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডার মোদী, মাঝখানে মোদীর ডিজিটাল টিম এবং নীচে রাম ভক্ত সাধারণ মানুষ। 'জয়শ্রীরামে'র বাড়বাড়ন্ত সেকুলার বাম মনস্তত্ত্বকে আঘাত করেছিল। কয়েকজন 'বাঁদর' জয়শ্রীরাম জয়শ্রীরাম চিৎকার করছে সেটাকে হালকাভাবে নেওয়া যায় কিন্তু যখন কাতারে কাতারে বানর সেনার তাণ্ডব নৃত্য শুরু হলো, নিজেদের অস্তিত্ব সংকট অনুভব করে রাম তাড়ানোর অভিযানে নেমে পড়ে দিদি বাহিনী। দিদি গত পাঁচ বছর ধরে সব রকমের চেষ্টা করে নিয়েছেন। রাম ভক্তদের একাধিক কেস দেওয়া, বিভিন্ন জেলায় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে জেল খাটানো। ১০-১২ জন করে ৬০, ৭০, ১১০ দিন করে জেলবন্দি করার মতোও ঘটনা ঘটেছে। শাসকের লাগাতার হুমকি, চোখ রাঙানি দিনের পর দিন সহ্য করতে হয়েছে রামভক্তদের। প্রতিপক্ষের রাজনৈতিক আগ্রাসনের শিকার হতে হয়েছে হিন্দুত্ববাদী যোদ্ধাদের। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে টক্কর দেওয়া অত কঠিন ব্যাপার নয়, পশ্চিমবঙ্গে লড়াইটা শুরু হয়েছিল আদর্শগত।

ইতিহাস সাক্ষী, হিন্দু যদি জাগতে শুরু করে, ফেনি-সুনামির মতো আছড়ে পাছড়ে উলট পালট করে দেবে সবকিছু, বাকি সবকিছু খড়কুটোর মতো উড়ে যাবে। জাগ্রত হিন্দু সমাজের সামনে রামবিরোধীরা এবার ভেসে যাবে। সেদিন সমাগত। □

প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফরে পাকিস্তান ও চীনপন্থী শক্তিগুলি আতঙ্কিত

মৈনাক পূততুণ্ড

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গত ২৬ মার্চ দু' দিনের বাংলাদেশ সফরে গেছিলেন বাংলাদেশের স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পূর্তি এবং স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানের অতিথি হিসেবে। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান উপস্থিত থাকলেও মধ্যমণি ছিলেন আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী। মাত্র দু' দিনের এই সফরে তিনি যে কর্মযজ্ঞ সম্পাদনা করেছেন তা সত্যি বিস্ময়কর। শিলিগুড়ি থেকে ঢাকা পর্যন্ত একটি নতুন ট্রেন, বাংলাদেশের রূপপুরে পারমাণবিক শক্তি কেন্দ্রের নির্মাণ, যোগাযোগ ব্যবস্থা, জল সম্পদ, পরিবেশ প্রভৃতি বিষয়ে প্রায় এক বিলিয়ন ডলার মূল্যের আদান প্রদানের মউ স্বাক্ষর, সীমান্ত এলাকায় 'বর্ডার হাট' স্থাপন, ফেনী নদীর জল বণ্টনের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং কবিগুরুর স্মৃতিধন্য শিলাইদহ কুঠিবাড়ির সংস্কার— প্রতিটি কাজই ২০১৪ সালে তাঁর ক্ষমতায় আসার পরেই তিনি বিদেশ নীতির ক্ষেত্রে যে 'নেইবারহুড ফার্স্ট' বা 'প্রতিবেশী দেশ অগ্রগণ্য' নীতির সূচনা করেছেন তার লক্ষ্যে সুদৃঢ় পদক্ষেপ। দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াতে চীনের আগ্রাসী মনোভাব,

বাংলাদেশের মাটিতে জামাত-উল-মুজাহিদিন (জে.মে.বি.) প্রভৃতি জঙ্গিগোষ্ঠীর সঙ্গে পাকিস্তানের আইএসআই-এর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ এবং জামাত-এ-ইসলামির ক্রমাগত ভারত বিরোধী প্রচার যে উদ্বেগজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে তার পরিপ্রেক্ষিতে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের ক্ষেত্রে তাঁর এই সফরের ভূমিকা অতি গুরুত্বপূর্ণ।

এই প্রসঙ্গে অবশ্যই আমাদের গত কয়েক বছরে বাংলাদেশের মাটিতে চীনের ক্রমবর্ধমান প্রভাবের কথা খেয়াল রাখতে হবে। দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞরা একটি বিষয়ে একমত যে বর্তমানে ভারতের অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সবথেকে বড়ো চ্যালেঞ্জ পাকিস্তান নয়, চীন। মধ্যযুগের এশিয়াতে চীনের প্রাধান্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার স্বপ্নে মশগুল চীনা কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা যে কোনো মূল্যে ভারতীয় উপমহাদেশে ভারতের প্রভাব খর্ব করতে উদ্যত। নেপাল ও শ্রীলঙ্কায় তাদের পরিকল্পনা ইতিমধ্যেই অনেকদূর সাফল্য

লাভ করায় এবার তারা হাত বাড়িয়েছে বাংলাদেশের দিকে। ঢাকার উপকণ্ঠে নতুন মেগাসিটি তৈরি, সিলেটে নতুন এয়ারপোর্ট নির্মাণ প্রভৃতি পরিকাঠামোগত সহায়তা ছাড়াও ২০২০ সালের জুলাই মাসে চীন বাংলাদেশের প্রায় ৯৭ শতাংশ এক্সপোর্টকে সম্পূর্ণ শুল্কমুক্ত ও অবাধ বাণিজ্যের তালিকায় এনেছে যা শি জিনপিং ও শেখ হাসিনার মধ্যে ব্যক্তিগত স্তরে আলোচনার ফসল। এমনকী ২০১৯ সালেই হাসিনার চীন সফরের সময় চীনের বিদেশমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন যে তাঁরা মিয়ানমার সরকারের সঙ্গে কথা বলে নিশ্চিত করবেন যেন বাংলাদেশে বসবাসকারী ১২ লক্ষের বেশি রোহিঙ্গা শরণার্থীদের ফিরিয়ে নেওয়া হয়।

এই কৌশলী প্রভাববিস্তার, যাকে আন্তর্জাতিক রাজনীতির ভাষায় 'সফট পাওয়ার' বলা হয় তার প্রভাবে বাংলাদেশের জনমতও আস্তে আস্তে চীনের দিকে ঘুরে যাচ্ছিল। তখন করোনা অতিমারী ভারতের সামনে একটি অভাবনীয় সুযোগ এনে দেয়। করোনা ভ্যাকসিন তৈরিতে ভারতের দ্রুত সাফল্যের ফলে ভারত 'কোভিড ডিপ্লোম্যাসি'-র ক্ষেত্রে অন্য দেশগুলিকে ভ্যাকসিন প্রদান করে নিজের আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তিকে উজ্জ্বল করে তোলে। আলোচ্য বাংলাদেশ সফরেও প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশকে ১২ লক্ষ ভ্যাকসিনের জোগান অক্ষুণ্ণ রেখে ভারত যে প্রতিদ্বন্দ্বী দেশগুলির থেকে বেশ কয়েক কদম এগিয়ে আছে তা প্রমাণ করলেন। কিন্তু শুধুমাত্র কূটনৈতিক সাফল্যের নিরিখে প্রধানমন্ত্রীর এই সফরকে মাপা যাবে না। এই ব্যস্ততার মাঝেও তিনি সময় করে নিয়েছিলেন একান্ন পীঠের এক পীঠ যশোরেশ্বরী মন্দিরে পূজা দেওয়ার, যেখানে এর আগে ভারতের কোনো রাষ্ট্রপ্রধান বা প্রধানমন্ত্রী পা রাখেননি। তবে সম্ভবত তাঁর সফরের সব থেকে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল ওড়াকান্দি ধাম দর্শন। তিনি মতুয়া সম্প্রদায়ের আদি তীর্থস্থান শ্রীশ্রী হরিচাঁদ ঠাকুর ও শ্রীশ্রী গুরুচাঁদ ঠাকুরের জন্ম ও কর্মভূমি ওড়াকান্দিতে শ্রদ্ধা অর্পণ করেন এবং ওড়াকান্দির মতুয়া সমাজ ও ঠাকুরবাড়ির সদস্যদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখেন। বাঙ্গলায় নমঃশূদ্র শ্রেণীর উন্নতিতে হরিচাঁদ ও গুরুচাঁদ ঠাকুরের ভূমিকা স্মরণ করে এবং শিক্ষা বিস্তারে গুরুচাঁদ ঠাকুরের ভূমিকাকে নমস্কার করে তিনি ভারত-বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে ওড়াকান্দি ও ঠাকুরনগরের বিশেষ গুরুত্বকে তুলে ধরেন। এটি বাংলাদেশে বসবাসকারী সকল হিন্দুদের জন্য ছিল এক গর্বের মুহূর্ত। তাঁর সফরের প্রতিটি পর্বে যেমন ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ককে আরও উন্নত করার চেষ্টা ছিল তেমনি ছিল বাংলাদেশে বসবাসকারী নিপীড়িত হিন্দুর প্রতি এক সুস্পষ্ট বার্তা যে অবশেষে ভারতে এমন এক সরকার স্থাপিত হয়েছে যা তাঁদের কথা ভাবে, তাঁদের সম্মান করতে জানে।

এতে সমূহ বিপদ দেখে সেই দেশের গোঁড়া মৌলবাদী শক্তিগুলি যারা ২০০৮ সালে আওয়ামি লিগ ক্ষমতায় আসার পরেই দেশ জুড়ে অশান্তি ও হিংসা ছড়ানোর কাজ শুরু করেছিল। ২০১২-১৩ সালে ও তার পরে আরও বহুবার মূল বিরোধী দল বিএনপি এবং তাদের জোটসঙ্গী জামাতের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় হেফাজত প্রভৃতি গোষ্ঠীগুলি বাংলাদেশে সম্পূর্ণ শরিয়তি সংবিধান চালু করার ও এরশাদের আমলের পঞ্চম সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশকে ইসলামিক দেশ হিসেবে পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবিতে রাজধানী ঢাকা ও চট্টগ্রাম প্রভৃতি শহরে লাখ লাখ লোক জড়ো করে হিংসাত্মক বিক্ষোভ দেখিয়েছে। মোদীজীর সফরের এই পরিণাম আগেই অনুধাবন করে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে প্রধানমন্ত্রীর সফর বানচাল করা এবং বিদেশের নেতৃবৃন্দের সামনে বাংলাদেশ সরকারকে অপদস্থ করার উদ্দেশ্যেই সুপরকিল্পিত ভাবে মার্চ মাসে সিলেটের অন্তর্গত সুনামগঞ্জে হেফাজত নেতারা উস্কানিমূলক বক্তৃতা দেন ও তারপর এক নিরীহ হিন্দু যুবকের ফেসবুক পোস্টকে কেন্দ্র করে হাজার হাজার হেফাজত সমর্থক ছেলেটির গ্রাম ও পার্শ্ববর্তী হিন্দু গ্রামগুলি আক্রমণ করে জ্বালিয়ে দেয় ও লুঠপাঠ চালায়। কিন্তু এতেও যখন প্রধানমন্ত্রী তাঁর সংকল্পে দৃঢ় থাকেন তখন রাজধানীতে হিংসা ছড়ানোর পরিকল্পনা শুরু হয়। আর ঠিক তখনি বাঘের আগে ফেউয়ের মতো ময়দানে নেমে পড়ে বাংলাদেশে অস্তিত্বের সংকটে ভোগা বাম ছাত্র সংগঠনগুলি। ইনকিলাব আর লড়াইয়ের ধ্বনি দিয়ে ঢাকার রাজপথে মোদীর কুশপুতুল পোড়াতে থাকে 'প্রগতিশীল' ছাত্র সংগঠনগুলির জোট। বাংলাদেশ ছাত্র লিগের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষও হয়। কিন্তু ২৬ মার্চ প্রধানমন্ত্রীর সফরের প্রথম দিনেই নেপথ্যের কুশীলবরা প্রকাশ্যে আসে। সেদিন শুক্রবারের নামাজ সেরেই ঢাকার বাইতুল মুকার্রাম জাতীয় মসজিদের সামনে জড়ো হয় প্রচুর হেফাজত সমর্থক যারা মোদীজীর উদ্দেশে জুতো দেখাতে থাকে। ছাত্র লিগের সদস্যরা প্রতিবাদ করলে সংঘর্ষ বেঁধে যায়, যার ফলে পুলিশ লাঠি চালাতে বাধ্য হয় ও বেশ কিছু হেফাজত সমর্থক আহত হয়। এর পরেই মৌলবাদীরা দেশ জুড়ে তাণ্ডব শুরু করে। বিশেষ করে চট্টগ্রামের হাটহাজারী ও ত্রিপুরা সীমান্তের নিকটবর্তী ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে থানা আক্রমণ, স্টেশন জ্বালিয়ে দেওয়া প্রভৃতি নৈরাজ্যের ছবি দেখা যায় যা পশ্চিমবঙ্গের মানুষের কাছেও অতি পরিচিত। এই হিংসায় এখনো পর্যন্ত অন্তত ১২ জনের মৃত্যু হয়েছে, শতাধিক আহত।

এই সন্ত্রাসকে কেবল মোদী-বিরোধিতা ভাবলে অতিসরলীকরণ হয়ে যাবে। মাথাপিছু জিডিপি বৃদ্ধির চমকপ্রদ পরিসংখ্যানের আড়ালে বাংলাদেশে এখনো যে বিপুল দারিদ্র্য ও কর্মহীনতা রয়েছে এবং আওয়ামি লিগের একাংশের দুর্নীতি নিয়ে মানুষের যে ক্ষোভ রয়েছে তাকে সুকৌশলে ব্যবহার করে আওয়ামি লিগ সরকারকে ভারতপন্থী এবং হিন্দুহিতৈষী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাদেশি মুসলমানদের কাছে এই সরকারের বৈধতা নষ্ট করার এবং বাংলাদেশকে আগামী দুই দশকের মধ্যে হিন্দুশূন্য ইসলামিক দেশে পরিণত করার বৃহত্তর চক্রান্তের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে এই তাণ্ডবলীলার মধ্যে দিয়ে। যথারীতি আন্তর্জাতিক মিডিয়া এবং অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল ইত্যাদি মানবাধিকার সংগঠন ইত্যাদি এই ঘটনাবলীকে একপেশেভাবে বাংলাদেশ সরকারের দ্বারা শান্তিপূর্ণ (!) প্রতিবাদকারীদের উপর অত্যাচার ও গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ হিসেবে বর্ণনা করেছে। এমনকী আমাদের দেশীয় মিডিয়াতেও কেন্দ্রীয় সরকারকে পার্শ্ববর্তী দেশে হিংসা ছড়ানো ও বিদেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে দেশীয় রাজনীতিতে ফায়দা তোলার দায়ে অভিযুক্ত করা হচ্ছে। এমতাবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফরের সাফল্যের দিকগুলি আলোচনা করা এবং ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ককে শক্ত জমিতে প্রতিষ্ঠা করাই যে বাংলাদেশের হিন্দুদের শ্রেষ্ঠ রক্ষাকবচ সেটি জনসমক্ষে তুলে ধরা বিশেষ প্রয়োজন।

(লেখক কৃষ্ণনগর সরকারি মহাবিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক)

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57
19 April - 2021 - Rs. 12.00
Postal Registration No. KOL RMS/048/2019-2021

- সোনার বাংলায় মহিলারা পাবেন নিখরচায় শিক্ষা, চিকিৎসা, সরকারি পরিবহণে যাতায়াত
- সোনার বাংলায় পিএম-কিষানের আওতায় ৭৫ লক্ষ কৃষকরা পাবেন বার্ষিক ₹১০,০০০ এবং তিন বছরের বকেয়া ₹১৮,০০০
- সোনার বাংলায় প্রতিটি পরিবারের অন্তত ১ জন সদস্যকে কর্মসংস্থানের সুযোগ
- সোনার বাংলায় প্রতিটি পরিবার পাবে টয়লেট, পানীয় জল, নিকাশী ব্যবস্থা সহ পাকা ঘর
- সোনার বাংলায় রাজ্য জুড়ে নির্ভয়ে ও বিনা বাধায় সরস্বতী ও দুর্গা পুজা উদযাপন
- সোনার বাংলায় পুরোহিত কল্যাণ বোর্ড প্রতিষ্ঠা এবং পুরোহিতদের প্রতি মাসে ₹৩,০০০ সাম্মানিক প্রদান
- সোনার বাংলায় গঙ্গাসাগর মেলাকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রসার ও প্রচারের লক্ষ্যে ₹২,৫০০ কোটি টাকার তহবিল
- সোনার বাংলায় চৈতন্য মহাপ্রভু স্পিরিচুয়াল ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে তাঁর মতাদর্শ প্রচার
- সোনার বাংলাকে ভারতের সাংস্কৃতিক রাজধানী হিসাবে গড়ে তুলতে ₹১১,০০০ কোটির সোনার বাংলা তহবিল স্থাপন
- সোনার বাংলায় ₹১০০ কোটি একটি মন্দির পুনরুদ্ধার তহবিল গঠনের মাধ্যমে মন্দির সংস্কার ও মেরামতের কাজ

বাংলায় আসল পরিবর্তন আনতে
নিজের ভোট বিজেপিকে দিন

SWASTIKA DIGITAL SWASTIKA DIGITAL swastikadigitalindia@gmail.com
Contact us Chandrachur Goswami :9674585214 Anamika Dey : 9903963088

Published and Printed by Sarada Prasad Paul on behalf of OmSwastik Prakashan Private Limited at 27/1B Bidhan Sarani, Kolkata-6. Printed at Seva Mudran, 43, Kailash Bose St. Kolkata-6. Editor : Rantidev Sengupta. ।। দাম ১২ টাকা ।।